মতিউর রহমান মল্লিক

র•চ•না•ব•লী

১ম খণ্ড

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী
১

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

দেশজ প্রকাশন

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী
প্রথম খণ্ড

সম্পাদক
আবুল আসাদ

সম্পাদনা পরিষদ সদস্যবৃন্দ
ড. আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ
মোশাররফ হোসেন খান
সোলায়মান আহসান
তাফাজ্জল হোসাইন খান
সাইফুল্লাহ মানছুর
সাবিনা মল্লিক
কামরুন্নেসা মাকসুদা
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
নাঈম আল ইসলাম মাহিন

সহকারী সম্পাদক
আফসার নিজাম
ইয়াসিন মাহমুদ

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব : কবি পরিবার
প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

প্রকাশক
মনোয়ারুল ইসলাম
দেশজ প্রকাশন, ক-১৫/২/এ, বি-১, (৩য় তলা),
জগন্নাথপুর, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯
মোবাইল: ০১৭০৮১৬৯৩৩৮,
ই-মেইল : deshoz2017@gmail.com

ISBN : 978-984-98985-8-0
মূল্য : ৬৮০/ (ছয়শত আশি টাকা মাত্র)।

www.nagorikpathagar.org

প্রধান সম্পাদকের কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমাদের দেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির একজন অন্তরঙ্গ পুরুষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে সাফল্য অর্জন করে গেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু, তাঁর সমস্ত প্রিয়জনদের মধ্যে আঘাত হিসেবে আপতিত হয়েছিলো। তাঁর বয়স ও স্বাস্থ্যের ব্যাপ্তি সবার মনে এক উজ্জ্বল আলোকরশ্মি হিসেবে বিচ্ছুরিত ছিলো। তবু মানুষের হায়াত, মউত তাঁদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এটা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত হিসেবে আমাদের মেনে নিতে হয়। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি কবি মতিউর রহমান মল্লিক অসময়ে, অল্প বয়সে আমাদের ছেড়ে গেছেন। ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মল্লিকের কাজের পরিমাপ করার সাধ্য আমার নেই। তবু আমি তাঁর একজন প্রিয়পাত্র ছিলাম বলে দাবি করি। আমি তাঁর সাথে বেশ কিছুকাল সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে, সভা-সমিতিতে, মঞ্চে অংশগ্রহণ করেছি। এ সৌভাগ্য মহান আল্লাহ আমাকে দিয়েছিলেন। আমি তারচেয়ে বয়সে সামান্য বড় হলেও বয়সের ব্যবধান কাজের দ্বারা এবং ভালোবাসার আদান– প্রদানে অগ্রাহ্য ছিলো। কাজের মধ্যেই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিলো। এটা আমার সৌভাগ্য হিসেবে আমি বিবেচনা করে এসেছি।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক একজন অসাধারণ শিল্পী ও গায়ক মানুষ হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এমন বহু গান আছে যা আমাদের গানের জগতে প্রাণসঞ্চার করেছে। আমি এখন দু'চোখ বুজলে তাঁর কণ্ঠস্বর হৃদয়ে অনুভব করি। তাঁর মতোন এমন গায়ক মানুষ, সুর সৃষ্টিতে তরঙ্গ বইয়ে দেবার প্রতিভাবান ব্যক্তি আর আমাদের মধ্যে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মতিউর রহমান মল্লিক নামটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে আমার মতো প্রবীণ কবির অন্তর দ্রবিভূত হয় এবং চোখ দু'টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কী করে বুঝাবো যে আমি মল্লিকের মতো শিল্পীর সহযোগিতা পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম। এখন তাঁর সুরের রেশ আমার কানের ভেতর দিয়ে মর্ম স্পর্শ করে বয়ে যায়। তাঁর মৃত্যু আমাকে এতোটাই শোকাচ্ছন্ন করেছিলো যে আমি সেই বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য রাখি না। মল্লিক নেই এটা আমি মনে করতে চাই না। কারণ এটা মনে করতে গেলেই আমার কানে তাঁর কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে। 'তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর; না জানি তাহলে তুমি কতো সুন্দর' এই বিস্ময়কর প্রশ্ন ভাবুক হৃদয়কে ব্যাকুল না করে পারে না। এই কথার শেষ নেই, রেশ আছে এবং একটা দেশও আছে। মল্লিক সেই দেশের সন্তান এবং অগ্রগামী সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের পুরোভাগের মানুষ।

www.nagorikpathagar.org

এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমার একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু ছিলেন। বারবার তাঁর ডাকে আমি তাঁর বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রে ছুটে গেছি। গিয়ে অকপটে তার পরামর্শ গ্রহণ করেছি। মঞ্চে ওঠার আগেও আমি তাঁর কাছে আমার বক্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়েছি এবং বক্তব্য খোলাসা করে বলতে সমর্থ হয়েছি। এসব বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার কথা স্মরণ হলে আমি মুহ্যমান হয়ে পড়ি। বলা বাহুল্য যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটি অদৃশ্য ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিলো। আমি দাবি করি যে, কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন। তাঁর সাথে কাজ করে আমার হৃদয় উদ্যমে, সাহসে এবং সঙ্গীতে আপ্লুত হয়েছে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাংলাদেশের গায়ক পাখি কোকিলের মতো। কুহু কুহু রব তুলে তাঁর শ্রোতাদের বশিভূত করে রেখেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সকলেরই স্মৃতিতে এখনও সজাগ আছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি চোখ বন্ধ করলেই তাঁর চেহারাটি আমার হৃদয়ে, মনে এবং প্রাণের উপর ছায়াপাত করে। হাসিমুখ এমন সুন্দর মানুষ দুর্লভ। মতিউর রহমান মল্লিক গানের দ্বারা, প্রাণের আকুলতার দ্বারা আমাদের সম্পর্ককে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন। আমরা তাঁকে ভুলবো না। সমস্ত সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাঁর নাম উচ্চারণ করবো। তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে কতোটা যে ভালোবাসতাম সেটার বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। আমি কবি হিসেবে এবং বয়োজেষ্ঠ্য বন্ধু হিসেবে তাঁকে অনুভব করি আমার অন্তরের অন্তস্তলে।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতা, গান এবং অন্যান্য রচনা নিয়ে মল্লিক রচনাবলীর সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এখানে সম্পাদনা কথাটি উচ্চারণ না করে আমি সহযোগিতার কথা বলতে চাই। আমি সহযোগিতা করতে পেরেছি। এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা এবং আমি তা সাফল্য হিসেবে গণ্য করবো। এই রচনাবলী সম্পাদনার কাজে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আল মাহমুদ

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদকের কথা

বর্তমান সেক্যুলার সভ্যতার অন্যতম জনক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছেন, 'জগতের মৌলিক মহৎ সৃষ্টি ও কাজ ঈশ্বরের ইশারা থেকে হয়'। একজন খুব বড় চিকিৎসক তাঁর মেটেরিয়া মেডিকায় বলছেন, 'চিকিৎসা আমরা করি না, ঈশ্বর করেন। ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি কোনো ফল হয় না। হঠাৎ একদিন মাথায় এসে নতুন চিন্তার উদয় হলো। ঔষধ দিলাম, রোগ চলে গেল। এই চিন্তা আমার নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা'। জগতের বিস্ময়কর সব মহৎ কর্মের ব্যাখ্যা এটাই। মহান আন্দোলন হোক, মহৎ মহাকাব্য হোক- সব মৌলিক চিন্তা ও সৃষ্টির পেছনে এবং মহৎ পরিবর্তনের মধ্যে থাকে দয়াময় আল্লাহর ইচ্ছা। বাংলা গানের জগতে মতিউর রহমান মল্লিকের রেনেসাঁর কথা যখন চিন্তা করি, তখন এটাই মনে হয় যে, বাংলা গানের এই রেনেসাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা ও প্রেরণার ফল।

মল্লিকের লিখা গান, মল্লিকের গাওয়া গান বাংলা গানের চলমান ধারায় একটা বড় ঝড়, একটা বড় সয়লাব। কিন্তু এটা ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির। বাংলা গানের চলমান ধারায় মল্লিকের গান নিয়ে আসে শক্তিমান ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, লক্ষ্যকে করে সুনির্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রে মতিউর রহমান মল্লিকের কোনো পূর্বসূরী নেই। মহাকবি কায়কোবাদের কাব্যে আমরা আজান শুনি, কিন্তু সেটা বিলাপের মতো। তা মসজিদের দরজা খোলে না, মুসলিম টানে না। দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন-ইসলামের লাল মশাল,' 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান, 'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি, ইত্যাদির মতো হাজারো যুগান্তকারী কথা আমরা মহাকবি নজরুলের কবিতা-কাব্যে পাই। এগুলো আমাদের জন্যে মূল্যবান পাথেয়, কিন্তু পথ আমরা পাই না, পথের ঠিকানা এখানে নেই। আধা-অন্ধকার সেই যুগে মহাকবি নজরুলের পক্ষে তা দেয়া সম্ভবও ছিল না। ইসলামের কবি মহাকবি ফররুখ তাঁর কাব্য-মহাকাব্য-কবিতায় হেরার রাজতোরণের স্বপ্ন দেখেছেন। চেয়েছেন সেই রাজতোরণের দিকে মুসলমানদের আবার নতুন অভিযাত্রা হোক। তাই তিনি 'রঙীন মখমল দিন' এর শেষ ঘোষণা করে 'মাঝি সিন্দাবাদ'কে 'নতুন পানিতে' সফরের জন্যে 'হালখুলে' দিতে বলেছেন। এখানে ফররুখ স্বাপ্নিক মহাকবি, বাস্তবের নায়ক তিনি নন। তিনি মঞ্চ পাননি, সামনে মানুষও পাননি। কিন্তু কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাস্তবেরও নায়ক। তিনি গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, আবার মঞ্চে তিনি তাঁর গানের গায়কও। তিনি স্বাপ্নিকমাত্র নন। তাঁর আহ্বান সুনির্দিষ্ট,

www.nagorikpathagar.org

চাওয়া একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁর গান দেশে 'পূর্ণ ইসলামী সমাজ' দাবি করে। বঞ্চিত মানবতার মুক্তির জন্যে 'রাশেদার যুগ' ফিরে পেতেও তাঁর গান উচ্চকণ্ঠ। সবার উপরে কবি মতিউর রহমান মল্লিক সৌভাগ্যবান যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর এই গানের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়নি, ধারাবাহিকতা ধারণের জন্যে অব্যাহত পতাকাবাহীদের তিনি পেয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুল, কবি ফররুখের মতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকও গানের জগতে একজন যুগস্রষ্টা। সফল ও ক্রমবর্ধমান একটা নতুন ধারার তিনি জনক এবং এই ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা অনন্যও। কবি নজরুল, কবি ফররুখ, গায়ক আব্বাস উদ্দিন মুসলিম জনতাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যে জাগরণের বীজ তাঁদের মনে বপন করেছিলেন, সে জাগরণকে কবি মল্লিক ভাষা দিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন, পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। একটা উপযুক্ত সময়ে, প্রয়োজনের মূল্যবান মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা ইচ্ছা তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুলদের বিশাল সাহিত্য-কর্মের মতো নয় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্যকর্ম। তবে সংখ্যা দিয়ে সব সময় সাফল্য বিচার হয় না। ম্যাক্সিম গোর্কির এক 'মা' উপন্যাস রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ছিল মধ্যমণি। একটা গান, একটা কবিতা, এমনকি একটা কথাও বদলাতে পারে অনেক কিছুই।

অপরিণত বয়সে সবাইকে কাঁদিয়ে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। এই যুগস্রষ্টা কবির সাহিত্য-কর্মকে সংগ্রহে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফল হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী প্রকাশিত হলো। আমরা আশা করছি এতে মানুষের চাহিদা পূরণ হবে ইনশাল্লাহ।

মল্লিক রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে ৩টি কবিতার বই–আবর্তিত তৃণলতা, অনবরত বৃক্ষের গান, তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা; ৩টি গানের বই– ঝংকার, যত গান গেয়েছি, প্রাণের ভেতরে প্রাণ; ২টি ছড়ার বই–রঙিন মেঘের পালকি, নতুন চাঁদের আলো; এবং ১টি প্রবন্ধের বই–মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ সংকলিত হয়েছে।

আবুল আসাদ

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

গানের পাখি, ছড়ার যাদুকর, কবিতার রাজপুত্র-মতিউর রহমান মল্লিক সারাজীবন দারিদ্র, দ্রোহ আর অসুন্দরের সাথে লড়তে লড়তে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। রেখে গেলেন তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার বিশাল দায়িত্ব যা পালনে আমরা এখনও অনেক অনেক পিছিয়ে। তবুও বলবো- Better late than never একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরীতে হওয়া শ্রেয়তর।

দীর্ঘদিনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে শেষ হলো মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলীর ৬ খণ্ডের কাজ এবং তা ছাপার অক্ষরে আলোর মুখ দেখলো। আমাদের একান্ত ইচ্ছে ছিলো তাঁর সব সৃষ্টিকে মোড়কে পুরে এদেশের লক্ষ লক্ষ মল্লিকপ্রেমী তথা ইসলামী সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের হাতে তুলে দেব। সেই আশা পূরণের এই দিনে আমরা আনন্দিত, কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট। এই মহৎ কাজে কোনো ভুলত্রুটি কারো চোখে পড়লে অনুগ্রহ করে আমাদের অবগত করে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরানোর সুযোগ করে দেবেন এই প্রত্যাশা আমাদের। কোন সহৃদয় ব্যক্তির কাছে তাঁর কোন অগ্রন্থিত লেখা, গুরুত্বপূর্ণ চিঠি অথবা কোন বিশেষ ছবি থাকলে জাতীয় আমানত মনে করে তা আমাদের কাছে পৌছানোর সবিনয় আবেদন থাকলো।

কবির পরিবার, কবির শুভাকাঙ্ক্ষীগণ, তাঁর ভালোবাসা ও আশ্রয়ের কেন্দ্র বিন্দু "অনেক রক্ত দিয়ে গড়া এই মঞ্জিল মুক্তির প্রিয় ঠিকানা", ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের অগণিত নেতা কর্মী আর সারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের কাছে আমরা ঋণী। ভালোবাসার এই সুন্দর উপহারটি তাঁদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

মল্লিক রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগটি নেয়া হয়েছিল ২০১৪ সালের শেষ দিকে। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ তা প্রকাশিত হলো। এজন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে নানা পরিবর্তন এলেও শেষ পর্যন্ত যেসব কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাস্তবায়ন কমিটির সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, জনাব হাসান মুর্তাজা, কবি আমিনুল ইসলাম, কমিটির সদস্য সচিব জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ এবং অন্যান্য সদস্য জনাব আবেদুর রহমান, যাকিউল হক জাকী, শিল্পী মালিক আব্দুল লতিফ, মাসুদ রানা, আরিফুল ইসলাম, হুসনে মোবারক, জাহাঙ্গীর আলম, মঈন বকুল, এবিএম নোমান ও তাওহীদুল ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাভাষার প্রধান কবি আল মাহমুদ ছিলেন এ উদ্যোগের প্রধান সম্পাদক যিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই, স্বনামখ্যাত সম্পাদক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী আবুল আসাদ এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করায় তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

www.nagorikpathagar.org

রচনাবলীর নির্বাহী সম্পাদক কবি আসাদ বিন হাফিজ এ উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইতোমধ্যে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে চলে গেছেন। আমরা তার মাগফিরাত ও উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের অবদান উল্লেখের দাবি রাখে। কবির কর্মস্থলের প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, বিশেষ করে কবি আফসার নিজাম তাঁর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মল্লিক রচনাবলী সংগ্রহ, প্রকাশনা কার্যক্রম এবং সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন সসাসের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদের সেক্রেটারী ড. মনোয়ারুল ইসলাম। তিনি ইয়াসিন মাহমুদ, মনিরুল ইসলাম, সালমান রিয়াজ, অহিদ সালিম, মুয়াজ্জাম হুসাইন, আব্দুল আলিম আশিক, আব্দুল্লাহ ইমরান, শফিকুল ইসলাম ও ইমরান আলীসহ একদল তরুণ কর্মী নিয়ে রাতদিন পরিশ্রম করেছেন এটিকে আলোর মুখ দেখানোর জন্য। এ ছাড়া দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক মল্লিকপ্রেমী বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

একজন মানুষ আজ বেঁচে থাকলে সবচেয়ে বেশী খুশী হতেন, তিনি আর কেউ নন, বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রে মল্লিকের দীর্ঘদিনের সহকর্মী, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব শেখ আবুল কাসেম মিঠুন। তিনি ছিলেন বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক। কিন্তু মাঝপথে এসে, কাজটি অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি চলে যান মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান করে নিন। আমিন।

রচনাবলীর লেখা সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন কবি আহমদ বাসির। তিনিও আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন প্রভুর কাছে। আমরা তাঁর এ কাজের উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আমরা কবিপত্নী কথাশিল্পী সাবিনা মল্লিক, তাঁর দুই কন্যা নাজমি, জুম্মি ও একমাত্র পুত্র মুন্নার কাছে কৃতজ্ঞ আমাদেরকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য।

মল্লিক রচনাবলীর প্রথম খণ্ড থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড একত্রে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। প্রথম সংস্করণে যে সমস্ত ভুলত্রুটি ছিল তা সংশোধন ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের ক্ষেত্রে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। যে সমস্ত হৃদয়বান ব্যক্তি কষ্ট করে বারবার প্রুফ দেখে সংশোধনী দিয়েছেন তাঁরা ধন্যবাদার্হ। শুদ্ধতম মল্লিক রচনাবলী আমাদের সবার আশা, প্রত্যাশা ও স্বপ্ন। আল্লাহ আমাদের সমস্ত প্রয়াসকে ভুলত্রুটি ক্ষমা করে মুক্তির পাথেয় হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

ড. আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ

আহবায়ক

মল্লিক রচনাবলী বাস্তবায়ন কমিটি

www.nagorikpathagar.org

প্রথম খণ্ডে গ্রন্থিত বইসমূহ

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের শিল্পময় জীবন ১৫

কবিতার বই

আবর্তিত তৃণলতা ২১
অনবরত বৃক্ষের গান ৬৯
তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা ১১৭

গানের বই

ঝংকার ১৫৯
যত গান গেয়েছি ২২১
প্রাণের ভেতরে প্রাণ ২৭৯

ছড়ার বই

রঙিন মেঘের পালকি ৩৪১
নতুন চাঁদের আলো ৩৬৯

প্রবন্ধের বই

মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ ৩৯৭

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের শিল্পময় জীবন

মতিউর রহমান মল্লিক বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ঐতিহ্যের ধারায় সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার নতুন প্ল্যাটফর্মের নির্মাতা। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে বিশেষত কবিতা ও গানের ক্ষেত্রে তিনি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং জাগরণের কবি ফররুখ আহমদের ধারাকে আরো বেগবান এবং পরিপুষ্ট করে গেছেন। তিনি সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও রেখে গেছেন অমূল্য অবদান। একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, গীতিকার, সুরকার, সংস্কৃতিচিন্তক, সংগঠক, সম্পাদক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রসেনানী কবি মতিউর রহমান মল্লিকের চিন্তা ও কর্ম এখন কালের সাক্ষী হিসেবে বিশ্বাসী হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ১৯৫৪ সালের ১ মার্চ বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটের বারুইপাড়া গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত খানজাহান আলী (র.) এর স্মৃতিবিজড়িত ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে অনতিদূরে অবস্থিত এ গ্রামটি। তিনি মরহুম মুন্সি কায়েম উদ্দিন মল্লিক ও আছিয়া খাতুন এর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। চৌদ্দ ভাই-বোনের মধ্যে মল্লিক ছিলেন সবার ছোট।

পিতা ছিলেন পালাগানের রচয়িতা ও গায়ক। বড় ভাই আহমদ আলী মল্লিক এলাকায় কবি হিসাবেই পরিচিত। তিনি অত্যন্ত ছন্দ সচেতন কবি। ইতোমধ্যে বিশুদ্ধ উচ্চারণ, ছন্দ ও শব্দখেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সাথে সাথে মায়ের ছড়াকাটা, অন্ত্যমিল দিয়ে কথা বলা এবং বাপ-চাচাদের জারীগান তাঁকে সংস্কৃতিচর্চার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে।

আসলে তাঁর জন্মই হয়েছিল এক সৃজনশীল সাহিত্যিক পরিবারে। পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই পেয়েছিলেন লেখার প্রতিভা। পরিবারে ছিল ইসলামী পরিবেশ। ইসলাম ও সৃজনশীলতা দুটোকে নিয়েই তাঁর জীবন, তাঁর সৃজন ভুবন।

www.nagorikpathagar.org

আর দশ জনের মতই পারিবারিক পরিবেশে তাঁর লেখাপড়ার শুভ সূচনা ঘটে। এরপর যান পাড়ার মক্তবে। মক্তবের পড়া শেষ হলে পিতা তাঁকে ভর্তি করে দেন বাড়ুইপাড়া মাদরাসায় । তারপর তিনি যশোরের লাউড়ি মাদরাসা ও খুলনা আলিয়ায় পড়া লেখা করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন শিক্ষকদের প্রিয়ভাজন, সকলের প্রিয়। তিনি কৃতিত্বের সাথে পাস করেন দাখিল, আলিম ও ফাজিল। এভাবেই তিনি ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তরুণ আলেম হিসেবে এলাকায় পরিচিতি পান। ফাজিল পাস করার পর তিনি জেনারেল এডুকেশনের দিকে মন দেন। ভর্তি হন বাগেরহাট সরকারী পি. সি. কলেজ (প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়)। ১৯৭৬ সালে এখান থেকেই মানবিক শাখায় এইচ এস সি (উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা) পাস করেন।

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিও তাঁর ঝোঁক ছিল প্রচুর। শৈশব কাটে তাঁর উদার প্রকৃতির কোলে। সেখান থেকেই তিনি নেন উদারতার সবক। যখন সবই ছিল তাঁর শৈশবের সঙ্গী। শুনে শুনে গান কণ্ঠে তুলে নেয়ার অভ্যাসও শৈশবেই রপ্ত করেন তিনি । তারপর শুরু হয় মুখে মুখে গান বানানো। বন্ধুদের সে গান শোনানো । বন্ধুরা চমৎকৃত হন। এভাবে স্কুলে থাকতেই লেখার জগতে প্রবেশ করেন তিনি।

ছোটবেলায়ই তাঁর পিতা মারা যান। বড় ভাই আহামদ আলী মল্লিক নেন তাঁর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব। শিক্ষক মানুষ, একটু কড়া মেজাজি। কবি হওয়ার উন্মাদনায় লেখাপড়ায় ঘাটতি দেখা দিলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেপে যান তিনি। শাসনের নিগড়ে বন্দী হন কবি। কচি কবি মন মানে না শাসন, মানে না বারণ। দুই ভাইয়ে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। ভাবী এসে পাশে দাঁড়ান কবির। স্নেহ-মমতায় সারিয়ে তুলতে চান কচি মনের ক্ষত।

স্কুলে থাকতেই ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পান। এ আন্দোলন তাঁর মনে জাগিয়ে তোলে নতুন সাড়া, নতুন স্বপ্ন। তিনি গান লেখেন আন্দোলনের জন্য, ইসলামের বিজয়ের জন্য। দেহ-মন-প্রাণ সবটা জুড়েই আন্দোলন, সবটা জুড়েই গান। এ গানের শ্রোতা এখন আর কেবল বন্ধুরা নয়, নানা অনুষ্ঠান আয়োজনে ডাক পড়ে গান গাওয়ার। গ্রামের সীমানা ছেড়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে মহকুমায়, জেলায়। একসময় বাগেরহাট জেলা ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব আসে তাঁর ওপর। এ সময় কেন্দ্রীয় সভাপতি মীর কাসেম আলী যান বাগেরহাট সফরে। মতিউর রহমান মল্লিকের নতুন ধারার গান শুনে আপ্লুত হন তিনি। বুঝতে পারেন, এ রত্ন গ্রামে পড়ে থাকার জন্য সৃষ্টি হয়নি। তিনি তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মল্লিকের চোখে ভাসে নতুন আশার স্বপন। সৃষ্টিতে আসে উদ্দাম গতিবেগ।

www.nagorikpathagar.org

তারপর আন্দোলনের প্রয়োজন তাঁকে ঢাকায় চলে আসতে হয়। লেখালেখির কথা বিবেচনা করেই ভর্তি হন বাংলা অনার্সে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তিনি নাট্যকার মমতাজ উদ্দিন আহমদ, প্রখ্যাত কথাশিল্পী শওকত আলী, কবি আবুবকর সিদ্দিক ও কবি আবদুল মান্নান সৈয়দকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে কবি ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দের খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

কিন্তু তিনি আন্দোলন ও গানে এতোটাই মেতে ওঠেন যে, অনার্স পরীক্ষা দেয়ার অবসর আর তাঁর হয়ে ওঠেনি।

সাহিত্যচর্চা ও সংগঠন

কবি মতিউর রহমান মল্লিক শৈশবকাল থেকেই সাহিত্যচর্চা করে আসছেন। সাহিত্যচর্চাকে বেগবান করার জন্যই তিনি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। শৈশব থেকেই বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে তুলেছেন। ১৯৬৮ সালে বাগেরহাটের বারুইপাড়ায় "সবুজ কাঁচার আসর' নামে একটি শিশু সংগঠন গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে তাঁর সাংগঠনিক জীবনের যাত্রা শুরু। বারুইপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, সবুজ মিতালী সংঘ এবং আল-আমিন যুব সংঘ প্রতিষ্ঠার পেছনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাঁরই। সেই শৈশবেই তিনি দুঃসাহসী নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। ঢাকায় এসে তিনি ১৯৭৮ সালে সমমনা সংস্কৃতিকর্মীদের নিয়ে গড়ে তোলেন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী। সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার পর একাধারে দুই বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। সাইমুম এ দেশে বাদ্যবিহীন ইসলামী গানের নবযাত্রার সূচনা করে। অল্প সময়ের ব্যবধানে এ দেশের মুসলমানের কাছে এ গান ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে ইসলামী গানের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী। তারপর একে একে তাঁর অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশের শহর, নগর, গ্রাম-গঞ্জ, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে একই ধারার অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন । শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ, আসামসহ বিশ্বের যেখানেই বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান রয়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে একই ধারার বহু সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ ছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য সংগঠন বিপরীত উচ্চারণের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। "বিপরীত উচ্চারণ" সাহিত্য সংকলনও সম্পাদনা করেছেন তিনি। সেই সাথে ঐতিহ্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, কবিতা বাংলাদেশ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিব, জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিবসহ বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

সংসার ও কর্মজীবন

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ১৯৮৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেন কথাশিল্পী সাবিনা মল্লিককে (সাবিনা ইয়াসমিন)। সাবিনা মল্লিক একজন কবি, সম্পাদক, ও ব্যাংকার। সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স করা এ মানুষটি এসএসসি পাশ করেই এসেছিলেন কবি মল্লিকের জীবন সঙ্গিনী হিসেবে। ছন্নছাড়া মল্লিকের সংস্পর্শে থেকে পুরো সংসারধর্ম সূচারুরূপে পালন করে তিনি অর্জন করেছেন বি.এ অনার্সসহ এমএসএস ডিগ্রী। মতিউর রহমান মল্লিকের ছন্নছাড়া জীবনেও তিনি এনে দিয়েছিলেন প্রশান্তি। তাঁদের ঘর আলো করে দুই মেয়ে জুম্মি নাহদিয়া ও নাজমী নাতিয়া এবং একমাত্র পুত্রসন্তান হাসসান মুনহামান্না।

কর্মজীবনে কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। নারায়ণগঞ্জ আদর্শ স্কুলে গানের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত ছিলেন তিনি। তাঁর হাতেই দীর্ঘ একযুগ ধরে সম্পাদিত হয়েছে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কলম'। তিনি ১৯৮৩-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা'র সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৫-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার এর মাসিক কলম সাহিত্য পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং নতুন কলম সাহিত্য সংকলনের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯৬-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ইবনে সিনা ট্রাস্টের সমন্বয় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষে তিনি বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ১৯৯৮-২০১০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে তাঁর হাত ধরে দেশে-বিদেশে এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে অসংখ্য সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র।

অন্যান্য দায়িত্ব

সংগঠক হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিক যেমন সফল তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনেও অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে গেছেন। 'নতুন কলম'র উপদেষ্টা সম্পাদক, 'কারেন্ট নিউজ'র উপদেষ্টা, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্রেক্ষণ, আত্তাহযীব ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসা-ঢাকা'র উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী-ঢাকা, ঐতিহ্য সংসদের। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বাগেরহাট ফোরামের। চেয়ারম্যান "সাউতুল মাদীনা ক্যাডেট মাদরাসা", প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক- সবুজ মিতালী সংঘ, বারুইপাড়া-বাগেরহাট, নির্বাহী সদস্য- বাংলা সাহিত্য পরিষদ; সদস্য বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, আজীবন সদস্য কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদ সিলেট, তত্ত্বাবধায়ক বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ প্রভৃতি।

www.nagorikpathagar.org

সৃজন

আপাদমস্তক কবি এবং সংস্কৃতিচিন্তক হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিকের কর্মপরিধি থাকলেও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা পিছিয়ে ছিলেন তিনি। ১৯৭৮ সালে প্রথম গীতিকবিতা সংকলন 'ঝংকার' প্রকাশিত হয়। তারপর একে একে প্রকাশ পায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ- আবর্তিত তৃণলতা, অনবরত বৃক্ষের গান, তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা, চিত্রল প্রজাপতি ও নিষণ্ন পাখির নীড়ে; গানের বই- যত গান গেয়েছি, প্রাণের ভেতরে প্রাণ, অনূদিত উপন্যাস- পাহাড়ি এক লড়াকু, ছোটদের ছড়ার বই- রঙিন মেঘের পালকি, প্রবন্ধের বই- নির্বাচিত প্রবন্ধ ইত্যাদি। আশির দশকে প্রকাশ পায় তাঁর কথা, সুর ও স্বকণ্ঠে পরিবেশিত গানের ক্যাসেট প্রতীতি এক ও দুই। ইসলামী গানের শ্রোতাদের নিকট অ্যালবাম দুটি এখনও সমান জনপ্রিয়। অনুবাদক হিসেবেও তাঁর সফলতা ঈর্ষণীয়। পাহাড়ি এক লড়াকু ও মহানায়ক তাঁর অনূদিত উপন্যাস। হযরত আলী (রা.) ও আল্লামা ইকবালের মতো বিশ্বখ্যাত মুসলিম কবিদের কবিতাও অনুবাদ করেছেন তিনি।

বেশ কিছু অগ্রন্থিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে তাঁর। সেগুলো হলো, কবিতার বই–আরেক আকাশ, কবিতার মজনু, নন্দিত নদী, কোকিল জ্যোতি, ছড়ার বই– নতুন চাঁদের আলো, আসলো একুশ আসবে একুশ, মুন্ডার পান্ডা, ঘোর কাটুক, লাল ফিতা, ভেজাল সমাচার, পঙ্গপাল গীতিকা। গানের বই–চিরকালের গান, গানের খাতা, হৃদয়ে হৃদয় রাখি, শপথের শ্বেত পতাকা, অশেষ সম্ভাবনার কুসুম, ধৈর্যের গান, মোদের যাত্রা আল্লাহর পানে, সূর্য ওঠার আগে। গল্পের বই– এক পেয়ালা অশ্রু, গল্প দাদুর আসর। প্রবন্ধের বই– মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা, সংস্কৃতি, উলুঘ খানজাহান ও তাঁর খলিফাতাবাদ, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ: এক সর্বস্পর্শী প্রেরণা, ঘ্রাণ ও গৌরব, বাংলা সন: আমাদের ঐতিহ্য। সাক্ষাৎকার: মতিউর রহমান মল্লিকের সাক্ষাৎকার। স্মৃতিকথা: স্মৃতির মানিক। এছাড়া রয়েছে অভিভাষণ, ফ্ল্যাপ, গ্রন্থালোচনা, চিঠি ইত্যাদি।

পুরস্কার

কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। এগুলোর মধ্যে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ স্বর্ণপদক, কলমসেনা সাহিত্য পুরস্কার, সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্য পদক, সসাস সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, ফ্রান্স কর্তৃক প্যারিস সাহিত্য পুরস্কার, বায়তুশ শরফ সাহিত্য পুরস্কার, কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার; সবুজ মিতালী সংঘ, বারুইপাড়া, বাগেরহাট সাহিত্য পুরস্কার; লক্ষ্মীপুর সাহিত্য সংসদ সাহিত্য পদক; রাঙ্গামাটি

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্য পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম সাহিত্য পদক; খানজাহান আলী শিল্পীগোষ্ঠী সাহিত্য পদক, বারুইপাড়া, বাগেরহাট সাহিত্যপদক; সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ, বাগেরহাট সাহিত্য পুরস্কার; ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ'র ইসলামী সংস্কৃতি পুরস্কার উল্লেখযোগ্য।

ভ্রমণ

কবি মতিউর রহমান মল্লিক সাহিত্য সংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। তিনি ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন ইউরোপ এর আমন্ত্রণে ১৯৮৫ সালে বৃটেন ভ্রমণ করেন। স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া- এর বার্ষিক সম্মেলন ১৯৯২ সালে এবং ইকবাল পরিষদ- আয়োজিত সেমিনারে ২০০০ ও ২০০১ সালে ভারত ভ্রমণ করেন।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ- ফ্রান্স এর আমন্ত্রণে ২০০২সালে ফ্রান্স ভ্রমণ করেন এবং রিয়াদ সংস্কৃতিকেন্দ্রের আমন্ত্রণে হজ্জ করতে এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ২০০৩ সালে সৌদি আরব ভ্রমণ করেন।

ইন্তেকাল

বিশিষ্ট কবি, গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, সাহিত্যিক, সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক কবি মতিউর রহমান মল্লিক ২০১০ সালে ১২ আগস্ট, ১ রমজান, বুধবার দিবাগত রাত ১২.৪৫ মিনিটে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। কবি দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে কিডনীসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। এসময় তিনি ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিডনী প্রতিস্থাপনের জন্য তাঁকে ব্যাংকক নেয়া হয় কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁর চিকিৎসকরা তাঁকে এক বছর পর কিডনী প্রতিস্থাপনের জন্য আবার ব্যাংকক যাওয়ার পরামর্শ দেন কিন্তু তাঁর আগেই তিনি তাঁর প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান।

পরিশেষে বলা যায়, মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন বহুগুণের আধার এক অনন্য মানুষ। শুধুমাত্র কবি হিসেবেই নয়, গীতিকার হিসেবে তিনি যেমন খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন তেমনি সুরকার এবং শিল্পী হিসেবেও দেশ-বিদেশের লাখো মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। তাঁর স্ব-কণ্ঠে ধারণকৃত অ্যালবাম প্রতীতি-১ এবং প্রতীতি-২ এখনো বিশ্বাসী হৃদয়ে ঝড় তোলে। খ্যাতিমান শিল্পী খালিদ হোসেনসহ জাতীয় পর্যায়ের দেশ সেরা শিল্পীর কণ্ঠে উঠে এসেছে তাঁর গান। সেই সাথে তাঁর অনেক কবিতা ইংরেজি, আরবি ও উর্দুভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে জীবনের আলো অনুষ্ঠানে আলোচনা রেখে এবং দিগন্ত টেলিভিশনের অনুষ্ঠান প্রিভিউ কমিটির সদস্য হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন তিনি। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমিন।

www.nagorikpathagar.org

আবর্তিত তৃণলতা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

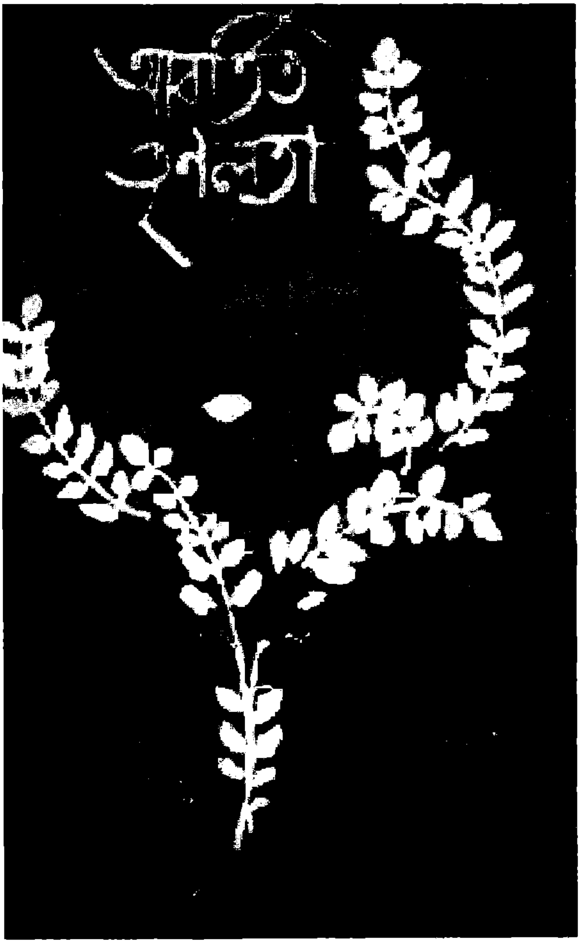

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রথম কবিতার বই 'আবর্তিত তৃণলতা'। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী হামিদুল ইসলাম। বেরিয়েছিল ১৯৮৭ সালের একুশের বইমেলায়। মোনালিসা প্রকাশন-এর পক্ষে বইটির প্রকাশক ছিলেন আবু হেনা আবিদ জাফর। বইটির প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে ছিলেন শহীদুল হাসান ও খালেদ শামসুল ইসলাম। স্বত্ব সাবিনা মল্লিক। মুদ্রিত হয়েছিল কাদেরিয়া পাবলিকেশন্স এণ্ড প্রোডাক্ট লিঃ-এর প্যানোরমা প্রিন্টিং প্রেস থেকে। বইটির দাম রাখা হয়েছিল বাইশ টাকা মাত্র। বইটি উৎসর্গ করেন "মহাকবি ফররুখ আহমদ পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু' লিখে। এ বইতে মোট ৩৮টি কবিতা স্থান পায়।

বইটির পেছনের প্রচ্ছদে ছিল কবি আল মাহমুদের একটি মূল্যায়নধর্মী মন্তব্য। মন্তব্যটি এখানে হুবহু তুলে দেয়া হলো- "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র সাহিত্য পরিসরে যে ক'জন অন্তরালপরায়ন কবি আছেন এদের মধ্যে মতিউর রহমান মল্লিকের রচনা আমাকে স্পর্শ করে বেশি। কোলাহল বিমুখ এইসব কবিদের কাব্য প্রতিভাই আমাদের সাহিত্যের প্রাণশক্তি। আমাদের কাব্যাঙ্গণে আস্থা ও বিশ্বাসের একটি স্বতন্ত্রধারা নির্মাণে এদের অবদান একদিন নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করা হবে। আর এদের সাফল্যই হলো আস্থাপূর্ণ সাহিত্যের বিজয়।"

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

মিনার/ ২৭
আমি/ ২৮
বিষয়বস্তু/ ২৯
বিস্তার/ ৩১
সবুজ বেয়াড়া এক/ ৩২
সেই যুবক/ ৩৩
ইউরোপ/ ৩৪
রাঙামাটির সন্ধ্যা/ ৩৫
সেক্সপিয়রের বাড়ি/ ৩৬
অপার্থিব সবুজবাসীর কথা/ ৩৭
একটি হৃদয়/ ৩৮
প্রত্যাশা/ ৩৯
দাঁড়িয়ে আছেন/ ৪০
ফররুখের অনেকগুলো কবিতা/ ৪১
এইসব লোকেরা অর্থাৎ কবিরা/ ৪২
আগুনের মতো/ ৪৩
ভাঙনের গান/ ৪৪
আমাকে ভ্রুক্ষেপহীন করো/ ৪৬
শহীদ মালেক/ ৪৭
কৃষ্ণচূড়া/ ৪৯
কাফেলা/ ৫০
অনেক পথ। পথ নেই/ ৫১
গাছ সম্পর্কিত/ ৫২
এক সময়/ ৫৩
আমার শেষ মাটিটুকু/ ৫৪
নদী এক নদী/ ৫৫

www.nagorikpathagar.org

এই যে আমি/ ৫৬
নাই/ ৫৭
নদীর কাছে/ ৫৮
তুমি/ ৫৯
স্থির ছায়া সবই/ ৬০
যে যায় সে যায়/ ৬১
অশরীরি পঙ্‌ক্তিমালা/ ৬৩
শৈত্য ও আগ্নেয় কড়চা/ ৬৪
সৌন্দর্য সামলানোর ক্ষমতা/ ৬৫
ক্রমাগত/ ৬৬
সকাল/ ৬৭
যে স্বপ্নে ইস্পাত আছে/ ৬৮

www.nagorikpathagar.org

মিনার

জীবনের মতো
মৃত্যু কামনা করি।
বেঁচে রবো আমি ইতিহাস ভালোবেসে।

অমরত্বের
মিনার কিছুটা গড়ি
কবিতার মতো উদার তেপান্তরে।

আমিতো হারাব
উধাও কালের খামে।
নিয়তি ধূসর শুকনো সাগর বেলা
অথবা শ্যামল ফলের ফসলে ভরা
তবুও কবিতা
গানের বসুধা গড়ে।

যদি কিছু পাই
পাথেয় কালের স্রোতে-
সোনা দিয়ে মুড়ি যতটুকু পারা যায়।
আমার মনের
সুখ ও বেদনা সবই
জীবনের মতো মৃত্যুরও জয় গায়।

আমিতো পালাবো উধাও ধূসর রাতে
বাঁচার দলিল বেঁচে রবে প্রাণে প্রাণে ।

www.nagorikpathagar.org

আমি

আমি খুব সহজেই উন্মাতাল হই
ভেঙে পড়ি অথবা উজ্জীবিত হই

ভুল হোক কিংবা নির্ভুল
আমি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছুর মূল
খুঁজতে যাই
খুব তাড়াতাড়ি ভেদ করতে চাই
নানাবিধ শরীরের আবরণ
এবং সবকিছু অবলোকন করি
চঞ্চল ডুবুরির মতো

বৃক্ষের শীর্ষের বিচলতা
পুষ্পের সম্মোহন সম্পর্কে অনেকেরই- আগ্রহ আছে
কিন্তু আমি কেবল বিস্ফারিত হই
অন্য এক মৌসুমের পূর্বাভাসে

যেমন একজন অল্প বয়সী অতিথি
বারবার সরাতে চায়
জানালার পর্দা
দরজার যাবতীয় বিধি নিষেধ
যেমন একজন পদাধিকারী
ছিঁড়ে ফেলে সদ্যপাওয়া খামের শরীর

আমি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছুর মূল
খুঁজতে যাই
খুব তাড়াতাড়ি ভেদ করতে চাই
নানাবিধ শরীরের আবরণ ।

www.nagorikpathagar.org

বিষয়বস্তু

একটা সময় এমন ছিলো যে
দুঃখ পেলেই ছান্দসিক হতে পারতাম
গণ্ড বেয়ে বেয়ে
নেমে আসতো কবিতারা, নেমে আসতো
বিষয়বস্তুর উত্তপ্ত অশ্রুধারা

যেনো ব্যথার তুষারাভিঘাতে
গলে গলে পড়তে লাগলো
পাথরের পলেস্তারা

একটা সময় এমন ছিলো যে
প্রচণ্ড কোনো উত্তেজনায় অমিত্রাক্ষর
হতে পারতাম
যেখানে পার্বত্য গতিময়তার মধ্যে
কোনো ক্রান্তিকাল খুঁজে পেলে
মনে হতো–
দুইজন পর্বতারোহীর পার্থক্যকে
অর্থাৎ
তৈলচিত্র আঁকতে আঁকতে
তিলোত্তমা হয়ে যাবে আমার
সমস্ত পারংগমতা

যখন কোনো পতঙ্গ তরঙ্গ তুলতে তুলতে
সবুজাভ অন্ধকারে হারিয়ে যায়
যখন কোনো পাখি ভাঁজকাটে

www.nagorikpathagar.org

সুনীল সীমাহীনতায়
যখন কোনো নদী নিরবধি ঘাড় ফিরাতে
ফিরাতে লাফিয়ে ওঠে
সামুদ্রিক তন্ময়তায়
যখন কোনো বনভূমি নিবিড়তা নির্মাণ
করতে করতে
গড়ে তোলে কবিতার তলদেশ

আজকাল তখনও কোনো অহংকার
হয়ে ওঠে না–
'মুহূর্তের কবিতা' কিংবা 'সোনালি কাবিন'

পরিত্যক্ত মার্বেলের মতো
আমার দু'টি চোখের সামনে
আজ আর কোনো বিষয়বস্তুই অবশিষ্ট নেই যেন

www.nagorikpathagar.org

বিস্তার

খুব কম লোকই হৃদয়ের মূল্য দিতে পারে
মূলত হৃদয়ের মূল্য হৃদয়
খুব কম লোকই হৃদয়ের দরজা খুলতে পারে
হৃদয়ের কাছে অনেকেই অসহায় শিশু কিংবা শিশুর মতো

অনেকে অনেক কিছু কিনতে পারে
বাঘের দুধও কিনতে পারে
অথচ একটি হৃদয় কিনতে পারে না
হৃদয় না থাকলে হৃদয় কেনা যায় না

খুব কম লোকই আদিগন্ত হতে পারে
আসমুদ্র হতে পারে
নদীর বহতা হতে পারে

খুব কম লোকই আহিমাদ্রি হতে পারে

হৃদয় হচ্ছে অপরিমিত
হৃদয় থাকলে অতিক্রম করা যায়
হৃদয় থাকলে অনিরুদ্ধ হওয়া যায়

বৃক্ষের বিস্তার আছে
হৃদয়েরও বিস্তার আছে
খুব কম লোকই বিস্তারিত হতে পারে

www.nagorikpathagar.org

সবুজ বেয়াড়া এক

আজ আর পরাজিত হই না মূলত
উর্ধ্বমুখী তর্জনীর শাসনে-গরলে,

সবুজ বেয়াড়া এক
ঘাড় বাঁকা আমি শাসাচ্ছি সময়;
জানি না এভাবে উদ্ধার হয় কিনা– জানি না
এভাবে কখনো।

নোট-বুকে টুকে নেই অভাব, দারিদ্র,
অনটন, পান থেকে চুন,
টুকে নেই লেফাফার কিয়দাংশ,
স্ত্রী, ভালোবাসা, অষ্টপ্রহর, রাত্রিদিন, সংসার;
টুকে নেই আস্ফালন, অফিস-টাইম, যাবতীয় ঋণ-
যেনো নতজানু মানচিত্র
অধিকার করতে না পারে আমার পতাকা,
আমার ভূখণ্ড, আমার মগজ, পাটাতন।

আজ আর পরাজয় চাই না মূলত
দুঃখভেদী সশস্ত্র অন্তরাল থেকে
অনন্তর অশ্বারোহণ চাইছি।
ঘরের চৌকাঠ, সীমানার দাম্ভিক দেয়াল,
রামধনুর পাতানো খেলা-সব, সকল কিছুই
অতিক্রম করতে চাইছি;

পরাজিত পদাবলীর আমার দরকার নেই।

ঘাড় বাঁকা এই আমি শাসাচ্ছি সময়;
জানি না এভাবে উদ্ধার হয় কিনা,– জানি না
এভাবে কখনো।

www.nagorikpathagar.org

সেই যুবক

সেই যুবক
বন-গাঁয়ে খুঁজেছিলো শব্দের পালক

খুঁজেছিলো বিটপির গান
খুঁজেছিলো জীবনের ঘ্রাণ
বকুলের অন্ধকার আনন্দলোক
আকাশের ছায়া নক্ষত্র-আলোক
মিত্রদের দীঘি শ্যাওলা শোক

সেই যুবক খুঁজেছিলো উল্কা ও ফাগুন
বলেছিলো চিমড়া চৈত্র যায় আসুন আসুন
বোশেখের ভাগ-গুণ
দাবানল দাড়ি কমা
ধ্বংসের কাছে রাখি জমা
তারপর, বিধেয় বধির আজ—এনে দেই ঝড়
শুরু করি লবণের দীঘল সফর

সেই যুবক এখনও শাদুল
পলিমাটি নদীতীর ডাইস আদুল

সেই যুবক
বন-গাঁয়ে খুঁজেছিলো শব্দের পালক
আকাশের ছায়া নক্ষত্র-আলোক
বকুলের অন্ধকার আনন্দলোক।

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপ

দেহের দো'ভাঁজে ওরা খুঁজে ফেরে সুখ,
বোতলের ছিপি ছাড়া বোঝে না কিছুই,
তত্ত্বের নাভিমূলে বানরের হাড়;
নগ্ন ভূ-ভাগে তবে পশু কে? মানুষ!

পৃথিবীর সবদিকে মেলে শ্যেন চোখ
ওরা গড়ে তোলে লাল-শ্বেত-ভল্লুক;
বিবিধ অস্ত্র বুলডগ্ হাতিয়ার।
মূলত ওরাই আনে যুদ্ধ ভয়াল।

মাতালের মহাদেশে বুড়োরা আকাল-
অচল মুদ্রা বড় অহেতুক বোঝা!
মানুষের চেয়ে প্রিয় ওখানে কুকুর,
হৃদয়বাদের সব আলোক নিখোঁজ।

এশিয়াই পূরয়িতা রদ্‌রু ছায়ার
ইউরোপ তলে তলে বারুদের ঘ্রাণ।

www.nagorikpathagar.org

রাঙামাটির সন্ধ্যা

পাহাড় টিলায় এবং অরণ্যে
তখন দুপুর ছিলো সোনালি ফুলের মতো
কেবল স্থির অলৌকিক সরোবর
আকাশের চেয়ে গাঢ় কিছু রং সারা গায়ে মেখে
দুর্বোধ্য ধারণার মতো স্বপনাচ্ছন্ন ছিলো

তখন দুপুর ছিলো চাকমাদের নির্লিপ্ত মুখাবয়বের মতো
লোভাতুর অথবা তীব্রতর উজ্জ্বল।

অথচ এই সন্ধ্যায় রাঙামাটি এখন
তার আপন ঐতিহ্যের মতো ধূসর সৌন্দর্যময়
যেনো পর্বতরাজি বিশ্রাম নিচ্ছে
অতিকায় হাতির উপরিভাগের মতো

যেনো আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে
অনন্ত অভিজ্ঞান।

যেনো ক্রমাগত সকল সৌন্দর্য
পবিত্রতম ধারণার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে
যেনো সে জেগে উঠবে নক্ষত্রের অধিবাসে
অনন্তকালের বিস্মরণের মতো।

www.nagorikpathagar.org

সেক্সপিয়রের বাড়ি

না মেঘ না রোদের ভেতর
একটি বয়সী বাড়ির
ঝুলন্ত ঝোপ থেকে ডেকে উঠলো
যে পাখিটা
আমি তাকে বাংলাদেশের
সমস্ত উঠোনে পাখা ঝাপটাতে দেখেছি

আর যে গাছটায়
গত শীতেও বরফ পড়েছে বলে
গাইতে গাইতে পালিয়ে গেল
জালালী কবুতর দু'টো
হরগোজা বনের আড়াল থেকে আমি তাদের
দেখতেই
মনে হল
সুন্দরবনের পশুর-তীরের দাঁড়ানো রাখাল
পল্লীগীতি গাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করছে

অথবা ভাটির অঞ্চলের
কোন এক ডাহুক
আবারও তার সদ্যজাত ডিমের উপর রক্ত ঢালবে

মূলত কবি অথবা মানুষ কখনো খণ্ডিত হন না
হাসির শব্দ কান্নার শব্দ
এবং শিল্পকর্মের মত
কবিরাও এক সময় সর্বত্র বোধগম্য হয়ে যান

www.nagorikpathagar.org

অপার্থিব সবুজবাসীর কথা

পাহাড় চাষ করার মধ্যে অসমতল আনন্দ আছে
নিঃসন্দেহে জুমপ্রয়াসী চাকমারাই অবিশ্বাস্য
আনন্দভোগী
তাদের শিশুরা পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে
হাঁটতে শেখে বলেই হিংসতাও আনন্দের মত
মহান মনে হয়–
এ সময় যে কোন সমতলবাসীও
তৃষ্ণাতুর কলম ধরতে গিয়ে ভাব এবং ভাষার মধ্যে দ্রুতগামী হতে পারে।

অথচ সেই সৈকতের কথাই ভাবো–
সমস্ত লাল কাকড়ারা যার
জোয়ারের সুতো দিয়ে বুনে যায় অনন্তের কারুকাজ
সমুদ্রের কথোপকথন শুনতে শুনতে তুমিও তখন
মুহূর্তের কবিতা অথবা ক্ষণস্থায়ী সংগীত হতে পারো।

কাব্যের যাবতীয় প্রশ্ন
বৃক্ষকে শুধাও– যে-তার ক্ষত স্থানেও
প্রবৃত্ত হবার জন্যে অনায়াসে ডেকে আনে
সুখদ মৌমাছি; নদীকে শুধাও, পাখিকে শুধাও,
উদ্বৃত্ত শব্দরাজিকে শুধাও
অথবা যে কোনো বিত্তবান সৌন্দর্যকে শুধাও কিভাবে এ ফোড়
ও ফোড় মালা গাঁথতে পানের একজন অপার্থিব সবুজবাসী।।

www.nagorikpathagar.org

একটি হৃদয়

একটি হৃদয় কলির মতো, ওলির মতো,
মেঘনা নদীর পলির মতো।

পাখ-পাখালির উধাও উধাও ক্লান্ত প্রহর,
উথাল পাথাল ধানসিঁড়ি ঢেউ নিটোল নহর,
সবুজ খামার হাওয়ার খেলায় সুরের বহর;
একটি হৃদয় লতার মতো, লজ্জাবতীর পাতার মতো
অনেক কথকতার মতো।

ঝুমুর ঝুমুর ঝাউয়ের নূপুর দুপুরবেলা,
সুদূর প্রদেশ আলোর ঝালর সাগরবেলা,
ঝোপঝাড় ও ঝিল জোনাক জোনাক তারার মেলা;
একটি হৃদয় ফুলের মতো, সুরমা নদীর কূলের মতো
বট-পাকুড়ের মূলের মতো।

রাঙামাটির স্বপন সজীব সুখদ পাহাড়,
মন মাতানো নাফ নদীটির এপার ওপার,
তেঁতুলিয়ার একটানা পথ নানান খামার;
একটি হৃদয় মাঠের মতো, পল্লীগাঁয়ের বাটের মতো,
নৌকা বাঁধা ঘাটের মতো
একটি হৃদয় কলির মতো, ওলির মতো,
মেঘনা নদীর পলির মতো।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাশা

যৌবন আজ উদ্ধত হোক সত্যের সংগীনে
জীবনের তরে গাঢ়তর হোক স্বপনের সম্ভার
দু'ধারী সাহস বিপুল আবেগে দিগন্ত নিক চিনে
প্রত্যয় যেনো পথ খুঁজে পায় প্রার্থিত সমাহার।

অন্ধকারের বাঁধ ভেঙে দিক অথৈ আলোর বান
সূর্যের গানে মুখরিত হোক প্রভাতের কলরব
নিষ্পাপ দিন নামুক আবার নিসর্গ পাক প্রাণ
সৈকতে শুধু সচ্ছল হোক সাগরের উৎসব।

বহুদিন হলো হেরার তোরণ পায়নি প্রহরী কোনো
এই হতাশার সুগভীর শোক রক্তের দাবি তোলে
তাহলে তুমুল তির্যক দিন প্রহরে প্রহরে গোণ
যদি শুভক্ষণ সূর্যের মতো দিক দিগন্তে দোলে ।

হোক অগণন গাঢ় প্রহসন আলেয়ার হাতছানি
তবুও তোমার প্রবল সাহস- নির্দেশ আসমানী।

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়িয়ে আছেন

স্থির পানির সুগন্ধে ভরে আছে নিম্নভূমি
নিম্নভূমির নৈকট্যে ধ্যানরত কার ঐ
পল্লব নিপীড়িত বাড়ি ঘর
আহা! সবুজ চরাচরের কে ঐ নিগূঢ়
অধিবাসী

যিনি সতর্ক দাঁড়িয়ে আছেন
শশীকলার উজ্জ্বলাংশে
পাঁজর ভাঙা আনন্দ তাহলে তার জন্যেই

আহা! দুই পারের বন্ধনের বন্ধনী
এক সাঁকো
অদৃশ্য দুটি পথকে শস্যক্ষেতের
ভেতর নিবিষ্ট করলো।

নানা রঙ পুষ্পের অরণ্যে অরণ্যে
কে গো শুভাকাঙ্ক্ষী তিনি
কালবেলায় দাঁড়িয়ে আছেন অন্তবিহীন।

স্থির পানির সুগন্ধে ভরে আছে নিম্নভূমি
নিম্নভূমির নৈকট্যে ধ্যানরত কার ঐ
পল্লব নিপীড়িত বাড়ি ঘর
আহা! সবুজ চরাচরের কে ঐ
নিগূঢ় অধিবাসী।

www.nagorikpathagar.org

ফররুখের অনেকগুলো কবিতা

আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি

একবার মিন্টু ভাই বলেছিলেন, কক্সবাজার গেলে
তোমাকে দুটো আন্তর্জাতিক চোখ দেবো
তারপর নাফ নদীর একবুক জলে নামিয়ে দিলে
বাংলাদেশের শ্বেতপত্র পড়ে নিও

একবার ফররুখ স্মৃতি সংসদে গিয়ে মাহফুজউল্লাহকে
কাঁদতে দেখলাম
ব্যক্তিগত পড়তে গিয়ে তিনি যখন অন্যরকম হলেন
আমি তখন পৃথিবীর গোটা মানচিত্র
খামচে ধরে কাঁপতে লাগলাম

এবং শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান
বুকের বোতাম খুলতে লাগলে
স্কেচে দুটো চোখ দারুণভাবে জ্বলতে দেখে
ভীষণ ভয় পেয়ে আল মাহমুদের কাছে যেতেই বললেন
ফররুখ আমাদের পথিকৃৎ

আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি
কেবল ফররুখের অনেকগুলো কবিতা পড়েছি।

www.nagorikpathagar.org

এইসব লোকেরা অর্থাৎ কবিরা

এই সব লোকেরা খুব সহজে পদতলে লুটিয়ে পড়েন
একটি শস্য কণাকে পাহাড় সমান উঁচু
মনে করে নিজেই যে একজন চাষী
একথা দেদার ভুলে যান
একটি স্রোতহীন নদীর তলদেশ খুঁজতে গিয়ে
একজন অন্বিষ্টের কাছে আপনার নাম ধাম ঠিকানা
সবই হারিয়ে ফেলেন

এইসব লোকেরা কেবল উপত্যকায়
বসবাস করেন
কুয়াশা আর মেঘের আস্তরণের মাঝে
সূর্যকে গুলিয়ে ফেলেন বলে
অনুসরণীয় হতে পারেন না
শুধু নিসর্গের অধঃপতনের উৎকণ্ঠায়
বুকের ভেতর অর্থহীন দুঃখ পুষতে থাকেন
আর পাখি হত্যার আঘাত সইতে পারেন না বলে
নিজের জন্যে নিজেই হন্তা হয়ে যান

এইসব লোকেরা নিজেদের জন্যে
নিজেরাই এক একটি বিরাট বোঝার মতো

www.nagorikpathagar.org

আগুনের মতো

ক : সারা বছর কোথায় ছিলে হে?
মিনারের একুশ হাত দূর থেকে
কিছু সাবধানতা হেঁটে এলে
আমি এক বিদীর্ণ যুবক।

খ : নগ্ন পায়ের গোড়ালি থেকে
নিষেধের মতো পাঁচ আঙুল, তালু
এবং হাতের গোটা রাজপথ
ভারতের দিকে উন্মুখ–
ফুলগুলো কোথায় রাখি?

গ : আয্‌তানিবুত্যাগুৎ–
জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে
সিঁড়ি ভেঙে কেন্দ্রীয় মিনার
ফুলগুলো পকেটে রেখে– 'হাইয়্যালালফালাহ্'

ঘ : যে মিছিলটা কেবল অজগরের মতো
ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি
তাকে তুমি কী বলবে ঐতিহাসিক?
নাকি
ফাল্‌গুন এলেই বরকতদের ভ্রূণ
পলাশের ডালে ডালে আগুনের মতো।

www.nagorikpathagar.org

ভাঙনের গান

যাঁরা ভাঙেন তাঁরা কোনোদিনও যে
কোনো কিছু গড়েছেন, আজ আর মনে পড়ে না

যেমন অনেক অনেক মানুষ
বয়সের ব্যবধানে হয়ে যান লুটেরা;
তেমনি এক সময়ের সুবোধরা হয়তো
নির্ভেজাল হত্যাকারী ছাড়া আজ আর কিছুই নয়।

তাঁদের অহংকারের মধ্যে
তাঁরা অনন্তকাল ধরে বসবাস করতে থাকবেন।
যাঁরা ভাঙেন তাঁরা ভেতরের দিকে
একেবারেই তাকান না।
তাঁদের ঘরে কোনো আয়না নেই।
নিজেদের মুখচ্ছবি নিজেরা দেখতে পান না।
মৃত সহোদরের গোস্ত খাওয়ার মধ্যে
একপ্রকার স্বাদ খুঁজে পান; আর
অসংলগ্ন সংলাপের মধ্যে
খুঁজে পান পোড়া পোড়া উন্মাতাল গন্ধ।

যাঁরা ভাঙেন তাদের কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়,
ক্রমাগত অপরাধ সমস্ত আচরণের উপর
অবিকল ছায়া ফেলে, কন্টকাকীর্ণ ছায়া ফেলে।

অথবা নিয়ম ভাঙার উদভ্রান্ত আক্রোশ
বহু বিস্তীর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের দুশমন হতে হতে
বেলুনের মতো কোনোদিন বিমুখ ময়দানে ফেটে যায়।

নদী ও ষড়যন্ত্রকারী একাত্ম নয়, সহযাত্রীও নয়।
নদীর তলদেশে আছে জমাজমির ভ্রূণ,
বহতায় আছে অনিশেষ মনীষার মৌলি সাহস।

www.nagorikpathagar.org

ষড়যন্ত্রকারীর কোনো নাম নেই, গোত্র নেই,
তার দূষিত নিঃশ্বাসে পুড়ে যায় বনভূমি,
ধ্বসে যায় সবুজ পাহাড়, জ্বলে যায়
ফসলের ক্ষেত, ভেঙে পড়ে বাড়ি ঘর গৃহস্থলি সব কিছু।
গুপ্ত আতংকের মতো ভয়ংকর অভিশাপ ছাড়া
তার আর কোনো পরিচয় নেই, নেই।

যারা ভাঙনের জন্যে ভাঙেন
তারা এক সময় নিজেরাই
ভেঙে ভেঙে বিচূর্ণ হয়ে যান।

www.nagorikpathagar.org

আমাকে ভ্রুক্ষেপহীন করো

হে আমাকে ভ্রুক্ষেপহীন করো।
আর কেবল বাঁশগাছের মতো লম্বা
অথচ শাখা প্রশাখাসহ
আনত করো না, পাতালী করো না।
কমদামি দেবদারুর প্রার্থনার মতো
আকাশমুখী হতে দাও আমাকে;
নির্জনতা ও দিগন্ত দেখবার মতো
উজ্জীবিত মিনার দাও, পবিত্র মিনার।

যে সমস্ত কুর্নিশ এবং তৈলাক্ততা
মানুষকে ক্ষমতা দান করে।
সে সমস্ত ঝলমলে চাঁদার
বাক্স আস্ফালনের আপাদমস্তক
থুথু ফেলবার মতো দাবানল বেয়াদবি দাও।

অর্থ, যশ, ডায়াস অর্থাৎ যাবতীয় ভণ্ডামীর চেয়ে
ইকবাল আমার কাছে মূল্যবান। কেননা তিনি
দুঃখ পেলে ভোর রাতে জাগতে পারতেন
এবং নৈর্ব্যক্তিক তলোয়ারে ধার দিতে দিতে
আদি অহংকারীর মতো বলতে পারতেন
'খুদী কো কর বুলন্দ'।

আহা কী রওশান যোদ্ধা
বৈবিক সাহসের মৌলবাদী অভিধান!

হে আমাকে ভ্রুক্ষেপহীন করো।

www.nagorikpathagar.org

শহীদ মালেক

১.
তোমাকে গিয়েছি ভুলে তাই
কপাল পুড়েছে দেখো কতোটা
মেঘে মেঘে ঢাকে পরাভব
ফাঁকা ফাঁকা যাও ছিলো যতোটা

স্বার্থকে বড় করে দেখে
তোমাকেও বাদ রাখি যতনে
ইতিহাস চলি পায়ে পিষে
বড় বড় বুলি শুধু কথনে

শহীদের খুন ঝরা পথ
স্বীকার করি না আজ বুঝেও
লালসার লকলকে জিব
সত্য দেখে না কভু খুঁজেও।

২.
মালেক মালেক শহীদ মালেক
চেতনা সন্দীপন
মনে মনান্তে কলকল রোল
সহসা উজ্জীবন

অতল সুপ্তি ভাঙো যেনো তুমি
ডাহুকের দৃঢ় ডাক
রাতের কুহেলি ভেদ করো যেনো
চেনা নকীবের হাঁক

মালেক মালেক শহীদ মালেক
জীবনের মৌসুম
উপলব্ধির সিঁড়ি বেয়ে ওঠা
প্রহরী দিলীর
সৈনিক নির্ঘুম।

www.nagorikpathagar.org

মালেক মালেক শহীদ মালেক
উচ্ছল প্রান্তর
জিন্দেগানীর উথরোল ঢেউ
মরু সাইমুম ঝড়

ঘূর্ণিবানের প্রবল সাহস
বজ্রমুঠির ক্ষোভ
মিছিলের তীরে সূর্যোদয়ের
ফেটে পড়া বিক্ষোভ

মালেক মালেক শহীদ মালেক
আগুনের লাল চোখ
অত্যাচারীর বক্ষ ভাঙার
দুর্লভ এক দু'ধারী
মহান লোক।

মালেক মালেক শহীদ মালেক
উদ্দাম গতিবেগ
পৃথিবী কাঁপানো দৃপ্ত আবেগ
শোষকের উদ্বেগ

বিপ্লবী বীর তেগ শমশির
প্রদ্যোত প্রোজ্জ্বল
উঁচু ইতিহাস অনুপ্রেরণার
অম্লান অবিচল

মালেক মালেক শহীদ মালেক
আমাদের সেনাপতি
ঘন দুর্যোগে শত দুর্ভোগে
নির্ভীক এক
চির অবিকল
ভাস্বর সভাপতি।

www.nagorikpathagar.org

কৃষ্ণচূড়া

কৃষ্ণচূড়া ভ্রুক্ষেপহীন
জ্বলতে থাকো ছিঁড়তে শিকে
ভেতরবাড়ি তৈরি রাখো
ক্ষুব্ধ ঘৃণায়
কৃষ্ণচূড়া, কোকিলটাকে দাও তাড়িয়ে
অন্য দিকে।

কৃষ্ণচূড়া
এই ঋতুতে রক্ত মাখাও ঝাঁকড়া চুলে
অহংকারে মাতাল করো
বৈরি সময়
কৃষ্ণচূড়া,
পাঞ্জা কষো ঝড়ের সাথে
ঝাণ্ডা তুলে।

কৃষ্ণচূড়া
কাঠ ফাটানো রোদরে তোমায়
মানায় ভালো
বর্ষা এলেই কেমন যেনো
নেতিয়ে পড়ো

কৃষ্ণচূড়া
এই নিদাঘে আবার খানিক
আগুন ঢালো
কৃষ্ণচূড়া কৃষ্ণচূড়া।

www.nagorikpathagar.org

কাফেলা

একটি কাফেলা বহুপথ পাড়ি দিয়ে
চরিত্রহীন শত্রুর মুখোমুখি
একটি কাফেলা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে
মৃত্যুর হাতছানি পেয়েই সুখী।

একটি কাফেলা পরাশক্তির
হামাগুড়ি টের পায়
একটি কাফেলা সিসার দেয়াল
ঐক্যের সুষমায়
একটি কাফেলা চেতনার পাখা মেলে
দীঘল আলোর আকাশে দিয়েছে উঁকি।

একটি কাফেলা জনতার মনে
অবশেষ সম্বল
একটি কাফেলা মিছিলে মিছিলে
অবিরাম চঞ্চল
একটি কাফেলা তরুণের চোখে
সূর্যের ইংগিত
একটি কাফেলা রণাংগনের
তা তা থৈ সংগীত
একটি কাফেলা আগুনের ঝড় তুলে
আমাকে করেছে বিপ্লবে উৎসুকী।

www.nagorikpathagar.org

অনেক পথ। পথ নেই

সব দিক থেকেই ঝড় আসছে। অনেক পথ। পথ নেই।
প্রার্থনা ক্লান্ত হতে হতে ঢলে পড়া চেতনার মতো নির্বোধ এখন
হে আমার বন্ধুগণ, নির্ভেজাল বাস্তবতা কখনো কি
বৈভবের ভুঁই থেকে খুঁজে ফেরে সোনার হরিণ?
অথবা নিস্তরংগ অনুভবগুলো প্রত্যুষের
আত্মীয়তাকে নেপথ্যে রেখে চলে যায় বিত্তবান বৈঠকে।

সব দিক থেকেই ঝড় আসছে। অনেক পথ। পথ নেই।

যখন নির্লিপ্ত বিরোধ এইভাবে প্রক্ষালন হলো
সীমান্ত সম্পর্কে সেই থেকে নদীহীন জলাশয়ের মতো
কেবল কিছু হাহাকার সূর্যের উল্টো দিকে
হরপ্পার শিলালিপি উদ্ধার কাজে ব্যস্ততম।

এই ঝুলন্ত হৃদয় আজকাল কাঁদতেও ভুলে গেছে।
সব দিক থেকেই ঝড় আসছে। অনেক পথ । পথ নেই।

www.nagorikpathagar.org

গাছ্ সম্পর্কিত

এই গাছের নীচেয় একটু দাঁড়াও
হৃদয় হৃদয় হোক
শরীরে সান্নিধ্য দিক মাতাল হাওয়া

আলো ছায়ার শীতল অভিভাবক
গাছের শিকড় মাটির ভেতর
মাটি আছে বলেই
মাকে ডাকি, গাছ অমন গর্ভবতী

এসো এই গাছের নীচেয় একটু দাঁড়াই
তারপর
ভালোবাসি পৃথিবীর সকল মানুষ

এখন আর মানুষের ছায়া নেই
ছায়া থাকলে হৃদয় থাকতো
হৃদয় থাকলে ছায়া থাকতো
মানুষের হৃদয় নেই
গাছের ছায়া আছে হৃদয় আছে

এসো এই ছায়ায় একটু দাঁড়াই
তারপর মানুষের কথা বলি পৃথিবীর কাছে।

www.nagorikpathagar.org

এক সময়

এই সময়ে আকাশ খুব বেশি সংক্ষিপ্ত
দেয়াল টপকাতে গেলেই বিঘ্নিত দৃষ্টিরা অন্তরমুখী
গারদের দিকে
অন্তত পাখি দেখলেতো ঐ রকমই।

অথচ কথোপকথন ভালোবাসে যে সব বৃক্ষ
দিনানুদিন অপেক্ষমাণ সমস্ত নীল প্রজাপতির জন্যে
কেবল সেই সব ছায়ায় গেলেই
প্রসারিত ও প্রশস্ত খামার এবং ফসলিত সমতল।

দুঃখ এবং যন্ত্রণা উপদেষ্টা হয়ে গেলে যে রকম
ভেসে আসে-
নিসর্গের নিমজ্জন থাকলে পাখা খোলার আগ্রহ জন্মে
বিস্তার ও বিন্যাসের জন্যে জলাশয়কে
নদীর দিকে নিয়ে যাও।

এখন আমার নির্ণিত জলাশয়
এবং নিমগ্নতা সীমান্ত ছিঁড়েছে
আর অন্তরীণতা থেকে উপলব্ধি- এই জলস্রোত
ঢেউ ঢেউ বেজে যেতে লাগলো
তুমুল প্রপাত যার উপমা।

www.nagorikpathagar.org

আমার শেষ মাটিটুকু

রাজধানীর এই প্রচণ্ড ভিড়, আমার জন্যে কোনো ভিড় নেই
বড় লোকের প্রয়োজনের মতো দুটো পা কখনো স্তব্ধ
কখনো ঘূর্ণমান পাখা– জনশূন্য
আফ্রিকার অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার

কেমন নিপুণ ক্রীড়াবিদের মতো টপকে এলাম মৌমাছি বয়স

বেলুনের মতো ফেটে গেছে লাল নীল সুবিশাল সম্ভার
ধাবমান যন্ত্রণা শুধু পায়ের নিচে মাটির ভেতরে
আর অরুন্তুদ উপকথা গন্তব্যের ভাঁজে ভাঁজে

কেমন নিপুণ ক্রীড়াবিদের মতো টপকে এলাম মৌমাছি বয়স

এই প্রচণ্ড ভিড়, আমার জন্যে কোনো ভিড় নেই
মাথা উঁচু সভাপতি অশ্বসওয়ার
চলে গেছেন নাকি চলে গেছেন ভয়ংকর বিদ্রোহ
ধ্বসে আমার শেষ মাটিটুকুও

www.nagorikpathagar.org

নদী এক নদী

নদী, কোনো এক নদী, স্পর্শ করতে না করতেই
একদিন দেখি, না সে নদী নেই,
সমুদ্রগামী নদী নেই, যেনো শিখা,
আদিগন্ত শিখা, লকলকে অজগর।

নদী তো অববাহিত করে পলি,
আলুলায়িত গৃহিণী এক,
পৃথিবীর চাষ-বাস, ঘর-সংসার, ঝাড়া-পোছা,
টুকিটাকি ঠিক রাখে– তালিকা,
ঠিক রাখে সূর্যের মাখামাখি চন্দ্রের স্নেহ।

সেই নদী, হ্যাঁ, সেই প্রধাবিত নদী
দেখি, রেগে-ফুঁসে একদিন
দু'হাতে ছড়াচ্ছে
উত্তুমুল গতি-গাঁথা শাড়ির স্বৈরক্রমণ
কূল-উপকূল, ফলসা মাঠ, ঘাট, পথ, গাছের আদি ছায়া,
অবসরপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ি, পদবি বনতল– সমস্ত,
সবকিছু মুছে ফেলছে উপুর্যপরি মুছেই ফেলছে।
নদী, কোনো এক নদী, স্পর্শ করতে না করতেই-?

www.nagorikpathagar.org

এই যে আমি

এই যে আমি এই এখানে
সকাল দুপুর
শব্দ নিয়ে কাটাই সময়
শব্দভেদী

এই যে আমি ছাল ওঠানো
রাস্তা মাড়াই
রৌদ্র ভাঙি অফিস ফেরত
ঢাউস দেহাত

এই যে আমি কুটির বানাই
বাবুই পাখির
নিটোল ডানায় স্বপ্ন বুনি
সোনার জলে

এই যে আমি ছিন্ন সময়
সেলাই করি
পায়ের ঘামে কপাল ধুয়ে
এই যে আমি এই তো আমি
এই এখানে।

www.nagorikpathagar.org

নাই

যেখানটাতে দৃষ্টি অবাক মন
হৃদয় শরীর
শরীর হৃদয় মূল
বিকেল বেলার সলিল বিকিরণ;
আঁছড়ে পড়ে সোঁতের নানান ভুল

একটি এমন জায়গা কোথা পাই?

সকাল বলে নাই
দুপুর বলে নাই
রাত্রি বলে নাই

যেখানটাতে দু'চোখ করোতল
করোতলে হাজার চোখের মাঠ,
দাম খুঁজে পায় বুকের নোনাজল,
নোনাজলে শাপলা শালুর হাট

একটি এমন জায়গা কোথায় পাই?

রাত্রি বলে নাই
দুপুর বলে নাই
সকাল বলে নাই।

www.nagorikpathagar.org

নদীর কাছে

করতলে মধু ঢেলে দিলেও
তুমি যেনো অন্য রকম
কেবল অস্পষ্ট হয়ে যাও
বিন্দু থেকে বৈকুণ্ঠে

নয়তো তৈলচিত্র ভেঙে গেলে
ভাঁজহীন শব্দের মতো
ওপার থেকে ভেসে আসা
পদাবলী যেমন বাজে
তুমিও বাজতে পারো

শোক শোক ছায়াতটে
ঠোঁট ঘষে বেদনার বুনোহাঁস
পানকৌড়ির চোখ ছুঁয়ে
আমি আজ
ধূসর ডাহুক
সময়ের গুণটানি জটবাঁধা জটিল স্রোতে

নদীর কাছে দুয়ারহীন প্রার্থনা একবার
নতজানু হলে এই রকমই হয়।

www.nagorikpathagar.org

তুমি

আমি একবার একটি বিস্তারিত
ভ্রমণে গিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করতে লাগলাম
হঠাৎ দেখি
নিক্ষিপ্ত পুষ্পরাজির মতো
কলকণ্ঠ ধূসর পাখিরা
ভ্রু-ভংগি ওড়াউড়ির ভেতরে
ক্রমাগত মালা হয়ে যাচ্ছে

সেই ধূসর পাখিরা
সেই ভ্রু-ভংগি ওড়াউড়ি
সেই ক্রমাগত মালা হয়ে যাওয়া
আজকাল আবারও
দর্পিত স্মৃতির মতো ইতিউতি নড়াচড়ায় ধ্যানময় মগ্নলীন

তুমি কি তাহলে
উত্তেজিত অতীতের নীতিগত নক্সীকাঁথা?

www.nagorikpathagar.org

স্থির ছায়া সবই
(ফররুখ আহমদের কোনো এক সন্তানের জন্যে)

অন্যসব বৃক্ষরাজির কী এমন প্রয়োজন অন্যসব ছায়ার
তোমার তো পৈতৃক মাটি বৃক্ষ শিকড় স্থির ছায়া সবই আছে
যে দিকে পাখিরা উড়ে যায় হাওয়া ঢালে কোমল কথোপকথন
বিশাল শোভা নক্ষত্র সংসার তোমার তো সবই আছে

এইতো সময়
এখনই গৃহস্থ ও বিশ্বস্ত বংশধর

এই অন্যতম পৃথিবী অথবা শস্যক্ষেত মাড়িয়ে যাই কেবল আমরাই
কি দুঃসাহস কি সহজেই না বৃক্ষের নিয়ম ভেঙে অতঃপর
চলে যাই ধাবমান মারি ও মড়কে

মৃত্তিকার বুক থেকে উপড়ে ফেলি সবুজাভ উদ্ভিদ
বলয়হীন কী বিচ্ছিন্ন আমরা
অথচ স্থপতির কারুকাজ– স্থিরমুদ্রা দাঁড়িয়ে আছেন
উপকণ্ঠ আদিবাসী

তিনি একজন শিরদাঁড়া সোজা শহরের মধ্যখানের অভিধান
তাকান আর এক গভীর অন্ধকারের দিকে
পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো শব্দের পরে স্থির আঙুল রেখে
বলে ওঠেন– এইভাবে অর্থ খোঁজো গ্রন্থি খোলো এইভাবে

তোমার তো পৈতৃক মাটি বৃক্ষ শিকড় প্রবল পাতার শব্দ
স্থির ছায়া সবই আছে

অন্যসব ছায়া অন্যসব বৃক্ষরাজির কী এমন প্রয়োজন

www.nagorikpathagar.org

যে যায় সে যায়

যে যায় সে যায়
যেমন বয়সের মাপ বাড়তে বাড়তে
মিলায় শূন্যে
যেমন ইবনে বতুতা কোনো
দেশেই আর-ঘর বাঁধেন না।
শুধু মালদ্বীপের বিবাহের
স্মৃতি তার
চক্রাকারে ঘুরতে থাকে
অনির্ধারিত অবকাশগুলোয়

যাকে একবার পাখি বলে
ভালোবেসেছিলেন-
নদীর কল্লোলের মতো
বুকের ভেতর অন্তরাল ছিলো
নিমজ্জমান ধারণার ন্যায়
অনাবিষ্কৃত অস্তিত্বের
মানচিত্র ছিলো
অর্থাৎ
যার সমস্ত দৃষ্টিপাত
যার সমস্ত অধর উন্মীলন
যার সমস্ত কুসুমিত আগ্রহ
যার সমস্ত আবর্তিত তৃণলতা
সংগীতের মতো সহচর
হয়ে গিয়েছিলো

আজকে সে মেঘের মতো
অবিশ্বাসী না কি
চলমান ছায়ার মতো বিশ্বাসঘাতক
শুধু বতুতা একজন নির্মাতা বলে
ঠিকঠাক রাখেন
শরাহত যন্ত্রণার অবিকৃত জাম্বিল

www.nagorikpathagar.org

যে যায় সে যায়
যেমন সৌন্দর্য যায়
ঘন অরণ্য যায়
তরঙ্গের আন্দোলিত বিস্ময় যায়
যায় যায় প্রদীপ্ত ইচ্ছেরা
মৃত্যুর মতো
সমস্ত পার্বত্য খ্যাতি

যে যায় সে যায়।

www.nagorikpathagar.org

অশরীরি পঙ্‌ক্তিমালা

কতো আর আবৃত্তি কোরবে
অশরীরি পঙ্‌ক্তিমালা

হোলোই বা বিক্ষত কথন তার
নীল জ্বালা নক্ষত্র

তবু আরো কিছুদিন
আরো কিছুদিন
নামহীন রেখে দাও কতিপয় জীবনযাপন

নিজস্ব ক্ষরণের নির্গমন দাও

বিমূর্ত হও মধ্য গগনের স্রোতের মতো
মীমাংসা করো
পুষ্প এবং বিষকীটের আমূল সংসার।

www.nagorikpathagar.org

শৈত্য ও আগ্নেয় কড়চা

গতকাল ঠিক দুপুর দুটোয় ময়মনসিংহ গীতিকা
উত্তেজনাকর হয়ে উঠলো,
আমার এক বন্ধু কাঠ-কর্মীর মতো ব্যাগ ঝুলিয়ে
সামনে এসে দাঁড়াতেই
বাল্যকালের বসতবাটি ও চৌচালার কথাটা মনে পড়ে গেলো–
আর সমাজপাঠের সেই তুষারাবৃত্ত এসকিমোর তৈলচিত্র
এবং আমার ঐ সাবধানী বন্ধুর মধ্যে
অদ্ভুত এক মিল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

তারপর কখন যে শীত আসছে
এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম ভাবতে লাগলাম।

অথচ গত পরশু কিংবা তার আগের দিন
এক বৃদ্ধ ফকির তার উদোম শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে
আমার সামনে এসে প্রায় কেঁদে দিয়েছিলো
কিন্তু একেবারেই তখন আমার শীতের কথা মনে হয়নি,
কেবল মনে হয়েছিলো এখন ঐ বৃদ্ধের কাঁপুনির
সাথে সাথে সমস্ত পৃথিবীটাই
প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে আর কাঁপছে।

সহসা আমার মুষ্টিবদ্ধ হাত ঘুষির মতো হয়ে
চক্রবর্তী রাজার উদ্দেশ্যে আস্ফালন করে উঠলো।

গত পরশু কিংবা তার আগের দিনও আমি
শীতের কথা একেবারেই ভাবিনি।
কেবল গতকালই এক দংগল কৃষকায় উলংগ
শরীর ঠেলে ট্রেনে ওঠার পর
লোভনীয় দরজার কাছে শহীদকে বসতে বলে
গায়ের কোটটাকে ঠিকঠাক করে
ধানমণ্ডি, গুলশান এবং শোষকদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম।

আসলে ঐশ্বর্যের কথা ভাবতে গেলেই
সমস্ত স্বার্থবাদীরাই লেপ, কম্বল আর নরম বিছানার প্রতি
ক্রমাগত ঝুঁকে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

সৌন্দর্য সামলানোর ক্ষমতা

হরিণের সম্ভার নিয়েই জুমিয়াদের শিশুরা
নিসর্গের আড়ালে আড়ালে বেড়ে ওঠে
তাদের সমস্ত কষ্ট অরণ্যের মতো মহান
তাদের লাবণ্য দৃশ্যে অদৃশ্যে জ্বলে জ্বলে
উপকূল কাঁদায়।

আদি সৌন্দর্যের অন্তর অবধি পৌঁছেই
সহগামীকে চুপ করতে বললাম:
অখণ্ড নীরবতার মধ্যে অতলান্ত কলতান
শুনতে দাও

বললাম
উলংগ এক পার্বত্য শিশুর
পর্বতের গা বেয়ে ওঠানামা দেখতে দাও
নিম্নতম প্রদেশ থেকে খণ্ডিত আকাশকে
ভাবতে দাও

পাথরের বুক চুয়ে গড়িয়ে পড়া
সুবোধ ঝর্ণা থেকে ধ্বনি মন্থন করতে দাও
আমাকে ডুবতে দাও
নিমজ্জিত হতে দাও–

এক সময় এমন হলো যে
হৃদয়ের ধরন-ধারণ সীমাবদ্ধ হতে লাগলো
পাহাড়ের পায়ের কাছে দাঁড়িয়েও
চোখ তুলতে পর্যন্ত পারলাম না
শ্রবণ সে কোনো কিছুই শুনলো না
অসমতলের সবুজাভ সুউচ্চ অহংকার
অরণ্যের গন্ধে ডুবে যেতে লাগলো
অবিরাম ডুবে যেতে লাগলো
অথচ সমতলের কারো
সৌন্দর্য সামলানোর ক্ষমতা কতোটুকু আর

www.nagorikpathagar.org

ক্রমাগত

ক্রমাগত আজ ফসলের মাঠ
চিমনির ধোঁয়া ঢাকে
গিলে গিলে খায় শালিকের গান
হাতুড়ির কষাঘাত

দূরে সরে যায় বাঁশি ও রাখাল
খামারের উদারতা
দু-হাতে পোড়ায় এ কোন মড়ক
গোয়ালের নড়াচড়া

পাখিদের নীড় কারা ভেঙে দেয়
আর্থিক অজগর
উজাড় বনের সবুজাভ প্রেম
বাতাসের দাপাদাপি

যদিও ছায়ারা হাঁটে অবিরাম
সারাদিন ইতিউতি
বিটপি নিখোঁজ হিজলের মুখ
উন্মূল দশাসই

ক্রমাগত দেখি ছেয়ে ফেলে দেশ
নির্মাণ মানবিক
যান্ত্রিক এক আজদাহা যেনো
ছুটে আসে ফণা তুলে

যতো দ্রুত কমে বৃক্ষ এবং
বৃক্ষের সমারোহ
ধসে দ্রুত ততো হৃদয়ের রং
জীবনের হিমালয়।

www.nagorikpathagar.org

সকাল

১.
তোমাদের তো একেকখানা চিহ্ন রয়ে গ্যালো সেই দিন মেলে ধরে বলবে:
'প্রভু, এই আমি, আর এ আমার সার্টিফিকেট; কেবল ছিলাম সত্যবাদী আর কোনো দোষই ছিলো না।' আমাদের তো সে রকম কোনো চিহ্ন নেই, শুধু সান্ত্বনা ঐটুকু যে আমরা, তোমাদেরই দলের মানুষ।

২.
বিপ্লব তো এমনি এমনিই আসে না। বিপ্লবকে পথ দেখিয়ে ডেকে আনতে হয়। আজ তোমার পা গ্যাছে কাল আমার যাবে; কতোটুকু রক্ত গ্যাছে ঝরে? আরো কতো যাবে!

৩.
আমরা অদ্ভুত এক পুলের উপরে দাঁড়িয়ে; একদিকে দাউ দাউ অগ্নি- আর এক দিকে গুল্মময় পুষ্পময় ফুল্ল-বাগিচা মনোহর! কোন দিকে যেতে চাও? বাগানের দিকে? কাঁটা আছে বিস্তর বাধা প্রতিপদে।

৮.
এই তো সামান্য বাধা, ব্যথা আর অত্যল্প ক্রন্দন, কতো আরো বাকি! আমরা তো মধ্যপন্থী লোক, চরমে বিশ্বাসী নই; ধৈর্য ভালোবাসি। আজ শুধু প্রস্তুতির কাল, আজ শুধু অপেক্ষার কাল, আজ শুধু ধৈর্যের সকাল, আগামী দুপুর আমাদের, শুধু আমাদেরই।

www.nagorikpathagar.org

যে স্বপ্নে ইস্পাত আছে

সাপের গায়ে যে সৌন্দর্য জড়িয়ে আছে
তাকে ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা কাব্যচর্চা নয়;

ছোবলের নিপুণতার মধ্যে
মৃত্যুই আড় হয়ে থাকে
সাবধানতার প্রাচুর্যে হীরক জ্বলে
সুতরাং সাপ আর সাবধানতা এক নয়।

যে স্বপ্নে ইস্পাত আছে, সে স্বপ্নে সাবধানতা
এবং হীরক সমান প্রখর।

আমার স্বপ্নে
সর্বশেষ মহাগ্রন্থের মোরগ আছে,
আর আছে
ডাহুকের ডিম ফুটানোর উত্তপ্ত রক্ত।

www.nagorikpathagar.org

অনবরত বৃক্ষের গান

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

অনবরত বৃক্ষের গান

মতিউর রহমান মল্লিক

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রথম কবিতার বই বেরোনোর ১৪ বছর পর ২০০১ সালের একুশে বইমেলায় বেরোয় তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। বইয়ের নাম 'অনবরত বৃক্ষের গান'। বইটি বের করে তারই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সংগঠন 'বিপরীত উচ্চারণ'। বইটির প্রচ্ছদ আঁকেন শিল্পী ফরিদী নুমান। দাম রাখা হয় পঞ্চাশ টাকা মাত্র। বইটি কবি উৎসর্গ করেন 'মীর কাসেম আলী শ্রদ্ধাভাজনেষু' লিখে। স্বত্ব ছিল সাবিনা মল্লিকের। কৃতজ্ঞতা জানানো হয় আবু সাঈদ মুহাম্মদ ফারুক, কবি নাঈম মাহমুদ ও কবি আহমদ বাসিরকে। এ বইতে মোট ২৯টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়।

বইটির ফ্ল্যাপে লেখা ছিল- 'তিনি আধুনিক অথচ জটিল ও যান্ত্রিক নন। প্রকৃতি ও প্রবহমানতায় তার চেতনা প্রতিনিয়ত শব্দ করে ওঠে। বিশ্বাসকে তিনি শুধু বিষয়বস্তুই করেননি বরং বিশ্বাসই তার অবলম্বন। উত্তর আধুনিক শ্লোগানের ঘোর বিরোধী তিনি, অথচ শিকড়ের দিকে থেকে তাঁর যাত্রা এবং বারবারই তিনি উৎসে, মূলে আলো ফেলেন। সঙ্গীত তার আনন্দ, সুর তার কণ্ঠস্বর, সরল ও স্বাভাবিক তার বাণী অথচ খোলাখুলি নন- গভীর। তিনি প্রকাশিত কিন্তু উন্মোচিত নন। তাকে উন্মোচিত করতে হয়, কেননা অনেক ভেতরে গিয়ে তিনি যা উন্মোচন করেন তা-তো সোনালি সম্ভার।

'আবর্তিত তৃণলতা'য় তিনি প্রকাশিত, 'অনবরত বৃক্ষের গান'- এ তিনি প্রদীপ্ত-প্রোজ্জ্বল। একজন স্বপ্নচারী কবির সামাজিক সংকট ও চাহিদার সু-গভীর উপলব্ধি কতটা হৃদয়পূর্ণ, 'অনবরত বৃক্ষের গান' ছুঁয়ে গেলে তার জবাব মেলে। তার রচনার অন্তর্নিহিত ভাব পাঠককে নিয়ে যায় এক সুদূর উপত্যকার চারণভূমিতে- যার ফলে একবার পাঠক প্রকাশ করেন গভীর বিস্ময়, একবার গভীর কোলাহল, একবার গভীর আনন্দ। একজন সৌন্দর্যবাদী কবিপুরুষ- যার তুলনা তিনি নিজেই। সাম্প্রতিক সময়ের পোড়ামাটি পেরিয়ে আসা এই কবি সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।' এই মূল্যায়নধর্মী লেখাটি কে লিখেছেন তা বইতে উল্লেখ নেই। বইটির শেষ প্রচ্ছদে ছিল শিরোনামহীন কয়েকটি কাব্যপঙ্‌ক্তি। পঙ্‌ক্তিগুলো এখানে হুবহু তুলে দেয়া হলো-

"যে হাসি দেয় না নারী তা-ই তুমি দাও
যে গান গায় না নারী তা-ই তুমি গাও
অথবা নারীর মতো তুমি হাসো বলে
অথবা নারীর মতো গান গাও বলে
কবিতা তোমার কাছে পড়ে রইলাম
জীবনের সব জ্বালা-পোড়া সইলাম।"

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

বোরকাধারয়িতা ও দারুবৃক্ষের স্তোত্র/ ৭৪
হেমন্ত দিন/ ৭৫
বৃক্ষ কাটার শব্দ/ ৭৭
তুলনা/ ৭৮
একটা ঈদ/ ৮০
কবিতার ধ্রুব/ ৮২
কাশ-শিউলির সময়/ ৮৩
নজরুলের ভালোবাসা/ ৮৪
ভয়াবহতম আর্তনাদের মধ্যে/ ৮৬
জামেদ আলী ও অন্য এক জামেদ আলী/ ৮৭
হিসাব করলেই/ ৮৮
ক্রোধ/ ৮৯
লোকটা এখন/ ৯০
মন্‌জিল কত দূরে/ ৯১
চোখে পড়ে না/ ৯৬
শহীদেরা/ ৯৭
বস্তির মধ্যে/ ৯৮
ঋতুর স্বভাব/ ১০০
আর এক সূর্যের গান/ ১০১
অথচ ফেরে না কেন মানুষ/ ১০২
ফলক কবিতা/ ১০৩
তাঁর পাণ্ডিত্যের অনবরত রহস্য/ ১০৪
সানক্কিমোস্ট ও মুসলমানেরা/ ১০৬
মহাস্থানের গান/ ১০৭
দেখো/ ১০৮
হপ্তানামা/ ১০৯
বিলের দিকে/১১১
প্রকৃত পশ্চাৎগামীরা/ ১১৩
ঘর পুড়ে যাচ্ছে ঘর/ ১১৫

www.nagorikpathagar.org

বোরকাধারয়িতা ও দারুবৃক্ষের স্তোত্র

দারুবৃক্ষের মত রুচিশীল বৃক্ষ আমি আর দেখি না
আমি আর দেখি না এমন বিনয়ী বৃক্ষ
এমন বিনীত হরিৎ এই গাঙ্গেয় অঞ্চলে

সবুজ সাম্রাজ্যের ভেতর এই এক
অহিংস প্রতিবেশী, এই এক কোমল সভ্য
না জংগল না প্রান্তরের এক নিভৃততর তাপস
অথবা নিসর্গনিবিড়
দীর্ঘদেহী- কবিতার কোন- প্রহরী যেন

একক অথবা এই স্বয়ম্ভূ
আপাদমস্তক আচ্ছাদিত সমূহতরুবর
আমরণ ঢেকে রাখলো সমস্ত শরীর
হাত ও হাতের আংগুলও ডুবিয়ে রাখলো
পল্লবিত বোরকায় ।

আবার কখনো এই বৃক্ষ এক
সবুজাভ এবং সমুদ্ভূত প্রপাত যেন
সাভারের মিনারের মত
উঠে গেছে আকাশের দিকে

সম্ভ্রান্ত দৃশ্যাবলী- দারুবৃক্ষের মত- আমার আর
চোখে পড়ে না
শেষাবধি তার সমগ্র দোলাদোল অখণ্ডিত
তার স্বাভাবিক নির্ভরতার মধ্যে আছে

প্রশংসিত গৌরব
তার সহাবস্থানের ভেতরে দেখি

অবগুণ্ঠিত সৌজন্যের মাধুর্য
এবং এক পর্বতের উপমার মত অনিবার্য মর্যাদা
তাহলে একটি পূর্ণাঙ্গ দারুবৃক্ষ কি
একটি পরিমার্জিত পাহাড়ের সৌসাদৃশ্য

অথবা এক বোরকাধারয়িতা ললনার
পবিত্রতম প্রতিচ্ছবি

www.nagorikpathagar.org

হেমন্ত দিন

শুভ্র মেঘের নীল দেয়ালে হেমন্ত দিনঃ
হেমন্ত দিন রঙিন পালক তুলির মত রং এঁকে যায়;
হেমন্ত দিন দশ কোটি গান নীল দেয়ালে-
নীল দেয়ালের কানায় কানায়
উপচে পড়ে হেমন্ত দিন!

কাশবনেরা বকের পাখায় উড়াল দিল
এবং বকের ডানায় ডানায়
মিষ্টি রোদের মধ্য দিয়ে
হেমন্ত দিন।

রূপসা-নদী বোরেব- নদী- দড়াটানা
অথবা সেই পূর্ণিমা চাঁদ শিরীর মতনঃ
ঠিক এভাবে রূপসী এক জন্মভূমি বাংলা আমার!
বিলের মধ্যে টল-টলে- খাল- মৌন পানি :
মৌন পানির চুড়ির ভেতর ডানকানারা,
মৌন পানির গভীর থেকে কই মাগুরের
একটা-দু'টো তবলার আওয়াজ,
একটা- দু'টো বটের পাতার,
বাঁশের পাতার, আমের পাতার টাপুর-টুপুর
এবং শিউলি- হেমন্ত দিন শান্ত চোখে, গভীর চোখে,
নরম ছায়ায় কবির দু'চোখ.....
নতুন ধান্য : ঘুম আসে না,
খেজুরে গুড় : ঘুম আসে না,
রসের পিঠে : ঘুম আসে না,
গল্পের আসর : ঘুম আসে না,
ইষ্টি-কুটুম : ঘুম আসে না,
এবং বিপুল হেমন্ত দিন : ঘুম আসে না,
ঘুম আসে না, ঘুম আসে না, ঘুম আসে না।

www.nagorikpathagar.org

খড়-বিচালির ফোকর থেকে
কলাই ক্ষেতের আকাশ গড়া,
শাকের জীবন এই সময়ে লাফিয়ে ওঠা মাটির ওপর,
এই সময়ে হালকা শিশির দোয়ার মত-
মুসার জন্য যেমন মান্না-সালওয়া ছিলো!
এবং মান্না-সালওয়া এখন সব চাষীদের-
সব চাষীরাই এখন আবার মুসা-হারুন
অন্তত এই বাংলাদেশে-
আল্লাহ তায়ালার ভাষ্যকারের উদ্ধৃত এক ভাষার মত

এবং এখন হেমন্ত দিন মাঠের দিকে
সোনার আকাশ-
এবং এখন হেমন্ত দিন মাঠের দিকে আশার সবুজ।

www.nagorikpathagar.org

বৃক্ষ কাটার শব্দ

হঠাৎ একটানা

তারপর থেমে-থেমে
কোথাও কেউ যেন বৃক্ষ কেটে যাচ্ছে

এবং বৃক্ষ কাটার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
একদা
অনেকগুলো কাকের তারস্বরের মধ্য দিয়ে
গাড়ির শব্দের সঙ্গে মিশে যায়

আমার ভেতরেও কেউ যেন
অনবরত কেটে যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

তুলনা

আকাশের সাথে তুলনা দিলাম,
লুকালো সুদূরে নুয়ে;
তুলনা দিলাম সাগরের সাথে,
মাটিতে পড়লো শুয়ে।

ভাবলাম যেই আসলে সে ঠিক
পাহাড়ের বিশালতা,
বোবা হয়ে গেল জনমের মতো
হারালো চঞ্চলতা।

উপমা খুঁজতে সূর্যের কাছে
বিকেলের দিকে গেলে,
রাতের আড়ালে পালালো চালাক
চাঁদকে একাকী ফেলে।

গহীন বনানী তোলপাড় করে
মিল খুঁজে খুঁজে শেষে
দাঁড়ালাম দিগদিগন্তহারা
ফসলের মাঠে এসে।

নদী ছুঁয়ে আসা হাওয়ার হেঁয়ালি
কানে কানে এসে বলেঃ
'মরু-মালভূমি পার হয়ে যাও
পারস্য দেশে চলে'।
সেখানে অনেক পুষ্পের সাথে
মিলিয়ে-ঝুলিয়ে দেখ,
যদি তুলনার পাও কিছু তবে
কবিতায় বেঁধে রেখ।

ভোরের সততা হাতে মুখে মেখে
তেহরান থেকে সরে
দামাভান্দের গোলাপ বাগানে
পৌছলাম অকাতরে।

www.nagorikpathagar.org

ফুলে ফুলে চুমো খেতে খেতে মরি!
ঠোঁটে ধরে গেল জ্বালা,
সহসা সে এক ওলি এসে বলে:
'পালা, এখনই পালা।'

কোথায় পালাই? পালাবো কোথায়
সিরাজেই অবশেষে;
স্বপ্নের কিছু কারুকাজ করে
সাদীর সমুখে এসে
দাঁড়ালাম যেই, অমনি সাধক
মহাকবি মহাকাশ
থাপড়িয়ে পিঠ হেসে বললেন:
"দৃঢ় করো বিশ্বাস
কথা আছে, আছে, শুনে নাও ছেলে
কবিতার মজনুন,
বোস্তাঁপ্রেমিক, তারপর করো
রাত দিন গুণ গুণ।

এই শেখ সাদী হয়েছে অমর
তাঁর প্রেমে ডুবে ডুবে,
তাই এই নাম মুখে মুখে ফেরে
পশ্চিম থেকে পুবে।
রাসূলের সাথে তুলনা খুঁজছো
সমতটী নাবালক?
বাউরি-বাউল ঘোরাঘুরি সার
আকাশ পাতাল ঝোঁক।

প্রিয় দোস্ত মোর নিজের তুলনা
নিজেই দিয়েছে, শোন;
"তোমাদের মত মানুষ আমি তো
নই যে অন্য কোন।"

www.nagorikpathagar.org

একটা ঈদ

প্রত্যাশা প্রাঙ্গণের পুষ্প এবং পল্লব পেরিয়ে
অনেকগুলো দৈনিকের দরজা খুললাম আজ
দূরালাপনের প্রান্তর থেকে ধ্বনিত হলো
উচ্চ-মধ্য এবং নিম্নবিত্ত শব্দাবলী
এবং বিম্বিত হলো নানাবিধ আলো
নানাবিধ আঁধার
নানাবিধ পটভূমিকা এবং
নানাবিধ দৃশ্যের কাব্য
দেখলাম মাহফুজ আখন্দের গ্রীষ্ম-বর্ষা
দেখলাম শাহিদ মুবীনের শরৎ-হেমন্ত
দেখলাম আজাদ ওবায়দুল্লা'র শীত-বসন্ত।
দেখলাম রফিক-নিয়াজ- নাঈম-লতিফ
এবং কবি সোলায়মান আহসানের জাহাজ
উদ্ধারের চূড়ান্ত পর্ব
তবুও একটা ঈদ আমার মগজে থাকলো
নক্ষত্রের মত দুই চোখে থাকলো
সমুদ্রের মত দুই হাতে থাকলো
নীলিমার মত মননের মধ্যে থাকলো।
গতকাল মুহম্মদপুর কাঁচাবাজারেও একটা ঈদ
আমার সংগে ছিলো
গতকাল রাবেতার দোতলাতেও একটা ঈদ
আমার সংগে ছিলো।
গতকাল মীর কাসেম আলী ভাইয়ের কক্ষেও
একটা ঈদ আমার সংগে ছিলো
মুন্সীবাড়ীর ফয়েজ ভাইয়ের দফতরে অথবা
মিলন ভাইয়ের অনুমোদনের দস্তখতের সময়ও
একটা ঈদ আমার সংগে ছিলো।

বৃক্ষের বাকলের মত সংগে ছিলো
নদীর গন্তব্যের মত সংগে ছিলো
দিগন্তের সীমাহীনতার মত সংগে ছিলো

www.nagorikpathagar.org

গত পরশু দিন বাসা বদলের ঝামেলার মধ্যেও
সাবিনা মল্লিকের দুশ্চিন্তার গভীর রাত্রির মধ্যেও
অথবা তারো আগে একহাট বইকিতাব
গোছগাছের গিরিপথের মধ্যেও
অথবা তারো অনেক আগে
শেখের টেকের একরাজ্য
বিদ্যুতের হাঙ্গামার মধ্যেও
একটা ঈদ আমার অস্তিত্বে দেদীপ্যমান থাকলো
পাখির সংগে পালকের অস্তিত্বের মত
কবির সংগে কবিতার অস্তিত্বের মত
ভ্রমরের সংগে গুঞ্জনের অস্তিত্বের মত

আজ ক-দিন থেকে একটা ঈদ আমার বাইরে
আজ ক-দিন থেকে একটা ঈদ আমার ভেতরে
যেমন মানুষের বাইরে থাকে ছায়া
যেমন মানুষের ভেতরে থাকে স্বপ্ন
আজ ক-দিন থেকে
হাজার বছর আগের একটা ঈদ
আজ ক-দিন থেকে সর্বোত্তম সময়কালের একটা ঈদ
আজ কদিন থেকে
আল-কোরআনের প্রথম জনপদের
সর্বাধিক অধিকারপ্রাপ্ত মানুষের একটা ঈদ
আমার বাইরে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ালো
আমার ভেতরে স্বপ্নের মত ক্রমাগত তাড়িয়ে ফিরলো।

www.nagorikpathagar.org

কবিতার ধ্রুব

অরণ্যের গভীর থেকে নেমে এলো কোকিলের নদী :
তারপর ভেসে গেল পত্রাবলীর পাহাড়
ভেসে গেল ডাল-পালার পথ-ঘাট
ভেসে গেল কুঁড়ি ও কাটার ঘরবাড়ী
অথবা বৃক্ষের তীরে তীরে ডেকে গেল শিল্পকলার হাওয়া

বসন্তের ছায়া বুঝি মৃত্তিকার গান
তাছাড়া ঘাসের ঘটনা থেকে রটে যায়
নিচোলিত হরিতের ঝাঁক
বসন্তের চোখ বুঝি নীলিমার ঢেউ
তাছাড়া শুকনো লতার মত উড়ে উড়ে দূরে যায়
হতাশার চুল

বসন্তের গভীর থেকে নেমে আসে কোকিলের জ্যোতি :
তারপর হেসে ওঠে পৃথিবীর ছায়া
জীবনের পারদ কবিতার ধ্রুব...

www.nagorikpathagar.org

কাশ-শিউলির সময়

কাশ-শিউলির সময়..... আকাশে নড়ে,
অথবা পৃথিবী শিশিরের প্রার্থনা :
যেখানে হাঁটছে শান্ত নদীরা..... আজ-
রাগের পরের অনুরাগে গড়া মেয়ে।

শীতের পাখিরা পাঠিয়েছে খোলা খাম-
দু'চোখে তাদের নতুন নীড়ের চোখ
অথবা শরৎ-দরজা দিয়েছে খুলে-
শুভ্র পতাকা মাটি ও মাঠের শেষে।

বাগেরহাটের খালে-বিলে ছেলে-পেলে;
বারুইপাড়ার দামালেরা : পোলো-পোলো-
হঠাৎ সাবাড় মাছের ..... জোয়ারখালী
না হয় ...... এসব গল্প বাংলাদেশের

খেজুর গাছের নতুন নলির লোভে
টপ্‌টপ্‌ করে ছন্নছাড়ার চোখে
মুখে-বুকে পড়ে আনন্দ আটখানা
অথবা লোভের উপরে দাঁড়ালো ফিঙে-
শুধু ফিঙে কেন? হলদে কুটুমও..... ওড়ে!
আশে-পাশে ঘোরে মৌমাছিদের ...... সুর
ফসলের আ'লে ওই দিকে চাষীরাও
তরল শরৎ হাতে-পায়ে .... মাখা সুখ
খোসা পাল্টায় হাওয়ার অতণু গা
অতণু গায়ের ওপরে হাল্কা 'কাল'
কালের ভেতরে আমার জন্মভূমি
শরতের মত প্রথম প্রেমের গান।

www.nagorikpathagar.org

নজরুলের ভালোবাসা

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো তৃণলতার আগে
মাটি ও পলিমাটি
মানবতার আগে মানুষ ও মহাজনতা
পৃথিবীর আগে প্রাণজ পরিব্যাপ্তি ও
প্রাণাত্যয় পরিপূর্ণতা

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো সাত সাতটি
সমুদ্র ও আকাশের আগে আরো সমুদ্র
এবং অনেক আকাশ
একটি চাঁদ কিংবা একটি সূর্যের আগে
পুরাবৃত্ত ও প্রমাণিত আলোর অখণ্ড

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো আনন্দের আগে
শতাব্দীর কান্না ও হাহাকার
পুষ্পের আগে
অনবরত কাঁটার আঁচড়ের মত
রক্তাক্ত ইতিহাস এবং
প্রাপ্তির আগে অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তির এক
মহাশূন্যতা

নজরুলের ভালবাসায় ছিলো শরীরের আগে
অফুরন্ত হৃদয় ও মরুভাস্করের মত প্রেম
বিষের বাঁশীর মত অশেষ বিদ্রোহ এবং
অসংখ্য আরবি ফারসি শব্দের মত
বীতিহোত্র বিপ্লব

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো আকারের আগে
নির্ভরযোগ্য অনাদি এবং নিগূঢ় নিরাকার
নিজের জন্য উদ্বেগের আগে
আমাদের জন্য সান্দ্র, সমিদ্ধ
এবং উৎসঙ্গ

www.nagorikpathagar.org

নজরুলের ভালোবাসায় ছিলো চিত্রের আগে
চিত্রাঙ্কনের বিকশিত প্রতিভা
যেমন ঝড়ের আগে অসম্ভব সাহসের উৎকর্ষ
যেমন নিসর্গের আগে সৌন্দর্যের বর্ণালী রেহান
এবং বিস্তারের আগে প্রতীতি ও প্রত্যয়ের
উত্তরঙ্গ উত্থিতির মত অনবরত বিজয় ।

www.nagorikpathagar.org

ভয়াবহতম আর্তনাদের মধ্যে

সমস্ত উপকূল এখন
অধিক শোকে পাথরের মত জেগে থাকলো
না অশ্রু না বিলাপ
শুধু নিষ্পলক তাকিয়ে আছে
অথবা নিষ্কম্প তাকিয়ে নেই কোন উন্মাদিনী
বরং বুকের পাঁজরগুলো তার
একেকটি লাশের মত ভেসে বেড়াচ্ছে বলে
দণ্ডপ্রাপ্ত বেদনার ভেতরেও দেখে নিচ্ছে
নিখোঁজ সংবাদ কিংবা শেষ রাত্রির বিষণ্ন খবর

সমস্ত সময় এখন
ধলঘাটায় স্তব্ধ হয়ে আছে
যেমন মহেশখালীর হতবাক
জোয়ারে জোয়ারে ভেসে আসে অসংখ্য লাশ
আবার ভাটির টানে টানে ফিরে যায়
বিগলিত বেওয়ারিশ
হঠাৎ মনপুরার দুর্গত মানুষের
অরুন্তুদ আর্তি উপচে পড়ে যায়
শরাহত বাতাসের কানে
আর হায় তখনই যেন হাতিয়া সন্দ্বীপ
কুতুবদিয়া চরফ্যাশন চকোরিয়া
কক্সবাজার কিংবা চট্টগ্রাম
মৃত্যু এবং লাশ দিয়ে ঢেকে ফেলে
গোটা বাংলাদেশ

দেখো প্রতি ইঞ্চি জমিতে এখন মৃত্যুদণ্ড
ওঁৎ পাতা রয়েছে বলে
সমগ্র বাংলাদেশ যেন শেষতক
রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের মধ্যেই বেঁচে রইল
হায়! আল্লাহ ছাড়া- এখন আর
আমাদের কোন দাতাপক্ষ নেই।

www.nagorikpathagar.org

জামেদ আলী ও অন্য এক জামেদ আলী

মগবাজার ওয়ারলেস রেলক্রসিং পার হয়ে
একটু ডান দিকে নামলেই কুষ্টিয়া হোমিও হলের মত
প্রখ্যাত এক উপন্যাস ছিলো নিশ্চিত
সাদা লংক্লথ কিংবা অন্য কোন ধরনের
কোমল মলাট অতিক্রম করে গেলে
এক দীর্ঘজীবী প্রধান চরিত্রের চতুর্দিগন্তে
বসে থাকতো অসংখ্য রুগ্ন এবং তাদের
অন্ধের লাঠির মত এক-একটি অবলম্বন
হ্যাঁ, এক শুভ্রতর নিরাময়ের চারপাশে আবৃত থাকতো
স্বাস্থ্যহারা উদ্বিগ্ন চরিত্রাবলী

অর্থাৎ সেই প্রধান চরিত্র ছাড়পত্র দেবেন বলে
বহুবিধ অসুস্থ স্বাক্ষর এবং স্ট্যাম্প
কোনো হোমিও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় তখনো
থমথমে মেঘের মত উপমা হয়ে থাকলো
এবং তার ছাড়পত্র এবং তার ঝরে পড়া
হাসির বিজলি থেকে সুষুপ্ত আত্মবিশ্বাস
এলো নেমে এবং নেমে এলো.....

গ্রীন হোমিও হলের যে সমস্ত পৃষ্ঠায় ছিলো
তরল উজ্জ্বলতা
তাও সেই সুস্থতার নায়কের হাতে দীর্ঘকাল ধরে
যুগ-যুগান্ত উপসংহার হতে লাগলো
কিন্তু কুষ্টিয়া হোমিও হলের মত সমূহ উপন্যাস
সর্বরকমের যুগজিজ্ঞাসার জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত ছিলো
'লাল শাড়ী' কিংবা 'মেঘলামতীর দেশে'-ও আছে
অন্য এক উপশম
তার মানে : সেই শুদ্ধতর চিকিৎসাবিদ
তার অন্যান্য সৃজনশীলতার মধ্যেও রেখে গেলেন
হৃদয়ের নানাবিধ ওষুধপত্র
এবং চিরকালের আরাম

জামেদ আলী ও অন্য এক জামেদ আলীর ওষুধপত্র, ব্যবস্থাদি এবং
তার সৃজিত চরিত্রাবলীর ভেতরে কোনো পার্থক্য ছিলো না।

www.nagorikpathagar.org

হিসেব করলেই

হিসেব করলেই কষ্ট বাড়ে,
পকেটে হাত দিতে হয় কেবল,

তারপর এক মুঠো
মাধ্যাকর্ষণ নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ
রাগী দরজার মত হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়

আজকাল বাজারের ফর্দ, থলে কিংবা
বাজারঘাটও বুঝি বেয়াড়া হতে লাগলো
অর্থাৎ হিসেব করতে গিয়েই দেখি যাবতীয়
দুঃখ কষ্ট ষাঁড়ের ঘাইয়ের মতন
উন্মাদ হয়ে কাঁপতে লাগলো রান্নাঘরের চৌকাঠে!

হিসেব করলেই কষ্টের ভেতর থেকে উঠে আসে আরেক কষ্ট!

www.nagorikpathagar.org

ক্রোধ

[তথাকথিত ১০১ জন বুদ্ধিজীবীর প্রত্যেককে]

গোখরো তোমার আত্মার প্রতিবেশ,
গোখরো তোমার দু'চোখে দিয়েছে ফণা,
ফণায় রচিত কুটিল কী কটীদেশ!
তাই কি মেলো না দয়ামায়া এককণা?

পোড়া-পোড়া ঘাস পার হলে পোড়ামাটি,
পোড়ামাটি নাকি পাথুরে প্রগলভতা।
পাথরের নামে কেঁদে ওঠে প্রিয় ঘাঁটি।
তুমি কি আসলে লেলিহান কঠোরতা?

মেঘেরা কাঁদলে নদী হতো সঙ্গীতা,
গ্রীষ্ম হতো না ফেটে-ফেটে চৌচির।
তুমিও কাঁদলে মাটি হতো সঞ্চিতা,
জগৎ হতো না বহুবিধ অস্থির।

গোখরো তোমার পেয়ালার হেমলক,
পালকে লুকানো হিংস্র ধারালো নখ!

www.nagorikpathagar.org

লোকটা এখন

আলোর ভেতর চাক-চাক অন্ধকার দেখে দেখে
লোকটা এখন দিনের বেলায় একা একা
উল্টো দিকেই হেঁটে যেতে চায়

রাত্রের সন্ত্রাসীদের কিছু লজ্জা আছে অন্তত
মুখ ঢেকে সশস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়.......
লোকটা এখন এই রকম ভাবতে ভাবতে
পেছনে তাকিয়ে দেখে
তার ছায়াও দ্রুত পালিয়ে গেল

যাবতীয় ত্যাগের আড়াল থেকে
অবলীলাক্রমে এক-একজন ব্যবসায়ী
উঠে আসতে লাগলো বলে সে এখন
নিজের হাত নিজেই গুনতে গিয়ে আস্কন্ধ
লম্বমান দু'টি কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া আর কিছুই
প্রত্যক্ষ করতে পারলো না
প্রায় প্রত্যেকটি নাসারন্ধ্রকে
সাপের গর্তের মত মনে হয় বলে সে এখন
কারোরই মুখোমুখি হতে চায় না

আলোর ভেতর চাক-চাক অন্ধকার দেখে দেখে
লোকটা এখন দিনের বেলায় একা একা
উল্টো দিকেই হেঁটে যেতে চায়।

www.nagorikpathagar.org

মনজিল কত দূরে

আর কত দূরে, কত দূরে আর
মনজিল আমার, সেই ইপ্সিত মনজিল আমার;
বুঝতে পারি না হায়!
যতই এগোই মনজিল আমার
আকাশের মত আরো দূরে সরে যায়,
ক্রমাগত সরে যায়।

মধ্যজীবন বয়ে গেছে পথ পেতে,
পথ পেয়ে ফের সেই পথ ধরে যেতে,
কেটে গেল জানি কত বসন্ত আহা!
আজো দেখি সেই মনজিল তবু যেন অনন্ত আহা!
কোন্ ভুলে এই বাঁক থেকে বাঁকে ঘোরা;
চরণের পর চরণ আবার ঘুরে ফিরে অন্তরা!

অনেক সংগী চলে গেছে একা একা,
অনেক পথিক রেখে গেছে পথরেখা,
ঘন সবুজের সঞ্চয় তবু হয়নি এখনো ম্লান!
ফেলে যায় পাখি যেমন আকাশে পালক ছড়ানো গান!
ঘন স্বপ্নের সঞ্চয় তবু হয়নি এখনো ম্লান!

তবু কেন দূরে সরে যায় মনজিল
কেন কেঁদে ওঠে ব্যর্থ-ক্লান্ত বেদনায় মন-দিল!
তবে কি ঈমান ছেয়ে গেছে কমজোরে,
দুশ্চিন্তার মেঘ নামে বন্দরে,
হাতছানি দিয়ে আঁধারের শর্বরী,
থেমে যেতে চায় ক্রান্তিকালের ঘড়ি!

কেন যে এমন হয়!
যতই এগোই মন্‌জিল তত

www.nagorikpathagar.org

দূরে দূরে সরে যায়!
বুঝতে পারি না,
বুঝি না কিছুই,
পর্বত থেকে আর পর্বতে
শুধু কি ধূসর মেঘমালা ছুঁই,
মেঘের প্রান্ত ছুঁই।
বুঝতে পারি না
বুঝি না কিছুই,
গোলাপ ধরতে গিয়ে ধরে ফেলি কল্পিত কোন জুঁই!

কেন এ আঁধার রাত্রি লেগেছে চোখে,
আঁধারের ঘোর তমসা জেগেছে চোখে
পথে প্রান্তরে জমে আলেয়ার আলো,
পর্দা ফেললো নাকি দুরাশার কালো,
ভ্রান্তির ভীরু পতিত কার্যাবলী
তাই ঢাকে বুঝি প্রত্যহ এই দুই দৃষ্টির গলি!
অবিশ্বাসের পাহাড় জমে যে শুধু,
দৃঢ় আস্থার মানুষ কমে যে শুধু,
সম্মুখ থেকে সত্য-পতাকী সরে,
নাকি সত্যের গৌরব যায় মরে!
গাঢ় কুয়াশায় মন্‌জিল তাই
আজ ডুবে যায় নাকি!
দ্বন্দ্ব দ্বিধায় মন-দিল তাই
আজ ডুবে যায় নাকি!

ষড়যন্ত্রের আজদাহা চারপাশে,
সর্বধ্বংসী প্রলয়ের হাসি হাসে,
শত্রু মিত্র আজ চেনা হলো দায়!
মানবতা যেন পাড়ি দেয় অজানায়!

স্বার্থের টোপ হজম করেছে বড় বড় বদ্‌ আকল,
নকলের যুগ হলো উদ্ধত
পরাজিত হলো আসল!
এ কোন সময় পাড়ি দেয় জনতা!

www.nagorikpathagar.org

কেউ কেউ জানে অনেকে জানে না তা!
অবিরত তবু রেখেছি আমার চলা,
উৎসাহ-কথা নিজেকে নিজেই বলা,
নিজের গভীরে স্বপ্নের জাল বোনা,
একান্ত-লোকে বিজয়ের দিন গোণা,
যদিও ভেঙেছে বুক
যদিও তিমিরে হারিয়ে গিয়েছে সূর্যের তাজা মুখ!

পথের ধূলোয় ধূসরিত হলো সমস্ত অবয়ব,
পীড়িত-মলিন হলো যে শরীর, হলো বিক্ষত সব,
অন্তর জুড়ে বয়ে গেল যত বেদনার উৎসব!
হলুদ খবরে ভরে গেল মন, ছিঁড়ে গেল অনুভব!
অবিরত তবু রেখেছি আমার চলা,
হজম করেছি হতাশার যত বিষিত চন্দ্রকলা,
কত রাত গেছে জেগে,
কত স্বপ্নের পাখা পুড়ে গেছে আগুনের হাওয়া লেগে!
অবিরত তবু রেখেছি আমার চলা,
সংগে রেখেছি গানের কবিতা, কবিতার গান সুন্দরী চঞ্চলা ।
বিষমাখা শত তীরে
নরম কোমল কলিজা গিয়েছে চিরে
প্রাণের সবুজ শুকনো পাতার মত
দলিত মথিত বারবার হলো কত!
তবু মনজিল, তবু সেই মন্‌জিল

আটকে থাকলো; যেখানে রয়েছে নমিত নিখিল নীল!
যেখানে আকাশ পার,
যেখানে পথের সীমান্ত জুড়ে সীমাহীন পারাবার।

ক্ষুধার্ত দিন ঝরে গেছে কত পথে,
জীবন রেখেছি সেই দিন ধরে একেবারে কোনমতে!
পথে পথে রাত, পথে পথে ভোর,
তবু সেই দিন ছিল অন্তর
গন্তব্যের অতল গভীরে বাঁধা:
কোনো প্রলোভন পারেনি তুলতে তখনো কোনই বাধা
প্রাচীরের মত বাধা।

www.nagorikpathagar.org

তখনো ঘাতক হায়েনার মত ছিলো,
তখনো দু'কূল ভাঙবার মত ছিলো
নীল কারাগার দিকে দিকে কত ছিলো,
তখনো জীবন হারাবার মত ছিলো,
থামেনি কদম তবু
তবুও কদম পথের কাদায়
আটকে থাকেনি কভু।

সেই মনজিলে ডেকেছিলো কোরআন,
সেই মনজিলে ডেকেছিলো শহীদান,
সেই মনজিলে ডেকেছে ঈমান
প্রত্যয় অফুরান,
সেই মনজিলে ডেকেছিলো মান,
ইজ্জত সুমহান,
সেই মনজিলে ডেকেছিলো দেশ,
দেশের মজলুমান,
সেই মনজিলে ডেকেছে আজাদী,

স্বাধীনতা অম্লান,
সেই মনজিলে ডেকেছে মানুষ,
দুস্থ মুসলমান
সেই মনজিলে ডেকেছে শহীদ
মালেকের অবদান :
আজো ডেকে যায় সেই মনজিলে
মুক্ত বিবেক,
জীবনের শেষ রক্তবিন্দু, সকল আবেগ,
আজো ডেকে যায় স্বাধীন চিত্ত, স্বপ্নীল মন জেহাদী জিন্দেগানী;

সেই মন্‌জিলে তবুও যেতেই
হবেই হবে যে আমাকে অবশ্যই।
ছিনায়ে আনতে হবে যে আমার সর্বশীর্ষ স্বর্ণালি জয়
আমারি সাফল্যই।
পিছুটান মানিনাকো,
পরাভব কারে বলে তার কোন সংজ্ঞাও জানিনাকো।

www.nagorikpathagar.org

এই যাত্রার চূড়ান্ত বিনিময়
একটা জীবন বারবার দিতে হয়,
যদি দিতে হয় দেবো;
যদি নিতে হয় দুই হাত ভরে সব যন্ত্রণা নেবো।

তবুও আমার মনজিলে যাওয়া চাইঃ
যেখানে পূর্ণ ইনসানিয়াত বিকাশের রাহা পায়;
যেখানে মানুষ পূর্ণ হিসাব-নিকাশের রাহা পায়।
খোদার রহম-ঋদ্ধ সেই সে মনজিল পাওয়া চাই,
আল কোরআনের দীপ্ত দৃপ্ত মনজিল পাওয়া চাই,
সকল বর্ণ-জাত ও জাতির তীর্থ-তৃপ্ত মন্‌জিল পাওয়া চাই,
যত দূরে থাক তবু যে আমার মনজিলে যাওয়া চাই।

www.nagorikpathagar.org

চোখে পড়ে না

এখানে অনেক গাছে গাছে
ভরে আছে বাংলাদেশ
শুধু বৃক্ষই কমে গেছে কবে :
চোখে পড়ে না।

দিনানুদিন সম্মান আর মর্যাদা আহা
বেড়ে গেল পুষ্পেরই;
শুধু ফুলই কমে গেছে কবেঃ
চোখে পড়ে না।

কাব্যরচয়িতা আছে তো এখনো,
আজো অগণিত তারা;
শুধু কবিই কমে গেছে কবেঃ
চোখে পড়ে না।

কুসুমিত মহিলারাও দেখি নক্ষত্রের মত
আছে সর্বত্রই;
শুধু নারীই কমে গেছে কবেঃ
চোখে পড়ে না।

উৎপাদিত ছেলে-মেয়েরা ঠিকই
সব সংসারে আছে;
কেবল সন্তানই কমে গেছে কবেঃ
চোখে পড়ে না।

পরিবৃত বন্ধুরা শেষাবধি দেখি
এখনো সুলভ;
শুধু ভাই-ই কমে গেছে কবেঃ
চোখে পড়ে না।

চারিদিকে লোক,
চতুর্দিকে লোকারণ্য;
কেবল মানুষই কমে গেছে কবেঃ
চোখে পড়ে না।

www.nagorikpathagar.org

শহীদেরা

শহীদেরা যেন
আকাশের ধ্রুবতারা
সীমাহীন মউজ
সামনে দাঁড়ালো যদি
তবু নাবিকেরা
পথের সঠিক মোড়
দিক চিনে নিল
গেল কেটে ঘোর
হল প্রশান্ত বিচলিত অন্তর

শহীদেরা যেন
বুকের দীঘিতে সাহসের নীল
দীপ্র পদ্ম
অমর ঠিকানা শুধু
শয্যার চেয়ে অবিরাম ভেসে আসা
মিছিলের ডাক
ভালোবাসবার চিঠি
বুকের ভেতরে তাথৈ তাথৈ
তুমুল প্রেরণা এক
অবিনশ্বর জীবনেরই দৃঢ় গতি

শহীদেরা যেন
হাসতে হাসতে নিঃসন্দেহ
মৃত্যুর দিকে ধাবমান বরাভয়
অথচ সুখের সঙ্গীতই বাজে
প্রাণের শিকড়ে
প্রতিদিন অহরহ

www.nagorikpathagar.org

বস্তির মধ্যে

বস্তির মধ্যে চাঁদ ছিলো সূর্য ছিলো
এবং অগণিত নক্ষত্র ছিলো
চাঁদের ওপরে ছিলো আকাশ
সূর্যের ওপরে ছিলো নীলিমা এবং
নক্ষত্রের ওপরে ছিলো দরজার পর দরজা
সর্বোপরি
বস্তির মধ্যে ছিলো ঊর্ধ্বলোক এবং
মাটির মধ্যের এক অদৃশ্যমান সম্পর্ক

তাছাড়া বস্তির মধ্যে
বাগান ছিলো পুষ্পেরা ছিলো এবং
প্রজাপতির মত পাতার আড়ালে ছিলো
উদ্বাহু কুঁড়ি ও কমল
বাগানের ওপরে ছিলো পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘমালা
পুষ্পের ওপরে ছিলো মৌমাছির মত গুঞ্জরণ
কুঁড়ি ও কমলের ওপরে ছিলো
প্রায় সাড়ে বারো কোটি রাখালিয়া

এবং বস্তির মধ্যে রাজধানী ছিলো
মহানগর ছিলো
তারপর কোন কোন শহরের এক-একটি
সাইনবোর্ডের নিচেয় ছিলো
অগ্রন্থিত নদীসিকস্তী মানুষের চরাচর
রাজধানীর ওপরে ছিলো বাংলাদেশের পতাকা
মহানগরের ওপরে ছিলো লাল-নীল
লাল-সাদা এবং লাল-সবুজ মাতৃভূমির
বিশ-লক্ষ-ঘুড়ি
আর অগ্রন্থিত নদীসিকস্তী মানুষের
চরাচরে ছিলো

www.nagorikpathagar.org

এক-একটি সার্বভৌম লুঙ্গি
এক-একটি সার্বভৌম গামছা
এক-একটি সার্বভৌম শাড়ি
এক-একটি সার্বভৌম ব্লাউজ
এক-একটি সার্বভৌম
ছোটো-খাটো খেলনা
এবং অজস্র ঘর-সংসার-
সহস্রাক্ষ সর্বহারা
অথবা
পলিথিনের দুই হাজার কোটি অপাঙ্‌ক্তেয়

অথচ সেখানে অভিশপ্ত সিংহাসনের
কালো হাত ছাড়া
এখন আর কিছুই নেই
আর কিছুই নেই
কিছুই নেই

www.nagorikpathagar.org

ঋতুর স্বভাব

সেই সে তিমির সূর্য এখন জানলা খোঁজে;
শূন্য আকাশ আর পাখি নেই যে গম্বুজে।
আগের মতই তিক্ত বিবেক যুদ্ধরত;
ঘনায় আবার প্রাণের মৃত্যু আগের মত।

তাই কি স্বচ্ছ সুন্দরেরা আজ পালালো;
তুললো ফণা সেই পুরনো গোখরা কালো।
আজ পালালো নীড় ছেড়ে ওই শ্বেত কবুতর-
বিষাক্ত শ্বাস ফেলছে আবার নীল অজগর?

নীল অজগর লকলকিয়ে আসছে ধেয়ে;
সমস্বরে শকুনেরাও উঠছে গেয়ে।
উঠছে গেয়ে ভূতেরা তেত্রিশ কোটি;
জমছে অন্য ক্লাইভেরই মদের কুঠি।

সূর্য তবু পূর্বাচলের কাব্য হবে;
আলোর পাখির গান পুনরায় শ্রাব্য হবে,
থাকবে না মেঘ রাত্রি নামের অপর পিঠে;
লাগবে আগুন মীরজাফরের সকল গিঁটে।

আবর্তনের মধ্যেই কাল আকর্ষিত
ঋতুর স্বভাব প্রথম থেকেই আবর্তিত।

www.nagorikpathagar.org

আর এক সূর্যের গান

সমুদ্রের উদর থেকে লাফিয়ে ওঠা একটি গোলক অথবা
বৃক্ষের আড়াল থেকে দ্রুত ধাবমান
লৌকিক কোন আলোর গম্বুজও
চিনে নিলো একজন উজ্জ্বল শিশু।
উত্থিত তরঙ্গের শিয়রে
গলে গলে পড়তে লাগলো
যে কুসুমিত আকাঙ্ক্ষা
নদীও তাকে প্রেম প্রেম বলে ডেকে উঠলো
সমস্ত পৃথিবী তাঁকে বেঁচে থাকার
সর্বশেষ অবলম্বন বলে আহ্বান জানালো।

এবং মানুষ,
কেবল মানুষেরই কর্তৃত্ব থাকলো
জনপদে অরণ্যে ও অন্তরীক্ষে
এবং হৃদয়,
কেবল হৃদয়ের জন্যেই
অধিকার থাকলো কলকল্লোল,
পত্র-পল্লব ও অন্তহীনতায় ।

যেন আর এক সূর্যের গান
চাকভাঙ্গা মৌমাছির পালকের মত
সমস্ত অন্তরজ্বালা ও গ্রীষ্মকাল
ছুঁয়ে যেতে লাগলো।

www.nagorikpathagar.org

অথচ ফেরে না কেন মানুষ

ডানাওয়ালা পাখিও নীড়ে ফিরে যায়
ফিরে যায় ঘর-বাড়ি পার হয়ে
ফিরে যায় দালান-কোঠা পার হয়ে
ফিরে যায় বিদ্যুতের নির্মম উচ্চতা এবং
শ্মশানঘাটের অন্ধকার পার হয়ে

মনোরম নদীও সমুদ্রে ফিরে যায়
ফিরে যায় বাগেরহাটের দড়াটানা পার হয়ে
ফিরে যায় ঘষিখালীর বক্রতা পার হয়ে
ফিরে যায় শরণখোলার অসহযোগিতা এবং
পাথরঘাটার উদাসীনতা পার হয়ে

উজ্জ্বল সূর্যও গৌরবে ফিরে যায়
দ্বি-প্রহর পার হয়ে ফিরে যায়
সন্ধ্যার আড়াল পার হয়ে ফিরে যায়
ফিরে যায় রাত্রির ঘনঘোর এবং
যাবতীয় যবনিকা অথবা
নানাবিধ নিশ্ছিদ্রতার দেয়াল পার হয়ে

অথচ ফেরে না কেন মানুষ? অধিকাংশ মানুষ?
ফেরে না কেন পৌত্তলিকতা পার হয়ে
ফেরে না কেন অধঃপতন পার হয়ে
ফেরে না কেন 'ডলারের স্তূপ' এবং ক্রমাগত
'মানবিক নির্মাণ' ও নির্মমতা পার হয়ে

ডানাওয়ালা পাখিও ফিরে যায় নীড়ে
মনোরম নদীও ফিরে যায় সমুদ্রে
অথচ ফেরে না কেন মানুষ!

www.nagorikpathagar.org

ফলক কবিতা

১. নারী!
কখনো কখনো চৈত্রের দাবদাহ
কখনো কখনো আগুনে বানানো শাড়ি
নারী!
কখনো কখনো বসন্তকাল
অনন্ত কোন আনন্দ সঞ্চারী

২. পথ!
টানতে টানতে মাঝপথে এনে
দিয়ে যায় দাসখত
পথ!
যত দূরে যাই ঘুরে ফিরে দেখি
হাতে হাত বাঁধা সে আর ভবিষ্যৎ।

৩. অফিস!
বোবা হৃদয়ের আঁধারে আঁধারে
হেমলক শুধু ঢালে সে অহর্নিশ
অফিস!
কারো ভাগ্যের দরজা খোলে সে
তুলে দেয় পাতে আঙুর কিসমিস ।

৪. লেখক!
নিজেকে ফোলাতে ওস্তাদ বড়
বয়স বাড়িয়ে কৌশলে সেরা একক
লেখক!
অপরের জ্বালা বুকে তুলে নিয়ে
তাড়িয়ে বেড়ায় যা কিছু ঘৃণ্য বে-হক।

৫. নেতা!
শেয়ার ব্যবসা দাঁতের দো-পাটি
মানুষের হাড় চিবোনেই বড় চেতা
নেতা!
মানুষের দুখে চির দুখী জন
প্রেমের মহান ক্রেতা

www.nagorikpathagar.org

তাঁর পাণ্ডিত্যের অনবরত রহস্য

যখন প্রথমবারের মত আমি মহাসাগর দেখেছিলাম
তখন কিন্তু আমি ঠিক একটা মহাসমুদ্র দেখতে পাইনি;
বরং দৃষ্টি আমার আটকে গিয়েছিলো অন্য কোথাও-
প্রশ্নহীন অতলান্ত এক জিজ্ঞাসা তার নাম দেয়া যায়;
কিংবা কোনো পর্বতারোহী চতুর্দিগন্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করার
পর রুদ্ধবাক হতে লাগলো ....
বস্তুত অনেকের চোখ থাকে, দৃষ্টি থাকে না।

এবং তেঁতুলিয়ার সরহদ থেকে সাদা মেঘের মত
অথবা তারো চেয়ে প্রগাঢ় বরফের মতনই
আমি একদা হিমাদ্রি দেখেছিলাম
অথচ তখনো কিন্তু আমি হিমালয় দেখিনি;
কোনো হিমালয় দেখিনি বলে মনে পড়েছিলো
বরং আমার দৃষ্টির মধ্যে আরেক দৃষ্টি
বিশাল এক ঝাঁক শ্বেতপায়রার দিকে
নিপতিত হতে হতে কাঞ্চনজংঘা হয়ে গেলো
অথবা কোনো বৃহৎ বিহঙ্গদলের
আরো অনেক ওপরে উঠতে হবে বলে বিস্ময়ের
আদৌ কোন অবধি থাকলো না
বস্তুত অনেকের দৃষ্টি থাকে,
দৃষ্টির ভেতরে দৃষ্টি থাকে না!
তাছাড়া নিমজ্জমান কবিদের মত বাল্যকাল থেকেই
কেন যেন বৃহৎ কোনো দৃষ্টির একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো আমার
যেমন বৃহৎ দীঘি দেখতে-দেখতে
মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো উলুঘ খানজাহান আলীর
মহান তাৎপর্য

যেমন বৃহৎ বৃক্ষ দেখতে দেখতে আত্মস্থ করে ফেলেছি
বারুইপাড়ার বিশাল মেঘনিশবৃক্ষের মত বিরল মহীরুহ;
আখাইনগরের একটা গাবগাছ থেকে ঝড়ের আকাশের মত
অনেক গাবগাছ;
সুন্দরবনের গেও-গরান-গোলগাছের

www.nagorikpathagar.org

বিশাল অরণ্যের মত ক্রমাগত বিপুল বিস্তার-
তবুও তার আকাশের মত বিখ্যাতি কোন কোন
বৃহৎ হৃদয়ের নিকটে
চিরকাল উন্মুখর থেকে গেলো।

তারপর মহাসমুদ্র দেখার মত সেইসব দৃষ্টির ঈগল,
মহাপর্বত দেখার মত সেইসব দৃষ্টির ভেতরের দৃষ্টিরা
এবং মহীরুহ দেখার মত
সেইসব অভ্যাসের অহংকার
শেষাবধি সৈয়দ আলী আহসান স্যারের
অমোঘ বিস্ময় উদ্ধার করতে পারলো না!
উদ্ধার করতে পারলো না তাঁর পাণ্ডিত্যের অনবরত রহস্য!

www.nagorikpathagar.org

সানস্কিমোস্ট ও মুসলমানেরা

তুমি যতই তর্জনী উঁচু করে কথা বলো না কেন
বদর-ওহুদ এবং এক-একটি খন্দককে শেষাবধি
কি করে অস্বীকার করবে?

এবং দেখো, অস্বীকার করেনি বলে
সানস্কিমোস্টে মুসলমানরা এখন গান গাইছে
আর ৮০ জন বেসামরিক লোককে হত্যা করার পর
সার্বরা পালিয়ে গেছে ওমরস্কায়–
ওমরস্কার সেই গুহায় যেখানে একদা
অমানবিকতা, হত্যাকাণ্ড আর মৃত্যুই ছিলো
মুসলমান-ক্রোটদের জন্য
হিংস্র খ্রিস্টবাদের বিষমিশ্রিত বাজেট।

দেখো, কমসংখ্যক এক-একটি বদর শেষাবধি
বানিয়ালুকার কত গভীরে গিয়ে ফাটল ধরিয়ে দেয়
এবং তুমি যতই তর্জনী উঁচিয়ে কথা বলো না কেন
কোনো প্রতীচ্যই আর রদোভান কারাদজিক কিম্বা
রাটকো ম্লাদিচ, মিলান জোভেরো, জেরাভকো তোলিমির,
জর্জি ডুকিচ, গ্রুজা বরিক এবং তাদের দোসরদের
রক্ষা করতে পারবে না

কেননা বসনিয়া হার্জেগোভিনা অথবা এক
আলিয়া ইজেদবেগোভিচ এখন
এক-একটি অপ্রতিরোধ্য বিজয়ের নাম
আর অপ্রতিরোধ্য বিজয় মানেই সানস্কিমোস্ট
এবং ট্রানোভারই নিপীড়িত মুসলমানেরা

www.nagorikpathagar.org

মহাস্থানের গান

একদিকে ধানের ক্ষেতের শেষে করতোয়া
কেবলই মনে হয় প্রশান্ত স্রোতের টানে
এই বন্যায় তুলে আনে
ইতিহাস অথবা এক অতীতঃ স্পষ্ট, ধোয়া
যেন পুণ্ড্রগলিতে'র নাম ডেকে ওঠে কেউ
২১০০ শত বছর আগে
একান্ত অনুরাগে
ঠেলে ঠেলে অনূদিত স্মৃতির সে ঢেউ
আর একদিকে ইটভাংগা-শব্দের ওপারে
যাদুঘরের স্তব্ধ কোঠা একাকী কিছুটা আঁধার
নিয়ে, কথা কয়ে আকারে
তীক্ষ্ণ করে যায় শুধু প্রশ্ন আমার

প্রাচীন বটবৃক্ষের পাখায় যে হাওয়ার গান
যে হাওয়ার গান আসে সবুজের ভেতর থেকে
কালের চিহ্ন রেখে
সে গানের সুরে ওঠে ঐতিহ্য অম্লান
'মহামস্তানের' অস্ত্রের ঝংকার
খুলে যায় রহস্যের দুয়ার

www.nagorikpathagar.org

দেখো

রক্তচোখের অধিকারিণীকে দেখো
কথা বানাবার কত কৌশল তার
আদমের চিরশত্রুও হেরে যায়
ধার-সে ধারে না দু'চোখের পর্দার

কোন বিড়ালিনী হজ্জ করে এসে বলো
'ইঁদুর ছোঁবে না'-শপথ রেখেছে ঠিক
কয়লার কাছে স্বচ্ছতা চাওয়া ভুল
কেননা যে তার ময়লা তো মৌলিক।

www.nagorikpathagar.org

হপ্তানামা

[হযরত আলী রা.-এর কবিতা]

হপ্তা শুরু হলো যে দিন
সেই শনিবার বেহতেরীন;
শিকার করলে করো এ-দিন
সফল হবে সন্দ'হীন।।

গড়ার কার্য শুরুর জন্য
সবচে' ভালো রোববারই;
আকাশ প্রথম সৃষ্টি করা
এ-দিন থেকেই হয় জারি।।

সফর করো সোমবারে হে,
পূর্ণ হবে মনষ্কাম;
আকাশ-কুসুম ফুটবে এ-দিন,
মিলবে হাজার-লাখ এনাম।।

অস্ত্রোপচার করলে করো
হিসেব মতো মঙ্গলে;
এ-দিন রক্ত ঝরাই ভালো
বিশেষজ্ঞগণ বলে।।

রোগের তাড়ায় ওষুধ খেতে
চাইলে তা খাও বুধবারে;
এ দিন বড় ভালোই বাজে
হপ্ত নামের দুই তারে।।

বৃহস্পতিবারের দোয়া
সবচে' বেশি হয় কবুল;
সকল হাতের জন্য এ-দিন
নহর রহমময় অকূল।।

www.nagorikpathagar.org

দিন হিসেবে শুক্রবার হে,
বিয়ের তরে অনন্য ;
এবং নারীর সঙ্গ-সুখে
এ-দিন পুরুষ যে ধন্য।।

এ-সব কথা জানতো না কেউ
জানতো কেবল নবীরাই :
আর জেনেছে বন্ধু তাদের-
সত্যিকারের সংগীরাই।।

www.nagorikpathagar.org

বিলের দিকে

ভোর পাঁচটার দিকে তুমি
শেখ বেলাল ভাইদের গাঁয়ের বাড়ি
পৌঁছে যেতে পারো
অর্থাৎ রায়ের মহল, খুলনায় পৌঁছানোর পর
ছোটখাটো একটা ব্যাগ এবং সামান্য কিছু
বইপত্র কোনো খোলামেলা বারান্দায়
রেখে কাউকে কিছু
না- বলে সোজা বিলের দিকে চলে যেতে পারো।

এবং তখনো কেউ আজান দিলো না
তখনো রাস্তায় কোনো মানুষ নেই
এবং তখনো জেলেপাড়ায় কোনো
কোলাহল নেই
কেবল দুই চোখে দুই কিশোর কাঁদে
কেবল দুই হাতে দুই নির্জন গান
কেবল দুই পায়ে দুই পথের ধারা।

২.
তারপর শিশিরের অজস্র চাদরের ভেতর থেকে
জেগে ওঠে স্বপ্নের গাছ এবং মৌমাছির মত
অগণিত স্বর্ণের ঘের।

ঘেরের ধারে ঘর
ঘরের ধারে ঘের
এবং পানির মধ্যে মাছের কল্লোল ছাড়া
আর কিছুই নেই
তোমার ছোটবেলার মত এত বাবলা বৃক্ষ
তুমি কোথাও পাবে না

www.nagorikpathagar.org

তোমার কিশোরকালের
মত এতো পুকুরও তুমি কোথাও পাবে না
এবং তোমার প্রগাঢ় পল্লবের মত এমন
যৌবনও তুমি কোথাও পাবে না।

হঠাৎ তোমার কবিতার জন্য ডেকে উঠলো
অসংখ্য পাখি এবং তুমি কেন পাখি হলে না
বলে কেঁদে উঠলো শরাহত হরিণীর মত অফুরন্ত মর্মর
বস্তুত রা'র ম'লের
শেখ বেলাল ভাইদের বাড়ি থেকে দক্ষিণের
বিলের দিকে ভোর পৌনে ছ'টায়
এই রকম খোলা থাকে মহাকাব্যের প্রথম পৃষ্ঠা।

এমন সময় দুই-একজন ছবির মত মানুষ
মাছের পাত্র-পাত্রী নিয়ে চলে যায় 'কয়া'র পারে
কাঁচা রাস্তার ধারের কাচের স্তরের
ওপর একশ ভাগ সমান হয়ে
শুয়ে থাকে স্তব্ধ পানিরা
দু-একটি নতুন পথ আস্তে আস্তে হেঁটে যায়
অনুদঘাটিত রহস্যের ভেতর দিয়ে কোন এক বৈঠাঘাটায়
তাছাড়া ভোররাতের অনেক আগেই
সমস্ত নক্ষত্র যেন শরতের খানাখন্দকে নেমে এসে ছায়াপথের মত
উড়িয়ে দিয়েছে কোন খচিত আকাশ।

৩.
এবং অনেকক্ষণ লেখাপড়া করার পর
এইবার তুমি ঘাসের উদ্দীপনার মধ্যে
পা ডুবিয়ে শিশিরভেজা পানির প্রশস্ততায় ওজু করে নিতে পারো।

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত পশ্চাৎগামীরা

কেন যেন কোন মহৎ কিছুই এখন আর
ক্লাইভের দোসররা সইতে পারছে না
ঘষেটি বেগম মেনে নিতে পারছে না কোন পরম উদ্যোগ

স্বাধীনতা বিরোধীরা নাকি এ-রকমই হয়
যা-কিছু মঙ্গলজনক
তারা তার প্রতিপক্ষ হবেই
যা-কিছু ন্যায়সঙ্গত
তারা তার বিপ্রতীপ হবেই

ঘাতক দালালরা নাকি এ-রকমই হয়–
অর্জিত মৃত্তিকা তুলে দেয় উত্তর-বর্গীর কালো হাতে
প্রবাহিত নদী নিবেদন করে অসভ্য নেকড়েদের করকমলে
বাণিজ্যের বাতাস বিক্রি করে দেয় জগৎশেঠদের সন্নিকটে
এবং সর্বোদিত হেরার আলোর বিনিময়ে কিনে ফেরে
পৌত্তলিকতার গলিত বর্জ্য।

কেন যেন কোন চিরসত্যই এখন আর
মিথ্যাবাদী রাখালরা সহ্য করতে পারছে না
দুর্বৃত্ত দুঃশাসন মেনে নিতে পারছে না সঙ্গত কোন পরমত
ধর্ম ব্যবসায়ীরা নাকি এ-রকমই হয়–
ঘোলাপানির সুবিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে একেক সময় বকের মত
সাধনা করে তসবি, নেকাব ও অন্যান্য পুণ্যফল

ইপ্সিত সিংহের জামাকাপড় এবং মসৃণ পৃষ্ঠদেশ লাভ করার পর
নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি কিংবা উৎকর্ষের প্রথম উচ্চারণের
মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় শাখের করাত
অর্থাৎ পবিত্র নামের কাগজ-পত্রে ধরিয়ে দেয় মঙ্গল প্রদীপের আগুন
তাছাড়া অতিবাহিত বছরের পর নৈতিক শিক্ষা : শুদ্ধতম সংস্কৃতির
ভিত্তি অলিন্দ এবং স্থপতির কারুকাজের দিকে
পরিচালিত করে আবরাহার হাতি।

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত পশ্চাৎগামীরা নাকি এ-রকমই হয়
যেমন বালাম বাউরার খুব সহজেই
শেষাবধি ভুলে যেতে হয়
একজন কালিমুল্লাহর প্রেম
ইউশা বিন নুনের শ্রদ্ধাবোধ
এবং প্রদত্ত বিশ্বাসের যাবতীয় উপঢৌকন
যেমন বেলকার রাজার ঘেরাটোপই তাকে
বানিয়ে ফেলে অর্ধকুকুর
যেমন হাজার বছর পর তারই
বশংবদ মেনে আসে চন্দন তিলকের মত কপালের মন্দির

www.nagorikpathagar.org

ঘর পুড়ে যাচ্ছে ঘর

ঘরের মধ্যে কী-সুন্দর, ঘর পুড়ে যাচ্ছে, ঘর
মনের মধ্যে কী-সুন্দর, তুষের আগুন
ঠিক যেমন দেশের মধ্যে দেশ
প্রতিদিন বিদগ্ধ হলো

মূলত এখন আর চোখের মধ্যে চোখ নেই
বুকের মধ্যে বুক
মননের মধ্যে মনন এবং
মানুষের মধ্যে মানুষ থাকলো না

মেঘনার মধ্যে এখন কি আর মেঘনা আছে?
পদ্মার মধ্যে পদ্মা?
ঠিক যেমন যমুনা সেতুর মধ্যে
যমুনা থাকার কথা ছিলো!

স্বাধীনতার মধ্যে কী-সুন্দর স্বাধীনতা মরে যাচ্ছে, স্বাধীনতা!
স্বাধীকারের মধ্যে কী-সুন্দর ভারতের শুভংকর
ঠিক যেমন জাতিসংঘের মধ্যে ক্রমাগত
বিধ্বংস হলো জাতিসংঘ

মূলত এখন আর পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবী নেই
নিসর্গের মধ্যে নিসর্গ
লোকালয়ের মধ্যে লোকালয়
এবং জীবনের মধ্যে জীবন থাকলো না

বিবেকের মধ্যে এখন কি আর বিবেক আছে?
হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়
ঠিক যেমন ষড়ঋতুর মধ্যে
ষড়ঋতু থাকার কথা ছিলো!

বিশ্বাসের মধ্যে কী-সুন্দর বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে, বিশ্বাস।
সততার মধ্যে কী-সুন্দর সাদা সাদা বক

www.nagorikpathagar.org

ঠিক যেমন ইনসাফের মধ্যে অনবরত
ডুবতে লাগলো আস্থা ও আশ্বাসের চৌদ্দপুরুষ।
মূলত এখন আর সংবিধানের মধ্যে সংবিধান নেই
সংসদের মধ্যে সংসদ
আইনের মধ্যে আইন এবং
নিরাপত্তার মধ্যে নিরাপত্তা থাকলো না।

সরকারের মধ্যে এখন কি আর সরকার আছে?
বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধী দল!
ঠিক যেমন গণতন্ত্রের মধ্যে
গণতন্ত্র থাকার কথা ছিল

উন্নয়নের মধ্যে কী-সুন্দর উন্নয়ন জ্বলে যাচ্ছে, উন্নয়ন!
গড়ে তোলার মধ্যে কী সুন্দর ভাঙনের শব্দাবলী
ঠিক যেমন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন
অনবরত ধর্ষিতা হলো।

ঘরের মধ্যে কী-সুন্দর ঘর পুড়ে যাচ্ছে, ঘর!
মনের মধ্যে কী-সুন্দর তুষের আগুন!

www.nagorikpathagar.org

তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

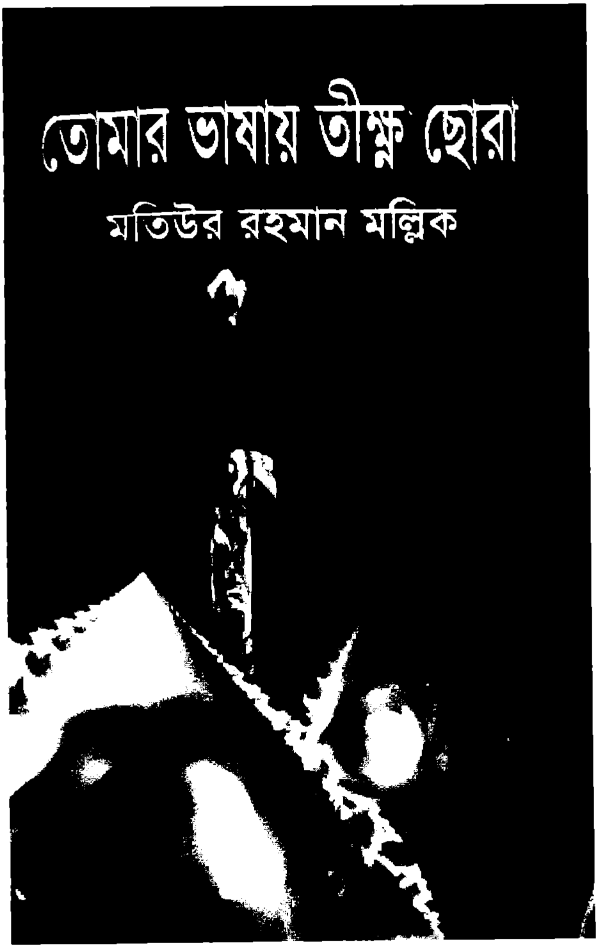

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

মতিউর রহমান মল্লিক এর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ: 'তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা'। এটি ২০05 সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশ করেন বাংলা সাহিত্য পরিষদ-এর পক্ষে সুসাহিত্যিক জনাব আবদুল মান্নান তালিব। কবি এ প্রতিষ্ঠানেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। বইটির প্রচ্ছদ আঁকেন তরুণ কবি আফসার নিজাম। মূল্য রাখা হয় পঞ্চাশ টাকা। বইটি কবি উৎসর্গ করেন চার তরুণ কবিকে। উৎসর্গ না বলে তিনি একে উল্লেখ করেন 'উপঢৌকন' বলে। এ চার তরুণ কবি হচ্ছেন: কবি জাকির আবু জাফর, কবি ওমর বিশ্বাস, কবি আফসার নিজাম ও কবি রেদওয়ানুল হক। বইটিতে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ২৪টি কবিতা স্থান পেয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

কবি ও কবিতা/ ১২২
বৃক্ষের নামতা/ ১২৩
বৃষ্টি শুরু হলে/ ১২৪
পরিকল্পনা/ ১২৫
প্রশ্ন বিষয়ক উপসংহার/ ১২৬
জিজ্ঞাসা/ ১২৭
শব্দের সওদাগর/ ১২৮
মানুষ কি কেবলই/ ১২৯
একজন ফুটবলের কথা/ ১৩০
বৈঠক/ ১৩১
অন্য বৈশাখ/ ১৩২
টুকরো কবিতা/ ১৩৩
কফি কবিতার খসড়া/ ১৩৪
প্রেস রিলিজ/ ১৩৫
প্রেরণা/ ১৩৬
তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা/ ১৩৭
চূড়ান্ত রিপোর্ট/ ১৩৮
মৃত্তিকার প্রতি বিদ্রুপ ও জ্ঞানের প্রশংসায়/ ১৩৯
তবুও আকাশে চাঁদ/ ১৪০
অশেষ ফিলিস্তিনীরা/ ১৪৩
শতাব্দীর গান/ ১৪৫
কষ্ট ৯৭/ ১৪৭
তোমাকে পাওয়ার আনন্দে/ ১৫১
শুধু যাবো আর আসবো/ ১৫৩

www.nagorikpathagar.org

কবি ও কবিতা

কবিতার শব্দ কি সব
অঙ্গ কি তার অমোঘ বিষয়
কবিতার সংজ্ঞা কেবল সন্নিহিত
শরীরের শিল্পকলাই?

কবিতার দেহের জন্য
কবি কি দীপ্র মেধার
এতোকাল বোদলেয়ারী?
কবিতার সবকিছু কি বাইরে থাকে?

কবি কি অলংকারের স্বর্ণঈগল
উপমার জালের ভেতর পালক ঝরায়
এবং সে তার ইচ্ছে মতো দেয় না উড়াল দিগন্তরে

কবি কি ডুব দেবে না
ভাবের স্বচ্ছ সম্ভাবনায়
শিকড়পন্থী মহান মানুষ
তৃপ্ত রবেই ডালপালাতেই?

নারী কি শুধুই নারী কবির নিকট
নদী কি শুধুই নদী
কবিতার স্বভাব কি তার অঙ্গে বিভোর
নাকি এক হৃদয় আছে
কবিতার গহীন ভেতর।

www.nagorikpathagar.org

বৃক্ষের নামতা

তুমি কেবলই 'না' 'না' করো
অথচ বিষয়ের প্রতিটি প্রান্তেই কী
'না' 'না'-র মতো পতাকা উড়ছে?

তোমাকে আমি বহুবার বলেছি
একটি মরুভূমি দেখলেই
বলে ফেলো না যে-
এখানে আদিগন্ত শূন্যতা

মরুভূমির নিচের পরিপূর্ণতার কথা নাইবা বললাম
আসলে তুমি যেখানে শূন্যতাকে
দেখে নিয়েছো বলে শেষাবধি মুখ ফিরাতে পারলে
ঠিক সেখানে গতকালও উদিত হয়েছিলো
নরম নক্ষত্রের অফুরন্ত নীল আকাশ

তুমি কেবলি 'না' 'না' করো
অথচ তোমার ব্যক্তিগত 'না' 'না'-র দিকে
ফিরে তাকাও না একবারও

একটা বৃক্ষের সমস্ত শরীর জুড়েই হাঁ-হাঁ
মূলত এখন তোমার বারবারই
বৃক্ষের নামতা পড়া দরকার।

www.nagorikpathagar.org

বৃষ্টি শুরু হলে

পাঁচটা বাচ্চা ছেলের লুটোপুটির মতো
কি সব দুষ্টুমিগুলো
জানালা দিয়ে হেঁটে হেঁটে
আমার পিঠের উপর হেসে উঠলো।

এ সময় মনের মধ্যে পশলা পশলা শব্দ
এখন কি সৈকতে শুভ্র ভোর?
অথবা আমার মাথার উপর
দল বেঁধে উড়ে গেলো ঝাউ বন ঝাউ বন
আহা কী মৃন্ময় কণ্ঠস্বর!

বৃষ্টি শুরু হলে
সমস্ত তালা খোলার শব্দগুলো কী চমৎকার।

www.nagorikpathagar.org

পরিকল্পনা

অন্য এক মহাদেশের পরিকল্পনা নিয়ে
বসে আছি অন্য এক কান্না
অন্য এক রাত্রি জাগরণের ভূগোল
বসে আছি ইতিহাসের নদী-নালা ধরে
অন্য এক রোদনের বিহঙ্গ-
অযোগ্যতার জর্জরিত বটগাছ।

কুহু নেই	কেকা নেই
পাত নেই	ফুল নেই
শাখা নেই	বাকল নেই
কাণ্ড নেই	শিকড় নেই
মাটি নেই	রস নেই

এবং একরকম নিজের মতো করে নিজেই
হারিয়ে গেছে আমার যাবতীয় পাঁচশালার
তুখোড় পরি
ও তুমুল কল্পনারা।

তবুও বিদ্যুতের হাসিরা থাকলো
থাকলো আকাশের ওপরে আরো
অ নে ক অ নে ক আকাশ।

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন বিষয়ক উপসংহার

যেসব মানুষের মধ্যে মেয়েদের ফেলে দেয়া
চুলের মতো প্রশ্নের জট থেকে যায়
সেসব মানুষ এক সময় গাছকাটা দা'য়ের মতো
ভয়াবহ হয়ে যেতে পারে।

হৃদয়বান মানুষের জন্য প্রশ্নের অভ্যাস জ্ঞান আহ্বানের মতো
কুড়িয়ে পাওয়া উপল খণ্ড কিংবা ঝিনুকবদ্ধ
সমুদ্র সম্পদ-
কিন্তু যেসব মানুষ গিবত এবং প্রণোদিত সমালোচনাকে
আনারসের সাথে দুধ উত্থাপনের মতো
সাতঘোটা করে ফেলে
তারা ঠিক বালসুলভের সমকক্ষ অগ্নিকাণ্ড ছাড়া
বেশি কিছু নয়।

সামর্থ্য এবং বিবেচনাবান মানুষেরা যেমন
গাছকাটা হস্তক্ষেপকে
শীতের তারল্যকে আবিষ্কারের অবলম্বিত
মধ্যবিত্ত বানাতে পারে
যাবতীয় প্রশ্নমালাকে ঠিক তেমনি
হৃদয়বান মানুষেরাই বানিয়ে ফেলতে পারে
জিলিপির টসটসে বক্র আঙুল।

এইসব কারণে বিবিধ প্রশ্নচিহ্নকে কখনো কখনো
সাপের ফণার মতো বাঁকা মনে হয়
কখনো মনে হয়, উদ্বুদ্ধ ফণা আর উজ্জ্বলন্ত
প্রশ্নের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই
অথচ সেতারের ঊর্ধদেশও মূলত ফণার মতো।

www.nagorikpathagar.org

জিজ্ঞাসা

হঠাৎ গর্ত থেকে উঠে এলো
কালো সাপ কালো ভুজঙ্গ
এবং কালো লোভের জিহ্বা ছাড়া
তার কোনো শরীর নেই
কার্যত গোটা দেহটাই তার
লোভের জিহবার লকলকে চাবুক

হঠাৎ প্রতিভার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে সে
আড়াল করে ফেলেছে তার যাবতীয় ছোবলের নৈপুণ্য
এবং হাসতে হাসতে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে
তারা শৃগালের মতো ধূর্ততার দৌড়-ঝাঁপ

হঠাৎ সবাইকে মেধাহীন ভেবেছে সে
এবং যাবতীয় ক্ষমতার
এক বিঘতেরও কম দূর থেকে
সবগুলো দরজার ওপর কড়া নজর রাখতে চাইছে

অথচ আজকাল মানুষের কী হলো যে,
নিকটতম নর্দমাকেই
শেষপর্যন্ত সমুদ্র উপাধি দিয়ে
বিচক্ষণতার ঢেকুর তুলতে লেগে গেছে

হায়রে আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ
তোমার প্রত্যেকটি আস্তানার ভেতর
দেখি ধাড়ি ইঁদুরের আনাগোনা

প্রকৃত শস্যভাণ্ডারের তাহলে কী হবে এখন?

www.nagorikpathagar.org

শব্দের সওদাগর

বাণিজ্যিক এলাকার মধ্যেও
ঢুকে গেছে শব্দের সওদাগরেরা
ঢুকে গেছে নদীদের উপমাগুলো
কিংবা পত্‌পত্‌ করে উড়ে চলা
ভাবনার চুল।

বাণিজ্যিক এলাকার মধ্যেও সুর সাধে
সমষ্টিগত অক্ষরের গান।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ কি কেবলই

মানুষ কি কেবলই তিনটি মুদ্রিত হরিণ
অথবা একটি স্বাক্ষরিত শাপলার
পেছনেই ছুটে বেড়াবে

উপর্যুপরি দুই হাতের তালুতে প্রাণপঙ্কগুলো
ডলে ডলে ধুরন্ধর চিলের মতো
শিকার করে বেড়াবে
মৃত্যুমুখে পতিত ধেড়ে ইঁদুর, স্বার্থের ইঁদুর

সত্যায়িত আবক্ষচিত্র আবর্তিত করতে করতে
হ্রস্ব হতে থাকবে তার ছায়া
এবং একটি একটি প্রশংসিত সনদের জন্যই
যাবতীয় ঠিকানা গোপন রাখতে রাখতে
ছিঁড়ে ফেলবে সে সময়ের শুকতলাও

মানুষ কি কেবলই কয়েকটি পৌর স্বীকারের
বেলুন ধরতেই ঘুরতে থাকবে অনবরত
অবিরাম দৌড়াতে থাকবে
লাঙুল উত্তোলিত পশুর মতো

ক্ষমতার ঘুড়ি ওড়ানো সুতোয় কেবলই কি ধূর্ত
আঠা এবং পরশ্রীকাতরতার কাঁচ-ই
শাণিত করতে করতে চলে যাবে সে
ক্রৌর্যের ছাতে
তারপর কাটতে থাকবে মহল্লার অন্যসব
অভিনন্দিত ঘুড্ডি আর আন্তর্জাতিক আকাশ থেকে
তাড়িয়ে দেবে বলাকার পাখা ঝাপটানির
সর্বশেষ শব্দ সংবাদ।

www.nagorikpathagar.org

একজন ফুটবলের কথা

সময়ের লাথি খেতে খেতে
সে এক নিষ্পেষিত ফুটবল
ঢুকে গেলো সকালের অফিসে
নির্দিষ্ট ভেতরে
তারপর নির্বাচিত খেলোয়াড়েরা
নির্ঘাত খেলে গেলো সর্বাস্ত অবধি
প্রত্যেকের পাও ঘুরে ঘুরে
সেই যে ফুটবল নিয়মিত প্রেসে যায়
কোথায় প্রুফ
পরকীয়া শব্দ নিয়ে জপছে এক
রুদ্ধদ্বার সাধক।

পথে নামতেই খেলে তাকে অনিয়ম
খেলে তাকে ক্ষুধার্ত রেলপথ পাথরের সুঁই
নিষ্পিষ্ট স্মৃতি অনিশ্চিত যাত্রা
খেলে তাকে দুপুরের অতন্দ্র অন্ধকার
আর কূটগূঢ় বৈঠকের লাথি
তারে ফেলে দেয় গিফারির মাঠে
তারপর খেলে তাকে শৃগালের লেজ
গোখরার ফণা।

সে এক জর্জরিত ফুটবল
বাজারের লাথি খেয়ে খেয়ে
থলে ভরে দুঃখ নিয়ে ফিরে যায় 'ভাড়ায়'
ফিরে যায় চুক্তিবদ্ধ চতুর্থ তলায়
তারপর খেলে তাকে
চারকোটি অভিযোগ
খেলে তাকে দুর্বিনীত মাসের খরচ
খেলে তাকে দীর্ঘ রাত্রির
একা জেগে থাকা।

এই যে নিগৃহীত ফুটবল
সেও একদা মানুষ ছিলো
কিম্বা অপরাজিত মানুষের অনুপ্রেরণার মতন।

www.nagorikpathagar.org

বৈঠক

দীর্ঘ কিম্বা
স্বল্পদৈর্ঘ্যের সমস্ত শিকড়
গুটিয়ে এসে বসে গেছে
সবুজাভ বৃক্ষরাজি

তারপর
পরিকল্পনার ওপর কথা বলার সময়
নড়ে ওঠে পাতা ও পাখিদের ঘরবাড়ি
নড়ে ওঠে ডালপালা
ঠিক যেনো বসন্তের আগে
দখিন হাওয়া বারবার বয়ে গেছে
লোকালয় এবং ফসলের মাঠের ওপর

অথবা
সবুজ বিপ্লবের বহু আগেই
রোপিত হয়েছিলো সব
বাছাইকৃত বৃক্ষের বংশ
এবং
এভাবেই নদীর পরে নদী
এবং তারপর সমুদ্রের মতোন
বৃক্ষের পর বৃক্ষের
অগণিত বৈঠকাদির ভেতর দিয়ে
নেমে আসে
ঝাঁকের অধিক ঝাঁক-ঝাঁক
বিপ্লবের কবুতর

সমুদ্রের তরঙ্গের মতো
বৈঠকের উপমার মধ্যে
লুকিয়ে আছে
বিপ্লবের অন্তসার।

www.nagorikpathagar.org

অন্য বৈশাখ

আমারই এখন একটি প্রচণ্ড বৈশাখের
বড় বেশি প্রয়োজন...

ভেতরে পুরনো বাড়ি-ঘর ধ্বংস হোক
অন্তসারশূন্য বৃক্ষরাজির মৌল শরীর
ছিটানো পানির মতো
অকস্মাৎ বিস্ফারিত হয়ে যাক
উড়ির চরের সুগভীর ভাটায়-
ভাটার বালুকা বেলায়

কতদিন দেখি না যেনো হলুদ পাতার নিশ্চিহ্নতা
কতদিন শুনি না যেনো বিজনের ওঙ্কার
কতদিন পাই না যেনো মৃত্যুর পূর্বাহ্নের
বজ্রধ্বনি অথবা
সংবিত্তির বেয়াড়া শব্দের আস্ফালন

আমারই এখন একটি প্রলয়ঙ্কর বৈশাখের
খুব বেশি প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

টুকরো কবিতা

এক.
বন্যা আমার সব নিয়েছে কেড়ে
ধান নিয়েছে
পাট নিয়েছে
হাতের নড়ি, মাথার মাথাল
বাড়ি বাথান ঝেড়ে
হঠাৎ দেখি তুমিও নেই
কোথায় গেছে ভেসে?

দুই.
একটি চাঁদ উঁকি দিয়েই ডুবে গেলো
একটি জানালা খুলতে না খুলতেই
বন্ধ হয়ে গেলো
একজন কবি ডুকরে কেঁদে উঠে বলতে লাগল
অন্ধকার আমার বিশ্বস্ত বন্ধু
বিরহ আমার বেহেস্তের বধুয়া।

তিন.
কে আমাকে স্বপ্ন দিলে
কে দিলে গো কান্না
হীরা মানিক পান্না
কে গো তুমি মুখ ফিরালে
কে ফিরালে আঁখি
মিছেই ডাকাডাকি।

www.nagorikpathagar.org

কফি কবিতার খসড়া

কখনো কখনো–
কফির ভেতর থেকে ঘ্রাণ
গড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের ভেতর
দুলে ওঠে মগজের কোষে কোষে
তারপর ক'একজন তরুণ কবি
ছয়-সাত পেয়ালার ভেতর
লাফিয়ে পড়তে পড়তে
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ হয়ে যায় ।

এবং কফি হাউজের আশেপাশে কফিধোঁয়া
হয়ে ওঠে নগর জীবন-
যার যান্ত্রিক ছোবল থেকে
বেঁচে যায় কিছু কবিতা
বেঁচে যায় কিছু ছন্দ
বেঁচে যায় কিছু তাল এবং তবলার ধোঁয়া।

তাছাড়া আলো-আঁধারি পর্দারা দুলে ওঠার
পরপরই হৃদয়ের গলা ধরাধরি করে
বের হয়ে আসে কফিঘরের
অলৌকিক মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মধুর পরিণাম।

www.nagorikpathagar.org

প্রেস রিলিজ

এক অনঘ বিহঙ্গ
নিজের ভেতর থেকে নিজেই জেগে উঠলো
যেনো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা গেলো না বলে
জলাশয় কাঁপিয়ে তুললো
জীবনাবাদী কোনো রঙিন মৎস্য
যেনো কোনো উদ্যোমী উদ্ভিদ কিশলয়
ছড়িয়ে দিতে লাগলো বসন্তের বাতাসে-

আর বৃক্ষের দিকে
তাকাতে তাকাতে সূর্যও উঠে এলো
ওপরে রৌদ্রও গেয়ে উঠলো জলদের গান
আকাশে এফোড় ওফোড় অনবরত পাখিও উড়ে গেলো
নীলিমার ঠোঁট থেকে ঝরে পড়তে লাগলো
অধিকতর নীলিমা এবং
নিজের ভেতর থেকে নিজেই জেগে উঠতে উঠতে
পৃথিবীর সমান সমান বয়স পেয়ে গেলো
অনিদ্র এক হৃদয়

এক অদৃশ্য মল্লার
নিজের ভেতর থেকে নিজেই জেগে উঠলো
যেনো নদী তার পরিচিত তরঙ্গে লাফিয়ে পড়ে
ঝাঁক ঝাঁক গাঙচিলের সমবেত উড়ালের মতো
সমুদ্র হয়ে গেলো এবং সমুদ্র হয়ে গেলো।

www.nagorikpathagar.org

প্রেরণা

তখন এখানেই একটি আকাশ
সমস্ত দিগন্ত নিয়ে নেমে এলো।
তার মানে তার তলদেশে
সাত সমুদ্র, সব রকমের পর্বতমালা
এবং যাবতীয় সবুজাভ পৃথিবী
অনবরত কর্মতৎপর থেকে গেলো।

বস্তুত এখানেই
উড়ে এলো প্রজাপতিরা,
উড়ে এলো কলকণ্ঠ পাখিরা,
উড়ে এলো অবিশ্রান্ত মেঘেরা
এবং জেগে উঠলো একটা
অধিকতর উজ্জ্বল প্রভাত।

অর্থাৎ এখানেই সকল মেধা ও মনন
উপর্যুপরি খুঁজে পেল আত্মপ্রতিষ্ঠার
প্রথম সোপান।

www.nagorikpathagar.org

তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা

সমস্ত মুখ কালনাগিনী
চোখের ভেতর বিড়াল হাঁটে
চশমা কেবল বাড়ায় বাঁকা চাতুর্যকে
এবং তোমার কপাল ভালো
পর্দাবিহীন সিদ্ধ করা ডিম যেখানে দীপ্র সাদা
অথচ ঠিক সমান ভাগে ভাগ করেনি
তোমার সিঁথি চুলের ভূ-ভাগ
যেমন তোমার খণ্ডিত সব রাজার নীতি।

তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা আগ্নেয়াস্ত্র সর্বদা যে
খিস্তি- খেউড় তোমার স্বভাব
জন্মগত রক্তে গরল
স্বামীও তোমার ঘর ছাড়া লোক
জিহ্‌বা তো নয় শাঁখের করাত
কয়লা ধুলে ময়লা বাড়ে
তোমার ঠোঁটের মধ্যে নাচে
বস্তিবাসীর ঝগড়াটে বউ।

www.nagorikpathagar.org

চূড়ান্ত রিপোর্ট

একসাথে অনেক এবং অনেক ওমর
জন্মেছিলো বলেই গোটা পৃথিবী মুহূর্তের মধ্যে
লুফে নিয়েছিলো ফারুকের মতো
আপসহীন বর্ণমালা

তার মানে অনেক অনেক খালিদ নিয়েই
একজন খালিদের পৃথিবী জোড়া বিস্ময়
এবং শেষ অবধি অনেক এবং অনেক
সালাহউদ্দিন থাকেন বলেই
পবিত্র জেরুসালেম মুক্ত লাইন হয়ে যায়
এবং গাজী সালাহউদ্দিন আইউবী হয়ে যায়
লড়াইয়ের ইতিহাসের সবচেয়ে জীবন্তগ্রন্থ।

দেখো সিরাজউদ্দৌল্লা একা না হয়ে গেলে
পৃথিবীর চেয়েও বড় একটা বাংলাদেশ
আমরা পেয়ে যেতাম-

অন্যদিকে অনেকগুলো মীরজাফর ছিলো বলেই
আমাদের আর মীরজাফরের অভাব হয় না।

www.nagorikpathagar.org

মৃত্তিকার প্রতি বিদ্রুপ এবং জ্ঞানের প্রশংসায়
[আলী (রা)-এর কবিতা]

আব্বা আদম মা হাওয়া তাই
শেকল-সুরত এক সবারই
বংশীয় বীজ মা বয় বলেই
মূল পরিচয় রয় পিতারই।

বংশ-কুলের তুল্য যেমন
পানি এবং মৃত্তিকা হায়!
তায় শরাফত থাকলে তা এক
পৃক্ত মোদের কুলজিনামায়।

সম্মাননার পাত্র কেবল
জ্ঞানের ধারক-বাহকগণই...
কারণ তাঁরাই পথের পথিক
তাঁদের পথেই ধায় সুজনই

জ্ঞানীর শত্রু মূর্খরা সব
সন্দেহ নেই নেই তাতো ঠিক
লোকের মধ্যে সেই দামি লোক
যে- লোক সেবায় অগ্রপথিক।

জ্ঞান আহরণ করেই কেবল
না করে তার বদলা বরণ
জ্ঞানীই অমর আর সবই লাশ
অজ্ঞরা হয় অসংখ্য জন।

www.nagorikpathagar.org

তবুও আকাশে চাঁদ

যদিও এখানে জাহেলিয়াতের আঁধার নেমেছে ঘোর
যদিও এখানে পিশাচের উল্লাস
যদিও এখানে পুরনো শকুন আবার মেলেছে পাখা
শংকার মেঘ ছড়ালো দিগন্তরে
জীবনের রঙ প্রতিদিন যায় ক্ষয়ে

অথবা চোখের তারায় অন্য ছবি-
ছবির ভেতরে দশ কোটি কংকাল
অথবা বুকের ভেতরে দুখের নদী-
নদীর ভেতরে নতুন গণকবর

তবুও আকাশে স্বপ্নের মতো চাঁদ
হঠাৎ কখন ভূরুর আড়ালে বাঁকা

সাত বছরের কিশোরী কন্যা
যেখানে যৌন-হায়না খুবলে খায়
যেখানে বৃদ্ধা সম্ভ্রম ধরে
জীবনের বাকি দিন-
পারলো না পার হতে
এবং পৃথিবী দেখলো দু'চোখে আহত শিল্পকলা
এবং পৃথিবী দেখলো দু'চোখে বধূর সর্বনাশ
এবং যেখানে পাষাণ দেয়ালে রক্তরা ছোপ-ছোপ
যখন-তখন মৃত্যুরা দেয় হানা
বিচারের দাবি পড়ে থাকে মুখ গুঁজে
আকাশে ওড়ে না পাখি
আকাশে ওড়ে না মেঘ
থমকে দাঁড়ায় বাতাসের স্রোতধারা
পলক ফেলে না তারা
বৃক্ষরা হতবাক
শোক-বই খোলে নিসর্গ নিপীড়িত
নীরবে ঋতুরা কাঁদে

www.nagorikpathagar.org

কাঁদে পতঙ্গ
কাঁদে মৃত্তিকা

ঘাসের নয়নে জল
প্রাণীরাও বিস্মিত-
এখন মানুষ জন্তুর চেয়ে
জানোয়ার সবচেয়ে

তবুও আকাশে চাঁদ
আড়ালে হঠাৎ কখন
স্বপ্নের মতো চাঁদ

ক্ষমতার পরে মূর্তির কালো ছায়া
ক্ষমতার পরে তেত্রিশ কোটি
মিথ্যার কালো হাত
ক্ষমতার পরে মীরজাফরের নীল নকশার কপি
ক্ষমতার পরে ঘষেটি বেগম দাঁত বের করে হাসে
তখন দুখের কলিজা বেয়ে
নদীতে থাকে না নদী
বাজারে থাকে না বাজার
মগজে থাকে না মগজ
পাহাড়ে থাকে না পাহাড়
মাটিতে থাকে না মাটি
খনিতে থাকে না খনি
পণ্যে থাকে না পণ্য
এক অরক্ষিত স্বাধীনতা নিয়ে
স্বদেশ থাকে না দেশে

তবুও আকাশে চাঁদ
হঠাৎ কখন ভূরুর আড়ালে
তলোয়ার-আঁকা-চাঁদ
ভেলিকা ও আবরুণকায় হাঁটে স্বাধীনতা বিরোধীরা
পদুয়েভা থেকে কাঁদতে কাঁদতে মানবতা চলে যায়
কসোভোয় নামে সার্বিয় বর্বর

www.nagorikpathagar.org

দাঁতাল শুয়োর
কাশ্মীরে নড়েচড়ে
দাঁতাল শুয়োর ঝিলাম নদীতে নামে
শিরী নগরের অলিতে-গলিতে
দাঁতাল শুয়োর নামে
রোহিঙ্গাদের বুকের ওপরে স্বাধীনতা বিরোধীরা
আরাকানীদের মাথার ওপরে গৃধ্নের কালোছায়া
আরব সাগরে সাদা ভল্লুক নামে
নীল দরিয়ায় সাদা ভল্লুক নামে
ফিলিস্তিনের পথে-প্রান্তরে মাগদুব-দললিন
সুদ-খেকো গৃধ্নুরা
এবং এখন দাঁতাল শুয়োর
সাদা ভল্লুক কোনখানে নামেনি যে
কোনখানে নামেনি যে

তবুও আকাশে চাঁদ
হঠাৎ কখন ভূরুর আড়ালে
তলোয়ার- বাঁকা-চাঁদ

চাঁদের ভেতরে অবিসংবাদী আলো
চাঁদের ভেতরে দশ কোটি পথ জ্বলে
চাঁদের ভেতরে সমুদ্র দশ কোটি
চাঁদের ভেতর দশ কোটি সূর্যরা
চাঁদের ভেতরে দশ কোটি আশ্বাস
প্রতিপক্ষের তমশার কাছে পরাভব মানে না তো
পদক্ষেপের দোরগোড়াতেই
সাহসের মতো দোল
আল্লাহর আয়াত প্রেরণার দোল

ভূরুর আড়ালে হঠাৎ কখন
তলোয়ার-আঁকা-চাঁদ
ঈদের তন্বী চাঁদ ।

www.nagorikpathagar.org

অশেষ ফিলিস্তিনীরা

ফিলিস্তিনীরা অনবরত যতোই নিহত হচ্ছে
ঠিক ততোই
নক্ষত্রের মতো বেঁচে উঠছে দেখো
বরং তারচেয়েও বেশি বেঁচে উঠতে লাগলো
সমুদ্রের তরঙ্গের মতো অশেষ ফিলিস্তিনীরা

ফিলিস্তিনীদের দুই হাতে পাথর
পর্বতের মতো পাথর
ফিলিস্তিনীদের মাথায় রুমাল
প্রলয়ের মতো রুমাল
যেন একেকজন গাজী সালাহউদ্দিন আইউবী
জেরুসালেমের প্রতিটি উঠোন থেকে
তাড়িয়ে দেবে
ইহুদ বারাকের মতো বীভৎস অভিশাপ
অথবা
অভিশাপের মতো ভয়ানক ইহুদিদের

সুতরাং
রোমা, গাজা কিম্বা হাইফা
নাবলুস, কাতান্না কিম্বা মাসমাস
আল চারাজা, আল বিরওয়া কিম্বা সালাল ইতহার
অথবা
দিয়ের গিস্তানা এখন বিজয়ের মতো
দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে ওঁৎ পেতে আছে
এবং নিপতিত গজবের মতো অবৈধ ইহুদীদের
শেষাবধি
পালাবার মতো আর কোনো গর্ত রাখলো না
ফিলিস্তিনীদের দুই হাতে এখন
হামাসের মতো সাহসের পাথর
ফিলিস্তিনীদের দুই চোখে এখন
উদয়ের মতো অনিবার্য প্রথম প্রভাত

www.nagorikpathagar.org

আর
চৌদ্দ বছর বয়সী শহীদ হানি আল নাজি
এক
অফুরন্ত আন্তর্জাতিক সন্তান
এবং আমার পরম আত্মজা-র মতো
সীমাহীন সোহাগের রক্তাক্ত কলিজা

ঠিক এ-ভাবেই ফিলিস্তিন এবং জেরুসালেম
এখন আমার স্বদেশের মতো বাংলাদেশ
এবং জেহাদের মতো অনবরত উত্তাপ ।

www.nagorikpathagar.org

শতাব্দীর গান

আয় শতাব্দী বিংশ এক
দুঃশাসনের রক্ত চেয়ে
একটি চরম পত্র লেখ
একটি গরম পত্র লেখ

সন্ত্রাসীদের আন পতন
আদ ও সামুদের মতন
অত্যাচারীর ধ্বংস আন
সব পরাজয় যেমন ম্লান
স্বৈরাচারের আনরে ক্ষয়
মৃত্যু যেমন করুণ হয়
স্বেচ্ছাচারের স্বপ্ন সাধ
ভাঙ্ ভেঙে কর আর্তনাদ
আয় শতাব্দী এক নতুন
এই পৃথিবীর আকাশ থেকে
তাড়িয়ে দে'রে সব শকুন

শেষ করে দে হিংসা-দ্বেষ
না যেন রয় মাত্র লেশ
শেষ করে দে ভেদ বিভেদ
না যেন রয় দুঃখ-খেদ
সব ব্যবধান খতম কর
সব মানুষের ঐক্য গড়
শেষ করে দে দ্বন্দ্ব সব
দূর হয়ে যাক মন্দ সব
আয় শতাব্দী সাফল্যের
-সর্ব তুচ্ছ ভয় তাড়ানো
নিত্য প্রাণের প্রাবল্যের

সব মালিন্য কররে দূর
পবিত্র হোক অন্তপুর

www.nagorikpathagar.org

সব জড়তার কবর দে
কর্মসূচির খবর দে
সকল গ্লানির খোঁড়রে গোর
নামুক অশেষ নরম ভোর
সব কালিমার শিখর ভাঙ
উপচে পড়ুক আলোর গাঙ
আয় শতাব্দী উন্মুখর
প্রাণের ফসল ছড়িয়ে দে তুই
অফুরন্ত প্রাণের পর

অজ্ঞানতার	সব উৎপাত
শিকড় শুদ্ধ	কর উৎখাত
বর্বরতার	রক্ত চোখ
উপড়ে ফেলার	দে'ঠিক লোক
অন্ধকারের	শত্রু দে
সাত সকালের	মিত্র যে
চরিত্রহীন	মূর্খদের
কাবাব বানা	দুর্যোগের

আয় শতাব্দী সংগ্রামী
ক্লান্তিবিহীন পরিব্রাজক
অদম্য দূত দূরগামী ।

www.nagorikpathagar.org

কষ্ট ৯৭

এক.
যখন সূর্য উঠেছে ধূসর এবং ফ্যাকাশে
পেয়ালায় রাখা ডিমের কুসুম যে রকম উচ্ছ্বাসে
 যখন ভোরের পাখি
শিশিরের সঞ্চয় নিয়ে ধুয়ে ফেলে আঁখি
যখন আজানের পুরুষ তার ঘরে ফিরে গেছে-
পর্দানশীন রূপসার কাছে,
অথবা তারো অনেক পরে-
কয়েকটি দৈনিক এলো সংসারের ভেতরে
ঠিক তখন অগণিত কষ্ট নামে
প্রধান প্রধান শিরোনামে
চাপ চাপ রক্ত যেন পত্রিকার যে দিকে তাকাও-
যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম চলে যায় অন্য কোথাও
যেমন তথ্যসন্ত্রাস, তখ্‌ত সন্ত্রাস, সন্ত্রাস, খুন-
শাসকদের পালিত শকুন
আবার উড়েছে দেখি স্বদেশের পরে
জীবনের সর্ব ও সর্বাস্ত স্তরে
মানুষের অন্তরে
মৃত্তিকা-বৃক্ষ-পানি ও প্রাণী প্রত্যহ মরে!
প্রত্যহ প্রাণের ঝড়ে-
ক্রমাগত নিভে যায় প্রত্যাশার প্রদীপ গড়ে
অসংখ্য প্রতিদিন
এবং একটানা বিরতি ও বিরামহীন
ঠিক তখন বোবা ও বধির কষ্ট নামে
দুর্বিষহ যন্ত্রণার হাম্মামে।

দুই.
যখন দিবস হয়েছে আরও দিবস
রাজপথ হয়েছে অধিকতর কঠোর কঠিন কর্কশ
কোলাহল ঘিরে ধরে মতিঝিল!
আমূল মহানগরী নড়ে ওঠে, নড়ে ওঠে ঝিলমিল।

www.nagorikpathagar.org

চারিদিকে প্রয়োজন কথা কয়, ঘেমে ওঠে দরকার-
ঠিক তখন এবং তারো আগে থেকেই মিথ্যাচার
দুর্নীতি ঢুকে পড়ে
অধিকাংশ প্রজ্ঞার ভিতরে
ঢুকে পড়ে ঘুষ-ঘৃণা শঠতা
ঘোরে-ফেরে প্রতারণা, ঘোরে ফেরে অসততা
অফিস আদালত কারখানা-কল
সর্বত্র তারই দাপট তারই ছোবল
অথবা যেখানেই জনপদ, জনারণ্য যেখানে
দুর্নীতি এসেই দাঁড়ালো দাপটে গিয়ে সেখানে
এবং এই সব দেখে দেখে হায়
কষ্টেরা কুরে কুরে খায়
দেহঃ দেহের অধিক যে দেহ- তাকেই
গৃহঃ গৃহের অধিক যে গৃহ- তাকেই
নক্ষত্রে নক্ষত্রে তারপর কেঁপে ওঠে সর্বশেষ স্বাধীনতার স্তম্ভ
কেঁপে ওঠে তার সূচনা ও আরম্ভ
ভয়ঙ্কর এক ভয় ও আতঙ্ক তেড়ে আসে
নক্ষত্র নক্ষত্র জ্বালা আর ধ্রুব ধ্রুব কষ্টের বসবাসে!

তিন.
যখন কালবেলায় ভেসে ওঠে গোধূম বালুচর
যখন দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ি হচ্ছে অস্পষ্টতর
যখন পৃথিবী গলগল করে গলে পড়ে পথের ওপর
নানা বয়স হেঁটে চলে, শুরু হয় লবণাক্ত ঘোর
ঘোটকের শরীরে ঘোটক
গাড়ির দেহে গাড়ি কথা কয় পরস্পর
অর্থাৎ উপড়ানো গতির ভেতর

লাফিয়ে পড়ল যেনো নগরীর কলকণ্ঠ কণ্ঠস্বর
ঠিক তখন জনতার সামনে এসে দাঁড়ালো স্বদেশ
ন্যুব্জ জবুথবু যার দেহাবশেষ-
শিল্প বাণিজ্য যার নেহেরুদের হাওয়ায় পথভ্রষ্ট
কৃষ্টি সংস্কৃতি যার বঙ্কিমদের ভাইরাসে রুগ্নঃ কীটদষ্ট
অথবা কোনো রেকর্ডারেই বাজে না আর মাতৃভূমি

www.nagorikpathagar.org

ছেয়ে যায় অপচ্ছায়ায় মেল- বন্ধন: সর্বোত্তম জমাজমি:
যেমন শাওলি মিত্ররা যত্রতত্র আজ তেড়ে আসে ফুর্তিতে
তার মানে প্রতিটি ভাঁজ-ই ভরে যায় মূর্তিতে
তার মানে প্রতিটি বাঁক-ই এখন পৌত্তলিকতার মোহনা
তার মানে প্রতিটি মাঠ-ই এখন অপবিত্রতায় মোড়ানো
তার মানে প্রতিটি বাট-ই এখন পূজার বাট
তার মানে প্রতিটি ঘাট-ই এখন শ্মশান ঘাট-
এবং এইসব দেখে দেখে
কষ্টরা নীল হয়-
কষ্টরা কালো হয় ক্রমাগত কষ্ট মেখে মেখে ।
তারপর শুদ্ধতম জীবন চর্চা চিৎকার করতে থাকে
মননের ভেতর থেকে আরেক মনন- যাকে
চিরন্তন আর একক আলো
নির্মল এবং সবুজ ভালো
সংস্কৃতির দুহাত দিয়ে ভালোবাসার মতন দিতে হয় তাকে
হারিয়ে ফেলি আমিও জাতিসত্তার দুর্বিপাকে
তারপর কষ্ট মোচড় দিয়ে-
সাপে কাটা রোগী যেন- জীবন নিয়ে
বর্তমান লঙ্ঘন করতে চায়: বিদ্যুতের আয়ের ট্রেনে
ঈমানের অনিবার্য উৎপাদন জেনে
যেন শিকারের সর্বশেষ বিপর্যয়
যেন মহীরুহের সমূহ পরাজয়
দেখে দেখে কেঁদে ওঠে প্রকৃতির আঁখি
বৃক্ষসন্ধানী কোনো পৃথিবীর পাখি ।

চার.
যখন সময়ের সকল মানচিত্র জুড়ে দুঃসময়
এবং কংকালের মতো ঘোরে- ফেরে অবক্ষয়
এবং মৃত্যু নেমে আসে সর্বত্র সহজে-
এক মৃত্যুর পিছনে অন্য আরেক মৃত্যু অন্য আরেক গরজে
অর্থাৎ খুনি মানেই ক্ষমতাবান
ক্ষমতা মানেই অবৈধ পিস্তল নিষিদ্ধ গান
এবং এই এমনিভাবে এই রক্ষক
যখন রক্ত-মাংস এবং অস্তি ভক্ষক-

www.nagorikpathagar.org

যেমন সকল ভূগোলে : ঢাকায়, চট্টগ্রামে, সিলেটে কিংবা খুলনায়
পটুয়াখালী, বরিশাল, বাগেরহাট, যশোর, রাজশাহী কিংবা বগুড়ায়
মৃত্যুঘাত বাধাহীন ছোবল হানে হায়!
দুঃশাসনের ছত্রছায়ায়-
যতো বেপরোয়া পিষে যায় দেহ
অর্থাৎ অপমৃত্যু যেখানে নিঃসন্দেহ
এবং এই সবই দেখে দেখে
জানি কষ্টের দেয়ালে যে ঠেকে
কষ্টের-ই রক্তাক্ত ও গলিত্যক্ত পিঠ
তারপর কষ্টের পিঠ থেকে বেরিয়ে আসে যে কষ্টের রক্তচক্ষু এসিড
তাই ছিটকে পড়তে থাকলো ঠিকই
দিগ্বিদিকই
আপসহীন আগুনের মতন
অর্থাৎ সমস্ত কষ্ট চায় দুঃশাসনের পতন
মীরজাফরদের অধোপাত
ঘষেটিদের অস্বাভাবিক মৃত্যু- অপকৃষ্ট অপঘাত- !

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে পাওয়ার আনন্দে

তোমাকে আমার দরকার থাকে খুব
প্রয়োজন থাকে বড়
এবং না পেলে শেষ হয়ে যাই আমি
শেষ হয়ে যায় ঘরও।

শেষ হয়ে যায় আমার স্বদেশ
আমার পরম জাতি
আমার মানুষ
আমার সংস্কৃতি ।

এমনি যখন কঠিন সময়
অবস্থা সঙ্গীন
তখন তোমাকে
তোমাকে তখন
খুঁজে খুঁজে ফেরা
বুকে পুষে গম্‌গীন।

কেউ বলেন দরসগাহ জুড়ে
তুমি থাকো পুরোপুরি
সেই সাথে থাকে
নায়েবে রসূল খাঁটি উম্মত
কোনো উত্তরসূরি।

কোথায় সেখানে পুরোপুরি তুমি
বরং টুপি ও জামা
আর আংশিক এলেম এবং
স্বল্প আমলনামা।

তারপর কেউ বললেন ডেকে
মারকাজে যাও সোজা
তাহলেই তাকে পুরোপুরি পাবে

www.nagorikpathagar.org

উজ্জ্বল আর অখণ্ড উত্তাপে।
এই মারকাজে পেলাম নামাজ,
দাওয়াতের কারুকাজ।
কোরানের পুরো চর্চা যেখানে নেই
জেহাদের কোনো দরজা যেখানে নেই
খণ্ডিত হয়ে আছ তুমি সেখানেই।

খানকায় গিয়ে তোমাকে পেলাম
এশ্‌কে ও ভক্তিতে
অথবা জস্‌নে জুলুসেই
তুমি সীমিত কর্মসূচি
অথবা কেবল সংক্ষেপ তুমি
অশ্রু ও উক্তিতে।

ক্ষমতার কাছে
তুমি আদৃত বছরে বারেকবার।
মিলাদুন্নবী-সিরাতুন্নবী
যখন খোলে গো দ্বার
পুরোপুরি তুমি তখন বিবৃতিতে
আলোচনা আর সোনালি উদ্ধৃতিতে।

অবশেষে এসে জেহাদের রাহে দেখি
অসত্য নয় নয়কো মিথ্যে মেকি
পুরোপুরি তুমি
কোরানেই শুধু আছো
অবিকল এক আলোর গোলক
পূর্ণ জীবিত আজো
কোরআনেই শুধু আছো
শুধু আছো কোরানেই
অন্য কোথাও নেই

সকাল সন্ধ্যা তাই পড়ি কোরআন
তোমাকে পাবার আনন্দে অম্লান।

www.nagorikpathagar.org

শুধু যাবো আর আসবো

এক.
শুধু যাবো আর আসবো
সাত তাড়াতাড়ি যতোটা পারি।
পাখিরা যেমন উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে
ফিরে ফিরে আসে
নদীর তীরের বারুইপাড়া সোতাল
ভট্টপ্রতাপের ওপর দিয়ে
মাঠের দিকের খালবিল ধান পাটের
ওপর দিয়ে
আম জাম কচা মান্দার
নারকেল সুপারি বাঁশঝাড়ের ওপর দিয়ে
প্রান্তরের বটগাছের ওপর দিয়ে
বাগেরহাট রামপাল কচুয়া মাধাকাঠির
হোগলাবন হরগোজাবন কেওড়াবন
নলবনের ওপর দিয়ে
হরিণ ও বাঘবনের গেও গরান এবং
গোলের ওপর দিয়ে
নদীর চলে যাবার মতো আমারও বেশি
দেরি হবে না
শুধু যাবো আর আসবো

দুই.
বড় দীঘির দক্ষিণ পাড় সেলাই করতে করতে
মতিদোস্ত অথাৎ শাহ ফরাজীদের পাতাবাহারের
বাড়িটাকে উঠোনের ওপারে সাজাতে সাজাতে
নাতিদূর এগোতে না এগোতেই
বেতস গাছ হিজল গাছের কোকাফ আঁধারে
সাঁতরাতে সাঁতরাতে মধ্যবিত্ত চান্দার
বিলটাকে বাঁও দিকে আঁচড়াতে
আঁচড়াতে
পোড়ামাটি অধ্যুষিত

www.nagorikpathagar.org

পালপাড়াটাকে ভারসাম্য দিতে দিতে
ধোপাডাঙ্গার বুকের ওপরে
শাড়ির পাড়ের মতো
শটি এবং দাঁতনের চারুচর্বিত
কিম্বা ছিঁড়ে পড়া প্রলম্ব সুতোর মতো
পরিকীর্তিত লতা ও পাতার অনবরত
যে এক রাস্তা হঠাৎ
প্রাচীন কোন মাদ্রাসার প্রগাঢ় মন
ঘাসের মধ্যে মুখ বাড়িয়েই
পালিয়ে গেলো
মুখরিত মৌমাছি মৌমাছি এবং
প্রত্যন্তহীন গামছা গামছা
সেই কাকলী রাস্তাটাই
পাখির ডানার মতো আমাকে
শুধু ডেকে যায় ডেকে যায় ডেকে যায়...
নৌকোর ছলাৎ ছলাৎ
আমি শুধু যাব আর আসবো ।

তিন.
করম আলী কি বোবা এবং অন্ধ
কষ্টের বোঝা বয়ে বয়ে
এখনও ফকিরহাট যায়?
যাত্রাপুর যায়?

চোড় খোঁচাতে খোঁচাতে
কাশির গমকে গমকে
জীবনকে আটকিয়ে রেখে-
'বাইডি আছি কোন রহমে
আমাগে এট্টা থাহা
আল্লা য্যামোন রাহে
স্যামোন থাকতি অয় আর কি...'
উত্তর বক্ষভেদী
এই রহম দেয় আজো?
সাত হাটুরের সাথে তোতলাতে তোতলাতে
তালপাতার কিষাণ বেলাতালী

www.nagorikpathagar.org

জোড়াতালি দেয়া সংসারের মতোই
কথা বলে বলে ঝরে ঝরে পড়ে যায়
আজো কি?
যেমন তার কেরোসিনের শিশি আর
সষ্যের তেলের শিশি টুংট্যারর-র-র-র টুংট্যারর-র-র-র
বাজতে বাজতে করুণ দুঃখের মতো
ছড়িয়ে পড়ে ধূলায় ও বাগানের বিষাদে!

পলেস্তরা খসে যাওয়া একটা চটের থলে
ঝুলিয়ে পড়ন্ত বয়সেও
কবি আহমদ আলী মল্লিক ছায়াহীন
সময়ের ওপর দিয়ে নিরানন্দ বাজারে যান?
অনবরত দুঃখে যেন প্রত্যেকটা চুলের সাথে
তার পড়ে গেছে সুখের শ্বেতকায়া
কিংবা দীর্ঘমেয়াদী এক আঘাতে
উৎপাদনহীন হয়ে গেছে তার প্রতিটি
হেয়ার ফলিকেল
হায় অসম্ভব মেধাবী আমার সহোদর
অসংখ্য পাণ্ডুলিপি হারানোর অরুন্তুদ
বেদনাবাহী আমার প্রথম কবি গুরু !

চার.
চোড় না থাকলে ডোঙ্গার মাথায়
বসে যেভাবে দুই হাতে বৈঠা মারে
কোন যুবক
হাওয়ায় ভাসিয়ে ভাসিয়ে
আ-করতল
আ-কনুই
আ-বাহুমূল তেমনি
মেধাবী পাইকপাড়া মনোরম কোমরপুর
নিঃসঙ্গ কলেকানার বিল পার হয়ে যান
বসন্ত শীত হেমন্ত শরৎ বর্ষা গ্রীষ্মের গভীর ভোরেও
একজন রুহুল আমীন কারী?
আইন গাইন ফে কফের অভিঘাতে
অভিঘাতে
সময়ের আগেভাগেই তাঁর মাথায় ঘনিয়েছে

www.nagorikpathagar.org

শ্বেতাঙ্গ মেঘ
তবুও ঠিকই নিহিত মাখরাজের কোথাও কোন
পাখি মর্মর কিংবা পানিপতনের
শব্দও গলৎ করলে সমূহ ঘুরে দাঁড়াবেন
যেন বেদনাহত হুজুরের একটি বড় কফের জন্যে
আজও বেলাবেলি ফেরা হবে না ঘরে

প্রায় প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তাঁর অদৃশ্য বেত
শপাং-শপাং আজও আমার পিঠে এসে পড়ে
আজো সেই মক্তবের অদৃশ্য শাসন-
বল 'কখনো আর অশুভ হবি
চরাচরের মঙ্গলই হবি কেবল মনে থাকে যেন...'
কথা কয়ে ওঠে শব্দের কিরিচ
তাঁর সেই নিরাকারের ভয়ে খেজুর পাতার
মতো কেঁপে ওঠা- প্রথম পাণ্ডিত্য
ভালো আছেন তো?
ভালো আছে তাঁর সারাবেলা?
ভালো আছে তাঁর তাজবিদের প্রতিটি মাখরাজ?

পাঁচ.
রাত্রে ফেরা নাও হতে পারে ভারপ্রাপ্ত আমীরের
সাথে আজ আমাদের অবিরাম
গোটা বাগেরহাটের একটানা...
দরিতালুক থেকে যাবো হয়তো
আমি আর মুজিবদাদা আগামীকাল
সকাল ন'টায় আবার বিষ্ণুপুরের সামষ্টিক
ফেরার পথে যাত্রাপুর বাজার
হাতে নিয়েই বাড়ি ফিরবো
এই রকম দাঁড়ি কমা ছাড়াই
চট জলদি বেরিয়ে যায় হররোজ
একজন পবিত্রগ্রন্থের নিবেদিত ইবরাহীম
একজন উৎসর্গিত টগবগে জেহাদ
যাকে আল্লাহর ইসলামের শোষণহীনতাই
মানুষের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার কাছাকাছি
হিড়হিড় নিয়ে গেছে

www.nagorikpathagar.org

যেমন আলী আহমদ ম্যাভাইকে
যেমন মাওলানা আবুবকর ভাইকে
যেমন আমার অন্বিষ্ট আমার পঠনবন্ধু
পিলজঙ্গের আশরাফ মাওলানাকে
কিংবা আহাই নগরের
লতীফ ডাক্তারকে নিয়ে গেছে সটান
হৃদয়ের ফল পেড়ে খাওয়ানো এইসব ভাই
আবার কাকে যেন পান খেতে খেতে
রঙিন করে তোলেন অথবা আজকাল
কবিয়ালটা চিঠিও লেখে না বলে
কপট হয়ে ওঠেন।

ছয়.
আমি নিপীড়িত স্মৃতির মধ্যে জাগতে জাগতে
দেখি
এবং দেখি কয়েকটি চিত্রল প্রজাপতি
এইসব আমার মেধার আধুনিক অভিযানের
মতোই উড়াল দিতে লাগলো
যেনো খুব সহজ সরল একটি কি দুটি
সূর্য সমাপ্ত হবার আগে আগেই কেবল আমি
যাব আর আসবো

নদীর চলে যাবার মতো আমারও বেশি
দেরি হবে না
সাত তাড়াতাড়ি যতটা পারি
শুধু যাবো আর আসবো
পাখিরা যেমন-
উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে
ফিরে ফিরে আসে ।
ঠিক তেমনি ফিরে আসবো
আর থেকে যাব আজীবন
যেভাবে আকাশটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ঝংকার

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের প্রথম বই এবং গানের বই 'ঝংকার'। শতাব্দী প্রকাশনী থেকে ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এটি প্রথম প্রকাশ করেন মোহাম্মদ বাসারাত হোসেন। প্রথম সংস্করণটি এখন দুষ্প্রাপ্য। সম্পাদনার সময় সেটি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। ১৯৯৩ সালে এ বইটির একটি পরিমার্জিত ও সংশোধিত সংস্করণ বের করেন বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টারের পরিচালক জনাব এ কে এম নাজির আহমদ। ১৯৯৬ সালে এর তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ইসলামীক সেন্টারের এ সংস্করণের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী হামিদুল ইসলাম। মুদ্রিত হয় আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস থেকে। দাম রাখা হয় বিশ টাকা মাত্র। এ সংস্করণটি কবি উৎসর্গ করেন বড় ভাই কবি আহমদ আলী মল্লিক, ওস্তাদ ক্বারী রুহুল আমীন এবং সৌদি আরবে অবস্থানরত মতিয়ার রহমান খানকে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশক বাসারাত হোসেন বলেনঃ

"ভাব আর আবেগ প্রকাশের মাধ্যম ভাষা। এ ভাষার ভিতর মানুষ সৃষ্টি করেছে আর্ট- যা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে আরো মূর্ত, আরো হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। ভাষার আর্টের ক্ষেত্রে সুরের স্থান সর্বাগ্রে। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভাষার মধ্যে সুরের সংযোজন করে মানুষ একে আরো বেশি আকর্ষণীয় করেছে। বর্তমানে তা এমন এক অবস্থায় পৌছেছে যে, এটাকে ভাষা এবং সংস্কৃতি থেকে আলাদা করে দেখা যায় না।

সংস্কৃতি মানুষের জাতীয় চরিত্রের আয়না। যে জাতির সংস্কৃতি যতো উন্নত সে জাতি দুনিয়ার বুকেও ততো সভ্য ও উন্নত। এ সংস্কৃতিই তুলে ধরবে জাতীয় চরিত্র, আদর্শিক চেতনা। তাকে হতে হবে মার্জিত, রুচিশীল। কিন্তু সংস্কৃতির নামে উদ্দেশ্যহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বেহায়াপনা আর অশ্লীল ছন্দগাথা আজ সমাজকে গ্রাস করতে উদ্যত। জাতীয় ভাবধারার সাথে সঙ্গতিহীন বিপরীতমুখী এ ভাবধারা নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় চরিত্র তুলে ধরতে পারে না। এ মুখোমুখি-স্রোত থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন আর একটি উৎসাহী, মজবুত অথচ সর্বাঙ্গীন কল্যাণমুখী সংস্কৃতির সুদৃঢ় পদচারণা।

ইসলাম আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেয়। এ ভাবধারায় পরিপুষ্ট হামদ, নাত, গজল, আদর্শিক ও বিপ্লবী গান আমাদের কাছে অতি পরিচিত। বাংলাভাষায় কবি নজরুল গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ এ ভাবধারা উন্নত

www.nagorikpathagar.org

এবং সমৃদ্ধ করে তাকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী ধীরে হলেও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এর চাহিদা কমেনি বরং বেড়েছে। আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে এ ক্ষেত্রে আরো নতুন ও যুগোপযোগী সংযোজন প্রয়োজন।

এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে ঝংকারের আত্মপ্রকাশ। লিখেছেন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তার রচিত হামদ, নাত, গজল, গান ইতোপূর্বে পত্র-পত্রিকা সাময়িকী সংকলনে প্রকাশিত হয়ে সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কবির লেখা একক গানের বই হিসেবে 'ঝংকার' প্রথম প্রকাশিত হলো। আমাদের আশা তা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।"

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় জনাব এ কে এম নাজির আহমদ লিখেন : "কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একক গানের সংকলন- 'ঝংকার' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে। 'ঝংকার' প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই সুধীমহলে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভাসমান সমাজে 'ঝংকার' একটি স্বস্তি এবং নির্ভরতার প্রদীপ। 'ঝংকার'-এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, এর প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হবার কারণে।

অনেকদিন যাবৎ 'ঝংকার' বাজারে অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতির অভাব আমরা গভীর বেদনার সাথে লক্ষ্য করছি। এতে করে একদিকে যেমন 'ঝংকার'-এর গুণগ্রাহীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। অপরদিকে শুদ্ধ সমাজ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি শূন্যতা বিরাজ করছে।

এসব দিক বিবেচনা করে এক যুগেরও অধিককাল পরে পরিশোধিত এবং পরিমার্জিত হয়ে নতুন প্রযোজনায় 'ঝংকার' পুনরায় প্রকাশিত হলো। এই সংকলন প্রকাশনার দায়িত্ব পেয়ে আমরা সত্যিই আন্তরিকভাবে খুশি।

'ঝংকার'-এর এই যাত্রায় বোধ করি সবাই আনন্দিত এবং আলোড়িত হবেন। 'ঝংকার' পূর্বের মতো আবারও সবার হৃদয়ে ঝংকৃত হোক- এই প্রার্থনা করি।"

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/ ১৬৬
আল্লাহ নামের গান/ ১৬৭
আল্লাহ নামের তাস্‌বিহ্‌/১৬৮
মাঠ ভরা ঐ সবুজ দেখে/ ১৭০
হাত পেতেছে এই গোনাহগার/ ১৭১
মোনাজাত/ ১৭২
আল্লাহ্‌ নামের নূর/ ১৭৩
মোহাম্মাদ তাঁর নাম/ ১৭৪
ও কে ঐ/ ১৭৫
কামলিওয়ালা/ ১৭৬
ইয়া মোহাম্মদ মোস্তফা/ ১৭৭
ওগো ও কামলিওয়ালা/ ১৭৮
বাংলাদেশের প্রান্ত হতে/ ১৭৯
এলো কে/ ১৮০
সব মানুষের সেরা/ ১৮৩
ও প্রেমের নবী/ ১৮৪
বিশ্বনবী/ ১৮৫
আয় কে যাবি/ ১৮৬
নিপীড়িত মানুষের হাহাকার চিৎকার/ ১৮৭
চল্‌রে চল্‌/ ১৮৮
জাগরে জাগ/ ১৮৯
আমরা শপথ করেছি/ ১৯০
কে আছিস বীর/ ১৯১
জাগো/ ১৯২
কতদূর মদিনা/ ১৯৩
শহীদের ঈদগাহে চলো/ ১৯৪
জনতার মনে/ ১৯৫
শতাব্দী তোমাকেই ডাকছে/ ১৯৬

www.nagorikpathagar.org

ইনকিলাবের অস্ত্র মোদের/ ১৯৭
আমরা জেগেছি/ ১৯৮
আমাদের রক্ত টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ করছে/ ১৯৯
আগুনের ফুলকিরা এসো/ ২০০
ভাঙ্‌ মিথ্যার জগদ্দল/ ২০১
শোর উঠেছে/ ২০২
ভুল ভুল ভুল/ ২০৩
চলো মুজাহিদ/ ২০৪
জেহাদের এই কাফেলা/ ২০৫
জাগতেই হবে/ ২০৬
হে মুজাহিদ হে মুজাহিদ/ ২০৭
কই সে মুসলমান/ ২০৮
রক্তিম সময়ের কপোত উড়াই/ ২০৯
মুসলিম আমি/ ২১০
রমজানের ঐ সওগাত লয়ে/ ২১১
কাওয়ালী/ ২১২
দিন এলো আগুনের/ ২১৩
চল্‌ মুজাহিদ/ ২১৪
পরাজয় কভু মানবো না/ ২১৫
এসো বুক ভেংগে দেই/ ২১৬
সূর্য যে কথা বলছে/ ২১৭
মঞ্জিল দূরে নয়/ ২১৮
আজ যত প্রয়োজন/ ২১৯
দাও খোদা দাও/ ২২০

www.nagorikpathagar.org

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
নেই কেহ নেই আল্লাহ ছাড়া।।

পাখির গানে গানে
হাওয়ার তানে তানে
ঐ নামেরই পাই মহিমা
হলে আপনহারা।।

ফুলের ঘ্রাণে ঘ্রাণে
অলির গুঞ্জরণে
ঐ নামেরই গান শুনে মন
দেয় যে নীরব সাড়া।।

নদীর কলকলে
ঢেউয়ের ছলছলে
ঐ নামেরই সুর শোনা যায়
হলে আপনহারা।।

তারার চোখে চোখে
চাঁদের মুখে মুখে
ঐ নামেরই নূর দেখা যায়
হলে পাগলপারা।।

আকাশ নীলে নীলে
মুখর ঝিলে ঝিলে
ঐ নামেরই ঝর্ণা ধারা
আকুল ব্যাকুল করা।।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ নামের গান

আল্লাহ নামের গান গেয়ে দেখ
কেমন লাগে নামের সুর
ঐ নামে যে যাদু মাখা
ঐ নামে যে শহদ মাখা
পান করে দেখ কী মধুর।।

লা ইলাহার তল্লী বয়ে
কি পেলি তুই রে বেহুঁশ
ইল্লাল্লাহুর সাগর সিঁচে
মানিক খুঁজে নে প্রচুর।।

লা-শরিক আল্লাহর ধ্যানেতে
কামলিওয়ালার হয় আকুল
তার প্রেমেতে বদলে আমূল
চোখ মুদে দেখ খোদার নূর।।

আল্লাহর নামে মোহাব্বতে
দুঃখ ব্যথা যা ভুলে যা
আহাদ আহাদ প্রাণ খুলে যা
জয় করে নে কোহে তুর।।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ নামের তাস্‌বিহ্‌

আল্লাহ নামের তাস্‌বিহ্‌ আমার
আকুল ব্যাকুল প্রাণে
আনে সাড়া এ কোন্‌ সাড়া!
এ যেন ফুলের বনে আসলো ফাগুন
এ যেন মধু- অলির গুন-গুনা-গুন
পাগল করা মাতাল করা....
আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌।।

জপে ঐ নাম হযরত আদম
সকল ভুলের পেলেন মাফি
অগ্নিকুণ্ডে ইব্রাহীমের
ঐ নামই যে ছিল কাফি
জপে ঐ নাম ঝরাবো লোর
জপে ঐ নাম রবো বিভোর
আয় ছুটে আয় আশেক যারা।।

জপে ঐ নাম পেতে পারি গুনাহ মাফি
মানুষ নামের কলংক হই পাপী তাপী।

জপলে ঐ- নাম খালেছ দিলে
ভয় থাকে না কোন মনে
জপলে ঐ- নাম এহতেছাবান
হয় না যেতে গহীন বনে
জপলে ঐ নাম কাঁদন জুড়ে
জপলে ঐ নাম বাঁধন ছিঁড়ে
যায় হেরে যায় ফেরেশতারা।।

জপে ঐ নাম হতে পারি বিপ্লবী বীর
ভয় না করে দিতে পারি নারায়ে তাকবির।

www.nagorikpathagar.org

জপে ঐ- নাম হযরত ওমর
হলো শাসক বিশ্বজয়ী
জপে ঐ- নাম হযরত খালিদ
সেপাহসালার দিগ্‌বিজয়ী
জপে ঐ- নাম গড়ব আবার
ইসলামী সেই সমাজ খোদার
আয় ছুটে আয় শেরদিল যারা।।

www.nagorikpathagar.org

মাঠ ভরা ঐ সবুজ দেখে

মাঠ ভরা ঐ সবুজ দেখে
নীল আকাশের স্বপ্ন এঁকে
যার কথা মনে পড়ে....
সে যে আমার পাল্‌নেওয়ালা।।

ঐ যে পাখি মেললো পাখা
কোন্‌ অজানার পথে একা
ও যেন স্বপ্ন দেখা
ও যেন কাব্য লেখা
যার প্রেমে সুরে সুরে....
সে যে আমার পাল্‌নেওয়ালা।।

ঐ যে দূরের মেঘের খেলা
জোনাক জোনাক তারার মেলা
ও যেন শিল্পপুরী
কি মধুর মরি! মরি!
যার ছোঁয়া লেগে ওরে...
সে যে আমায় পালনেওয়ালা।।

ঐ যে অলি ফুলের কানে
বললো কথা গানে গানে
আহারে জুড়িয়ে গেল
বেদনা ভুলিয়ে গেল
যার স্বরলিপি পড়ে.....
সে যে আমার পাল্‌নেওয়ালা।।

www.nagorikpathagar.org

হাত পেতেছে এই গোনাহগার

হাত পেতেছে এই গোনাহগার
তোমারি দরগায় খোদা, তোমারি দরগায়
শূন্য হাতে ওগো তুমি
ফিরাইও না হায় মোরে ফিরাইও না হায়।।

আমার চেয়ে কেউ গোনাহগার
নেইরে কোথাও বান্দা তোমার
দীন-ভিখারী আমার চেয়ে
কে আছে কোথায় হায়রে, কে আছে কোথায়।।

তোমার রহম তোমার করম
অথৈ পারাবার
তোমার দয়ার গুলবাগিচা
লৌহ কারাগার।

তুমি ছাড়া কে বা আমার
এ সংসারে আছেরে আর
তুমিও যদি মুখ ফিরাও হে
কি হবে উপায় আমার কি হবে উপায়।।

www.nagorikpathagar.org

মোনাজাত

আমার কণ্ঠে এমন সুধা
দাও ঢেলে দাও হে পরোয়ার
যা পিয়ে এই ঘুমন্ত জাত
ভাঙে যেন রুদ্ধ দ্বার।।

আমার গানের পরশ পেয়ে
অশ্রুধারায় ওঠে নেয়ে
শাহাদাতের ভাগ্য চেয়ে
জীবনজুড়ে আনে জোয়ার।।

আমার গানের সুরে প্রভু
দিও দিও অগ্নি-ধারা
দ্বীন কায়েমের চির সবুজ
অনুভূতি পাগলপারা...।

আল-কোরানের আয়াত দিয়ে
তৌহিদেরই শরাব পিয়ে
হেরার পথের রোশনি নিয়ে
পার হয়ে যায় দূর পারাবার ।।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ নামের নূর

আজকে আমার প্রাণ- সাগরে
আল্লাহ্ নামের নূর
উথাল পাথাল ঢেউ তুলেছে
যেন পাহাড় তুর।।

আজকে আমার লাগছে ভীষণ ভালো
নয়ন ভরে অশ্রু দিল
মনের সকল কালো
মরণ মাঝে জনম নেবার
এ কোন্ নিবিড় সুর।।

হারিয়ে যাবার ডাক শুনেছি
উদাস বাউল মাঠে
ওরে বেহুঁশ ওরে বেভুল
আয়রে ত্বরা ঘাটে–

ও কোন্ ছবি আঁকা আকাশ নীলে
মন মানে না যায় উড়ে সে
শাপলা-শালুর ঝিলে
আপনাতে ভাই আপনি পাগল
আমার অচিনপুর।।

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মাদ তাঁর নাম

সবার সেরা সৃষ্টি যেজন
মোহাম্মদ তাঁর নাম
তামাম আলম দরুদ পড়ে
ছাল্লে আলা ওসাল্লাম।।

মরুর বক্ষ ঝর্ণাধারায়
ভরিয়ে দিল কে সে কে
আঁধার ধরায় আলোর নদী
ছড়িয়ে দিল কে সে কে
মানবতার গান গেয়ে জুড়িয়ে গেল প্রাণ–
মোহাম্মদ তাঁর নাম।।

জীর্ণ প্রাণের আবর্জনা
জ্বালিয়ে গেল কে সে কে
প্রাণ দিয়ে সব প্রাণগুলোকে
ভুলিয়ে গেল কে সে কে
বিলালো কে প্রাণে প্রাণে তৌহিদ ভরা জাম–
মোহাম্মদ তাঁর নাম।।

এতিম দুখী বাসলো ভালো
চোখ মুছালো কে সে কে
আমীর গরিব নেই ভেদাভেদ
গাইল বল কে সে কে
জয় করিল বিশ্বকে কে দিয়ে প্রাণের দাম–
মোহাম্মদ তাঁর নাম।।

সব মানুষের সব অধিকার
বুঝিয়ে দিল কে সে কে
আমীর গরিব নেই ভোদাভেদ
গাইল বল কে সে কে
পথের মানুষ কোথায় গিয়ে পেল নিবিড় ধাম–
মোহাম্মদ তাঁর নাম।।

www.nagorikpathagar.org

ও কে ঐ

ও কে ঐ কোন্ সে কবি
ধ্যানের ছবি
হেরার গুহাতে
ওকি সেই প্রশংসিত
সুবাঞ্ছিত রিক্ত ধরাতে।।

সে কি গো যাদু জানে
নাকি সে গানে গানে
প্রাণে প্রাণে
সংগোপনে
এলো গো ফসল ছড়াতে
ওকি সেই মানুষ নবী
দীপ্ত রবি
ভুবন ভরাতে। ।

সে কি গো সৃষ্টি জানে
নাকি সে বৃষ্টি আনে
ক্ষণে ক্ষণে
আপন মনে
মরুতে ঝর্ণা ঝরাতে
ও কি সেই শান্তিবাহী
হেরার রাহী
হৃদয় জুড়াতে।।

www.nagorikpathagar.org

কামলিওয়ালা

ছাল্লে আলা ছাল্লে আলা
মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।।

সকল গানের উৎস সে জন
সব সততার হীরা কাঞ্চন
সত্য ন্যায়ের মুক্তধারা
ছাল্লে আলা।।

যাহার প্রেমে সৃষ্টি পাগল
তামাম আলম ধ্যানে বিভোর
ফেরেশতারা আপন হারা
ছাল্লে আলা।।

আঁধার ধরায় সূর্য যেন
আল কোরানের তূর্য যেন
খোদার প্রিয় কামলিওয়ালা
ছাল্লে আলা।।

সেই সে নবীর উম্মত বলে
গর্বে আমার হৃদয় দোলে
এই জীবনের ধ্রুবতারা
ছাল্লে আলা।।

www.nagorikpathagar.org

ইয়া মোহাম্মদ মোস্তফা

ইয়া মোহাম্মদ মোস্তফা
সাইয়্যেদুন্নবী
ইয়া শাফিউল মুশাফ্ফা
কামলিওয়ালা আরাবী।।

রাহ্মাতুল লিল আলামীন
সরদারে আল কাওনাইন
প্রাণের গভীরে তুমি
নূরের রবি।।

মানুষের সাথে তুমি
বেঁধেছিলে প্রীতি ডোর,
এনেছিলে সাথে করে
অবারিত অন্তর।।

তুমি ছিলে আল আমীন
খাতেমু আন নাবিয়্যিন
নিখিল ধরার তুমি
প্রেমের ছবি।।

www.nagorikpathagar.org

ওগো ও কামলিওয়ালা

ওগো ও কামলিওয়ালা
ইয়া নবী ছাল্লে আলা
তোমারে মনে পড়েছে
তোমারে মনে পড়েছে।

কি যে কি মন্ত্রপাতে
অসহ যন্ত্রণাতে
মন আমার তোমায় স্মরেছে–
তোমারে মনে পড়েছে।।

মানুষ আজ ধুঁকে ধুঁকে
মরছে দেখো পথের ধূলায়
অভাবে অনটনে দিনে রাতে
আবরু লুটায়
জালিমের অত্যাচারে
অসহায় হাহাকারে
বিধাতার আরশ কেঁপেছে –
তোমারে মনে পড়েছে।।

এখানে বাতাস যেন
বহে আহা করুণ খেদে
নীরবে মানবতা অশ্রু ঝরায়
কেঁদে কেঁদে
প্রকৃতির বিলাপ শুনে
বিধুর এ সময় গুণে
বেদনায় হৃদয় ভেঙ্গেছে–
তোমারে মনে পড়েছে।।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের প্রান্ত হতে

বাংলাদেশের প্রান্ত হতে
সালাম জানাই হে রাসূল
আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়
তোমার আশিক কুল।।

তোমায় ছাড়া অন্য কারো নেতা মানি না
তোমার জন্য সয়ে যাব সকল বেদনা
সেই সে শপথ নিতে আমরা
এই মাঠে মশ্‌গুল।।

আমরা তোমায় ভালোবাসি নজীর যে তার কত
রক্ত দিলাম সাগর সাগর মানিক শত শত।

তোমার পথে এগিয়ে যাব পিছপা হবো না
শহীদি খুন আরতো বৃথা যেতে দেব না
এই এ শপথ আঁকড়ে আছি
নড়বো না এক চুল।।

www.nagorikpathagar.org

এলো কে

এলো কে কাবার ধারে
আঁধার চিরে
চিনিস নাকি রে
ও কে ও মা আমিনার
কোলজুড়ে চাঁদ
জানিস নাকি রে।।

মুতালিব আজকে কেন
বেঁহুশ হেন
বক্ষে খুশীর বান
বেদনার সুপ্ত ক্ষতে
হাত বুলাতে
কার এ আগমন
সাহারার হৃদয় ভরা
ঝর্ণাধারা
বইল নাকি রে।।

বাগিচায় ছন্দ বিলায়
বুলবুলি হায়
আজ সে দিওয়ানা
চুমু খায় প্রেমের ভাষায়
গভীর নেশায়
পেয়েই পরওয়ানা
গোলাবের অধর ভরে
খোশবু ঝরে
রয় না বাকী রে।।

আকাশে ভোরের রবি
মুগ্ধ কবি
আবেগ ছলছল
বাতাসে ছন্দ অতুল
গন্ধ বকুল

www.nagorikpathagar.org

সোহাগ টলমল
সাগরের ঊর্মিমালায়
দোদুল দোলায়
কার এ রাখি রে।।

বেদুঈন থমকে দাঁড়ায়
দৃষ্টি ছড়ায়
নিবিড় আনন্দে
সওয়ারির লাগাম টানে
কাবার পানে
জান্নাতি ছন্দে
হৃদয়ের গভীর দেশে
কার পরশে
খুললো আঁখি রে।।

মানাতের শেষ হলো দিন
আজকে বিলীন
ঘোর আঁধারের যুগ
কাবাঘর দীপ্ত আবার
আলোয় হেরার
সমাপ্ত দুর্ভোগ
কালেমার শহদ বিলায়
আঁধার পাড়ায়
এ কোন্ সাকী রে।।

ইরানের নিভলো আগুন
জ্বললো দ্বিগুণ
তৌহিদী রওশন
দানবের ঘর ভেঙ্গে তায়
গড়লো সেথায়
বেহেশতী গুলশান
আজ্বাজীল আজ হতবাক
এ কোন্ বিপাক
আসলো হাঁকি রে।।

www.nagorikpathagar.org

আমিও সেই সে নবীর
দীপ্ত রবির
আশিক দেওয়ানা
রাহে তার যা কিছু সব
বেলা হিসাব
দেবই নজরানা
জেহাদের ময়দানে তাই
যাই চলে যাই
স্বপ্ন আঁকি রে।।

www.nagorikpathagar.org

সব মানুষের সেরা

সব মানুষের সেরা মানুষ
সব সততার মূল
সেইতো আমার নয়নমণি
সেইতো আমার পান্নাচুনি
মোহাম্মদ রাসূল।।

দ্বীন দুনিয়ার নেতা হয়েও যেজন সর্বহারা
মানবতার মূল্যায়নে যেজন পাগল পারা
সেই সে নবীর প্রেমে আমার
ভাঙ্গুক সকল ভুল।।

মানব প্রেমে ঝরেছে যার তপ্ত রক্তধারা
খোদার প্রেমে ঝরেছে যার উষ্ণ অশ্রুধারা
সেই সে নবীর এশ্‌কে সদা
রই যেন মশ্‌গুল।।

শোষণ পেষণ উৎখাতে যে বিপ্লবীদের সেরা
সত্য–ন্যায়ের সংগ্রামে যে সংগ্রামীদের সেরা
সেই সে নবীর কথা বলায়
সেই সে নবীর পথে চলায়
বিঁধুক বুকে শূল।।

www.nagorikpathagar.org

ও প্রেমের নবী

ও প্রেমের নবী
ও ধ্যানের ছবি
তোমার পানে চেয়ে ব্যাকুল ধরা
ও রবির রবি
ও শ্রেষ্ঠ নবী
তোমার ছোঁয়ায় ভাঙ্গে লৌহকারা।।

তোমার পথের সোনার রেখা
মুক্তির জওহর তাস্‌বি আঁকা
নির্যাতিত প্রাণে জাগায় সাড়া
ও খোদার রাসূল
ও নেতা নির্ভুল
তোমায় বিনে স্বদেশ যায় না গড়া।।

তুমি সেরা বিপ্লবী যে
তুমি সেরা সংগ্রামী যে
জুলুম নিপাত যায় না তুমি ছাড়া
ও সেনাপতি
ও মহামতি
তোমার পানে চেয়ে সর্বহারা।।

তোমার প্রাণের সুষমাতে
নিখিল ভুবন ওঠে মেতে
তোমার প্রেমে সবই আপনহারা
ও কামলিওয়ালা
ও কাওসারওয়ালা
সাগর তোমার নামে পাগলপারা।।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বনবী

তিনি নন্ তো শুধু আরবের
নন্ কোন চিহ্নিত সীমানার
নন্ শুধু বিস্তৃত আজমের
তিনি এ দেশের
তিনি সে দেশের
তিনি সকল দেশের
সারা বিশ্বের।।

তাঁর কাছে উঁচু নীচু সকলে সমান
মানুষে মানুষে কোন নেই ব্যবধান
কালোয় ধলোয় গভীর প্রেমের
ভিত্ রচে বলেছেন: আমরা সবাই
এক খান্দান আদমের
তিনি গরিবের
তিনি ফকিরের
তিনি সবহারাদের
যত নিঃস্বের।।

ভাত নেই ক্ষুধা শুধু যাদের পেটে
মৃত্যুর মত হায় জীবন কাটে
যাদের আশ্রয় লাশের মিছিল
পরম আপনজন বন্ধু প্রিয়হায়!
তিনি যে তাদের
তিনি কৃষকের
তিনি শ্রমিকের
তিনি দুখী মানুষের
যত দুস্থের।।

www.nagorikpathagar.org

আয় কে যাবি

আয় কে যাবি সঙ্গে আমার
নবীর দেশে আয়
যেথা মরুর ধূলো মুক্ত হলো
লেগে নবীর পায়।।

সেথায় গিয়ে প্রশ্ন আমি
করবো জনে জনে
পথে চলতে আনমনে
পথে চলতে আনমনে
পথে চলতে আনমনে
কোন্ দিকে ভাই হেরার পাহাড়
বলে দাও আমায়।।

একা একা খুঁজবো আমি
বদর দিকে দিকে
হাজার খুশি নিয়ে বুকে
হাজার খুশি নিয়ে বুকে
হাজার খুশি নিয়ে বুকে
মুক্তির দীক্ষা নেব সেথায়
গভীর পিপাসায়।।

www.nagorikpathagar.org

নিপীড়িত মানুষের হাহাকার চিৎকার

নিপীড়িত মানুষের হাহাকার চিৎকার
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বাড়ছে
জালিমের কালো থাবা বিষাক্ত লোলুপতা
স্বাধীনতা স্বাধিকার কাড়ছে।।

হাতে তাই তুলে নাও শম্‌শির
মুছে ফেলো এ আঁধার রাত্রির
আলোকের বন্যায় ভেসে যাক আবিলতা
কালো ছায়া অভিশাপ আজকে।।

ঘুণে ধরা এ সমাজে ভ্রান্তির
লেশটুকু মুছে দাও রাহ্‌গীর
আঞ্জাম দিয়ে যাও কাঙ্ক্ষিত প্রভাতের
তৌহিদী সুদিনের কাজকে।।

সাথে পাবে দৃঢ়তা জনতার
বরাভয় কোরানের বারতার
ঘরে ঘরে জেহাদের ঘাঁটি গড়ো দুর্জয়
হোক যত দুর্যোগ আজকে।।

www.nagorikpathagar.org

চল্‌রে চল্‌

চল্‌ চল্‌ চল্‌রে চল্‌ জিহাদের ময়দানে
চল্‌ চল্‌ ছুটে চল্‌ মুক্তির সন্ধানে।।

পিছুটানা শৃংখল ছিঁড়ে চল্‌
সামনের গিরি বাধা ভেঙে ফেল
দে দে দে সাড়া সাড়া দে
কোরানের আহবানে।।

জেগে ওঠ আল্লাহর সেনাদল
মৃত্যুকে নির্মল পায়ে দল
জঞ্জাল পিষে চল্‌ পিষে চল্‌
চঞ্চল প্রাণপণে।।

হিমশীতল রক্তের মূল্য নেই
কাপুরুষ কম্পিতের মূল্য নেই
শার্দূল দেয় সাড়া, সাড়া দেয়
মুক্তির পয়গামে।।

বলে কে অগ্নিগিরি সুপ্ত যে
দে দে জ্বালামুখ খুলে দে
যাক যাক ছড়িয়ে, ছড়িয়ে
সে আগুন সবখানে।।

আমাদের গতিবেগ রোখে কে
চুরমার হয়ে যাবে আজকে সে
ঝঞ্ঝা কি যায় বাঁধা, বাঁধা যায়
বাঁধা যায় বন্ধনে।।

www.nagorikpathagar.org

জাগরে জাগ

জাগ জাগ জাগরে মুসলমান
চৌদিকে ফের ছড়িয়ে দে তুই
তৌহিদী ফরমান।।

ভেংগে ফেল তোর গাফলতি ঘুম
পুনরায় ফিরে এলো মৌসুম
চোখ মেলে দেখ
সত্যের জয়
পরাজিত শয়তান।।

বদর বিজয়ী ওরে সৈনিক
বাজা দুন্দুভি কাঁপা দশদিক
এবার কায়েম করতেই হবে
বিপ্লবী ইসলাম।।

মানুষের গড়া যত মতবাদ
দলে পিষে পায় করি বরবাদ
পতাকায় আজ আঁকতেই হবে
শাশ্বত কোরআন।।

যত বুঝদিল পিছে পড়ে থাক
কে আছিস হাঁক হায়দরি হাঁক
কাবার যাত্রী কাপুরুষ নয়
জঙ্গী মুসলমান।।

কে থামায় তোর তাকবীর ধ্বনি
না'রায় লাগা উল্কার খনি
চিৎকার শুনে
পালিয়ে মরুক
শয়তান বেঈমান।।

www.nagorikpathagar.org

আমরা শপথ করেছি

বাতিলের উৎখাতে বজ্রকঠোর
আমরা শপথ করেছি
আজাদির অন্বেষা সুদীপ্ত সাহসে
বক্ষে জাপটে ধরেছি।।

আমরা থামিনি থামবো না কভু
আসুক না প্রলয় ঝঞ্ঝাও তবু
লাখ লাখ শহীদের রক্তের মূল্যে
প্রাণে প্রাণে মিনার গড়েছি।।

যুগে যুগে আমরা জেহাদ করেছি
মানিনিতো পরাজয়
কুফরীর পয়মালে উদ্ধত যৌবন
অগ্নিগিরির বরাভয়।।

আমরা মুসলিম তৌহিদী পতাকী
শাহাদাত অভিলাষ বুকে চেপে রাখি
সত্যের সুমহান উজ্জ্বল লক্ষ্যে
জেহাদী জিন্দেগী বরেছি।।

www.nagorikpathagar.org

কে আছিস বীর

কে আছিস বীর আয় ছুটে আয়
খোদার পথে জীবন বিলাই
কারবালার এই প্রান্তরে ফের
বালাকোটের এই মাঠে ফের
তৌহিদের নিশান উড়াই।।

ভীরুর তরে নয়কো কোরআন
খোদার দেয়া জীবনবিধান
আল-ফেসানী বেরলভী আর
তীতুর মত বিপ্লবী চাই।।

সব মতবাদ দু'পায় দলে
কাবার পথে আয়রে চলে
বজ্রসাহস বক্ষে বেঁধে
রাশেদার যুগ যাই গড়ে যাই।।

আল-মাদানীর রক্ত যেথায়
ঝরেছে হায় স্রোতের ধারায়
সেথায় পুনঃ জাগবে ইসলাম
চৌদিকে তার সাড়া যে পাই।।

তোর এ দেশের বাঁকে বাঁকে
লক্ষ শহীদ তোকেই ডাকে
তবু কি তুই থাকবি বেহুঁশ
আজ এ কথার জবাব যে চাই।।

www.nagorikpathagar.org

জাগো

জাগো জাগো জাগো
সিংহসেনারা জাগো
জাগো তাজা তাজা প্রাণ
আনো বাঁধ ভাংগা বান
করো দূর অভিশাপ তাগুতের।।

দিকে দিকে কুফরির সয়লাব
ডুবে যায় সত্যের আফতাব
জুলুমের যাতাকলে নিপীড়িত মানবতা
সবখানে উদ্ধত পাশবিক দানবতা
গাও জেহাদেরি গান
নাও হাতে কোরআন
ভেংগে ফেল কালো শির অসত্যের।।

জাগো জাগো বিপ্লবী সৈনিক
জাগে যেন সেই সাথে দশদিক
তোমাদের পানে চেয়ে সবহারা মানুষেরা
তোমাদের পানে চেয়ে লাখো লাখো শহীদেরা
গাও তৌহিদী গান
নাও হাতে কোরআন
করো দূর বিভীষিকা জগতের।।

www.nagorikpathagar.org

কতদূর মদিনা

মদিনা মদিনা কতদূর মদিনা
আঁধারের দেশে আলোর নেশায়
কেঁদে মরে চেতনা।।

দীর্ঘ রজনী ভোরকে করেছে দূর
হেথায় বিলীন মানবতার মহাসুর
বাঁকে বাঁকে আজ
হাহাকার শুধু
মরণের আনাগোনা।।

ভ্রান্ত মতের দাবদাহ বন্যায়
উদ্ধত হলো ভয়াবহ অন্যায়
ঘরে ঘরে তাই
ফরিয়াদ শুধু
আজাদির আরাধনা।।

যেথায় মানুষ মানবাধিকার লভে
বেঁধেছিল নীড় শান্তির কলরবে
সকল গ্লানির
হলো অবসান
দূর হলো প্রবঞ্চনা।।

মুজাহিদ ওরে কোন সে ব্যথায় কাঁদো
কোন সে ব্যথায় দুখের কাহিনী সাধো
মোছ আঁখি লোর
চলো খুঁজি ফের
রাসূলের ঠিকানা।।

www.nagorikpathagar.org

শহীদের ঈদগাহে চলো

চলো চলো চলো মুজাহিদ
জিহাদের ময়দানে চলো
শহীদের ঈদগাহে চলো
অন্যায় জুলুম বাতিলের ভিত্তি
বজ্রের হুংকারে দলো।।

অশান্ত এই পৃথিবীতে মানবতা আজ বন্দি
অবিচার অনাচার বাতিলের সঙ্গে
হয়েছে যে তাগুতের সন্ধি
তৌহিদী হেরার রাহী জাগো রে
কুফ্‌রীর বুনিয়াদ ভাঙো রে
কুরআনের সমশির হাতে তুলে নাও বীর
জিহাদের ময়দানে চলো।।

ধরাতল জুড়ে আজ অশান্তি শুধু হায়
অস্ত্রের ঝন ঝন ঝংকার
হায়েনার মত আজ বড় বড় শক্তি
কেড়ে নেয় মানুষের অধিকার।

দিগন্তে ওই শোন শোন মজলুমানের কান্না
রোগে শোকে অনাহারে দু'মুঠো অন্ন
এতোটুকু ঔষধও পায় না
পথে পথে পড়ে আছে অসহায়
সমাজের ওরা যেন কেউ নয়
ওই সব মানুষের মুক্তির জন্যে
জিহাদের ময়দানের চলো।।

www.nagorikpathagar.org

জনতার মনে

জনতার মনে উত্তাল ঢেউ
মিছিলে মিছিলে সাড়া
জালেমের দল জাহেলের দল
ক্ষমা পাবে নাকো তারা।।

উত্থিত হাত লেলিহান শিখা যেন
চোখে চোখে আজ
বজ্রের লেখা যেন
গুড়ো করে যায় যত শৃংখল
বঞ্চিত ছিল যারা।।

বহু শতকের পুঞ্জিত ক্রোধে
গোলামীর জিন্‌জির
ছিঁড়ে ফেলে দেয় ক্ষমাহীন রোষে
সিপাহী শতাব্দীর।

পদাঘাতে আজ ঘুমানো অগ্নিগিরি
বিপ্লব ক্ষণে খুলে দিল
সব সিঁড়ি
মুক্তিকামীরা ঐক্যবদ্ধ
দুর্দম গতিধারা।।

www.nagorikpathagar.org

শতাব্দী তোমাকেই ডাকছে

শহরের ফুটপাতে
পল্লীর পথে ঘাটে
সবহারা মানুষ ঐ কাঁদছে

বেদনার কালগুণে
আজাদির জালবুনে
বিপ্লবী কাফেলাকে ডাকছে।।

মানবতা ধুঁকে ধুঁকে মরে আজ
জালিমের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে
আলোকের পায়রা যে ভোলে পথ
নিরন্ধ্র আঁধারের আক্রমণে
নির্ভীক সংগ্রামী
সংকটে সংযমী
শতাব্দী তোমাকেই চাচ্ছে।।

মিথ্যার অমানিশা ঘিরে আছে
সত্যের সূর্য
কওম যেন ঘুমঘোরে জংগাহে
পড়ে আছে তুর্য।

চারিদিকে বিভীষিকা হাহাকার
বাতিলের উলংগ আগ্রাসনে
চেতনার নভনীলে
মেঘ জমে ধীরে ধীরে
অলক্ষ্যে সংগোপনে।
এই ঘোর দুর্দিনে
নামো বীর অভিযানে
জেহাদের ডাক শোনা যাচ্ছে।।

www.nagorikpathagar.org

ইনকিলাবের অস্ত্র মোদের

ইনকিলাবের অস্ত্র মোদের
লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ
এই কলেমার পথ ধরে
সকল বাধা যাই চিরে
যাইরে যেথায়
গড়ি সেথায়
বিপ্লবেরই লাল্‌কেল্লা।।

এই কলেমার বিপ্লবী তাই
ভয় করি না আর কারো
ভয় করি না ভয় করি না
আসুক না ঝড় বান আরো
বদর ওহুদ খন্দকে
জয় এনেছি দশদিকে
জালিম জনের
প্রাসাদ স্বপ্নের
দলে যেতে দেই পাল্লা।।

এই কলেমার ডাক শুনে ভাই
এক নিমিষে বজ্র হই
খোদাদ্রোহীর বক্ষ পানে
অগ্নিচোখে তাকিয়ে রই
এই কলেমাই প্রথম বল
এই কলেমাই শেষ সম্বল
দৃপ্ত পায়ে
কঠোর ঘায়ে
ধ্বংস করি গায়রুল্লাহ।।

এই কলেমার ঝাণ্ডা বন্ধু
ওড়াবো ফের বিশ্বময়
এই কলেমার মুজাহিদদের
জয় অভিযান কে ঠেকায়
পড় ফেটে পড় নিনাদে
চল্ ছুটে চল্ জিহাদে
জীবন নেব
জীবন দেব
ভরসা মোদের এক আল্লাহ।।

www.nagorikpathagar.org

আমরা জেগেছি

আমরা জেগেছি জাগাব এবার
শত কোটি তাজাপ্রাণ
মিলিত ঐক্যে ভেংগে চুরে যাব
জুলুমের জিন্দান।।

আঁধার বাধার বিন্ধা গুড়িয়ে
সত্য-ন্যায়ের ঝাণ্ডা উড়িয়ে
সুনীল সাহসে গান গেয়ে যাব
জীবনের জয়গান।।

চেতনার দ্বারে মৃদু করাঘাত হেনে
জাগাব ঘুমের পাড়া
মুক্ত উদার আলোকের আহ্বানে
উঠবে নতুন সাড়া।

মিথ্যা ক্লেদ ভীরুতা মাড়িয়ে
অন্ধ দিনের সীমানা ছাড়িয়ে
নিকষ রাতের যবনিকা ছিঁড়ে
আনবো প্রাণের বান।।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের রক্ত টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ করছে

আমাদের রক্ত টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ করছে
আমাদের বক্ষে শপথের বৈশাখ
ঝঞ্ঝার টুটি চেপে ধরছে।।

জালিমের বুকে বান হানছি
ঘুণে ধরা এ সমাজ ভাংছি
আমাদের তাকবীরে
তাগুতের বুনিয়াদ
কেঁপে কেঁপে ভেংগে ভেংগে পড়ছে।।

মানুষের অধিকার নিয়ে যারা প্রতিদিন
ছিনিমিনি খেলছে
আমাদের সংগ্রাম তাহাদের স্বপ্নের
ভিত্‌ ভেংগে ফেলছে।

বিষধর কালো ভুজংগ
অপচল পাহাড়ের শৃংগ
আমাদের জংগীরা
দলে পিষে অবিরাম
সরাসরি মুখোমুখি লড়ছে।।

www.nagorikpathagar.org

আগুনের ফুলকিরা এসো

আগুনের ফুলকিরা এসো জড়ো হই
দাবানল জ্বালবার মন্ত্রে
বজ্রের আক্রোশে আঘাত হানি
মানুষের মন গড়া তন্ত্রে।।

এসো বন্যার খরতেজ মাড়িয়ে
এসো উল্কার ক্ষিপ্রতা ছাড়িয়ে
নির্দয় নির্মম আঘাত হানি
তাগুতের সব ষড়যন্ত্রে।।

তৌহিদী বিপ্লব দিকে দিকে আনো আজ
শান্তির সয়লাব বুকে বুকে দানো আজ।

এসো সত্যের সূর্যটা উদিয়ে
এসো জিহাদের সংগীন উঁচিয়ে
প্রলয়ের হুংকারে ধ্বংস আনি
বাতিলের সব ষড়যন্ত্রে।।

www.nagorikpathagar.org

ভাঙ্ মিথ্যার জগদ্দল

ঘন দুর্যোগ পথে দুর্ভোগ
তবু চল তবু চল
পাহাড় বনানী পেরিয়ে সেনানী
ভাংগ মিথ্যার জগদ্দল।।

মজলুমানের মৃত্যু-তুহীন হৃদয়ে
আন আশ্বাস রক্ত সূর্য উদয়ে
হেরার গুহার উদ্ভাসে ফের
জাগা জনতার প্রাণ অতল।।

তিমির কুহেলী ঠেলে আন
তিথি শুক্লা
নিদালী হৃদয়ে জ্বাল
অম্লান উল্কা।

হেজাজের ঝড়ে জনপদে আন বন্যা
কোরানের সুধা পিয়ে ধরা হোক ধন্যা
নয়া খেলাফত রাশেদার দিন
ঘুঁচাক জাহেলী প্রলাপ-ছল।।

www.nagorikpathagar.org

শোর উঠেছে

সব দেশে আজ শোর উঠেছে
তৌহিদী ইনকিলাবের
কুল-মুসলিম প্রস্তুতি নেয়
ইসলামী বিপ্লবের।।

কতকাল আর ঘুমাবে সিপাহসালার সিংহদিলীর
জ্বালামুখ নীরব রবে আর কতকাল অগ্নিগিরির
মাথা তোল্ দে ঝাড়া গা
হিম হয়ে যাক বুক কাফেরের।।

এতকাল জাগিসনি তাই ভীড় জমেছে দেখ বাতিলের
জালিমের অত্যাচারে উঠছে মাতম মজলুমানের
তবু কি জাগবি না তুই
আয় রাহাবার দীপ্ত রাহের।।

কোরানের শাসন চেয়ে মার খেয়েছে কেবল যারা
দিকে দিকে গড়ছে ঘাঁটি দেখ চেয়ে ঐ আজকে তারা
কে আছিস বিপ্লবী আয়
খালিদ আলীর পথ ধরে ফের।।

জাগে ইখওয়ান দেখ রক্ত মেখে লাখ শহীদের
ঈমানের সূর্য তেজে ভাগ্য গড়ে কুল-আরবের
তুইও জাগ এই সময়ে
বন্ধুগো মোর বাংলাদেশের।।

হতাশার রাত যে গেল প্রভাত এলো রক্তমাখা
জেহাদের ময়দানে তাই উড়ছে নিশান হেলাল আঁকা
তুইও আজ হ মুজাহিদ
পয়গামে ঐ আল কোরআনের।।

www.nagorikpathagar.org

ভুল ভুল ভুল

যদি কেউ বুঝে থাক মুসলিম মরে গেছে
যদি কেউ ভেবে থাকো ইসলাম ডুবে গেছে
ভুল ভুল ভুল বন্ধু ভুল বুঝেছো
ভুল ভুল ভুল বন্ধু ভুল ভেবেছো।।

ফিরে আসে মুছতে আঁধার
জিহাদের দিন যদি আবার
থাকবে না কেউ মাথা তোলার
সাড়া জাগাবার
ভুল ভুল ভুল বন্ধু ভুল ভেবেছো।।

সর্বহারার দীর্ঘ নিশ্বাস
ভরবে আকাশ ভরবে বাতাস
গরিব দুখি রইবে নিরাশ
পাবে না আশ্বাস
ভুল ভুল ভুল বন্ধু ভুল ভেবেছো।।

সারা জীবন মজলুম হেথায়
সইবে জুলুম সইবে অন্যায়
খেলাফত আর পাবে না হায়
কাঁদবে বেদনায়
ভুল ভুল ভুল বন্ধু ভুল ভেবেছো।।

কারবালাতে ইমাম হোসেন
ধুলির সাথে মিশে গেছেন
বালাকোটে বেরলভীও
ব্যর্থ হয়েছেন
ভুল ভুল ভুল বন্ধু ভুল ভেবেছো।।

www.nagorikpathagar.org

চলো মুজাহিদ

চলো চলো চলো মুজাহিদ
পথ যে এখনো বাকি
ভোলো ভোলো ব্যথা ভোলো
মুছে ফেলো ঐ আঁখি।।

আসুক ক্লান্তি শত বেদনা
শপথ তোমার তবু ভুলোনা
সময় হলে দিও আজান
তৌহিদের হে প্রিয় সাকী।।

তোমার ঘামের সঙ্গে মিশে
জাগবে সাড়া রাতের শেষে
উঠবে বেজে ভোরের সানাই
নীড়ছাড়া ওরে পাখি।।

ক্ষুধায় কদম চলতে চায় না
দৃষ্টি পথের সীমা পায় না
বাঁকের পরে বাঁক যে এসে
দূরের সাথে বাঁধে রাখি।।

ব্যথার পাথর বক্ষে চেপে
যেতে হবে তবু যে দূরে
থামলে তোমার চলবে নাকো
ভীরুর খ্যাতি চাও নাকি।।

সান্ত্বনা তব খোদার খুশি
এইতো পাওয়া রাশি রাশি
লোকের ঘৃণায় কি আসে যায়
খোদার সেই রঙ নাও মাখি।।

ভয় কি তোমার সংগী খোদা
দিলের কাবায় কোরান বাঁধা
মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী
কে বা তোমায় দেয় ফাঁকি।।

www.nagorikpathagar.org

জেহাদের এই কাফেলা

জেহাদের এই কাফেলা বন্ধু
চিরদিন বেঁচে থাকবে
সত্যের পথে মুক্তির পথে
তোমাকে আমাকে ডাকবে।।

যেখানে জুলুম গেঁড়েছে শিকড়
জাহেলিয়াতের গতি ঘনঘোর
সেখানে ন্যায়ের হেলাল দীপ্ত
পতাকা উঁচু রাখবে।।

কোরানের এই বিপ্লবী দল
মজলুমানের শেষ সম্বল
তাগুতের বুকে মৃত্যু-ডংকা
তাকবীর রবে হাঁকবে।।

শহীদি খুনের নজরানা এই
হেরার কাফেলা সন্দেহ নেই
এই কাফেলারই দৃপ্ত আঘাতে
মৃত জনপদ জাগবে।।

www.nagorikpathagar.org

জাগতেই হবে

এই দুর্যোগে এই দুর্ভোগে আজ
জাগতেই হবে, জাগতেই হবে তোমাকে
জীবনের এই মরু বিয়াবানে
প্রাণ আনতেই হবে, আনতেই হবে তোমাকে।।

জড়তার দেশে দাও দাও হিন্দোল
বহাও বন্যা তৌহিদী হিল্লোল
অমারাত্রির সকল কালিমা মুছে
সূর্য ওঠাতেই হবে, ওঠাতেই হবে তোমাকে।।

এখানে এখনও জাহেলি তমদ্দুন
শিকড় গাঁড়ার প্রয়াসে যে তৎপর
সজাগ সান্ত্রী প্রস্তুতি নাও নাও
প্রতিটি শিকড় উপড়াতে পরপর।

কুফুরির ভিত ভাঙার সময় হলো
মরু সাইমুম আগুনের ঝড় তোলো
কোরানের ডাকে বাতিলের ঝংকার
শেষ করতেই হবে, করতেই হবে তোমাকে।।

www.nagorikpathagar.org

হে মুজাহিদ হে মুজাহিদ

হে মুজাহিদ হে মুজাহিদ
দুরন্ত দুর্বার
গতিবেগে ঝঞ্ঝার
চুরমার করে দাও কুফুরির ভিত্।।

এই এই এই দেশে হুকুমত
জেঁকে আছে গেঁড়ে আছে জুলুমত
বীভৎস উৎসব
উৎখাত করো সব
এনে দাও এনে দাও কোরানের আলোকের সুবে উম্মিদ।।

ওই ওই ওই দেখ চিহ্ন
লাখো লাখো কলিজা যে দীর্ণ
এ দেশের পথে পথে
জেহাদের মাঠে মাঠে
সে হিসাব নাও আজ ভেঙে ফেলো ছিঁড়ে ফেলো কুফুরির ভিত্।।

নেই নেই নেই কোন শংকা
শোনো শোনো জেহাদের ডংকা
হবে হবে হবে জয়
তৌহিদের হবে জয়
হেঁকে যায় হাসি মুখে কওমের গৌরবে লক্ষ শহীদ।।

www.nagorikpathagar.org

কই সে মুসলমান

সত্যের নামে সংগ্রামী ছিল
অন্যায় রোধে বিপ্লবী ছিলো
কোথা সে মুসলমান, কই সে মুসলমান।।

জেহাদের মাঠে দুর্জয় ছিলো
আল্লাহর রাহে নির্ভয় ছিলো
কোথা সে মুসলমান, কই সে মুসলমান।।

মৃত বিয়াবানে প্রাণের ফোয়ারা এনে
যারা রচেছিল ছায়া সুনিবিড় নীড়
মরু দুর্দিনে বজ্রের ঝড় ঠেলে
যারা খুঁজেছিল নোনা দরিয়ার তীর।।

আঁধারের বুকে হেনেছিল বান
যারা গেয়েছিলো সাম্যের গান
কোথা সে মুসলমান, কই সে মুসলমান।।

আধেক জাহানে সোনালি সুদিন এঁকে
যারা লিখেছিলো শান্তির স্বরলিপি
উপমাবিহীন আজাদির কথা কয়ে
যারা ফিরেছিলো সারাটি জাহান ব্যাপি।

সাহারার প্রাণে সুধা অফুরান
ঢেলে দিয়ে যারা হলো মহীয়ান
কোথা সে মুসলমান, কই সে মুসলমান।।

www.nagorikpathagar.org

রক্তিম সময়ের কপোত উড়াই

উত্তাপে উজ্জ্বল রক্তিম সময়ের কপোত উড়াই
পাণ্ডুর চাঁদ ঠেলে
হিরকের উন্মুখ ঝিনুক কুড়াই।।

জীবনের চাষ করি দ্বিগুণ তিগুণ
ঘষে ঘষে নিশ্চয়ই জ্বালাবো আগুন
নিয়তির বাঁধ ভেঙে
নির্মম প্রহরের নিয়ম ঘুরাই।।

পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে
অগণন নক্ষত্র
সূর্যের সুসময়
দিয়ে গেল প্রোজ্জ্বল লহুলাল পত্র।

গাংচিল প্রয়াসের ধূসর ডানায়
পদাতিক ইচ্ছেরা দাঁড় টেনে যায়
সাগরিক হৃদয়ের
পংকোজ উৎসবে নগর জুড়াই।।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম আমি

মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি
আমি চির রণবীর
আল্লাকে ছাড়া কাউকে মানি না
নারায়ে তাক্‌বীর
নারায়ে তাক্‌বীর।।

বিপ্লবী আমি চির সৈনিক
চির দুর্জয় চির নির্ভীক
আল কোরানের শমশির আমি
কুটি কুটি করি রাতের ভীড়
নারায়ে তাক্‌বীর।।

কে সে কহে আমি ভেসে গেছি আজ
মিথ্যার সয়লাবে
শক্তি আমার দেখিও আবার
বাজবে দামামা যবে–

আল্লাহর আমি শক্তি অসীম
আলী হায়দার ইবনে কাশিম
সারা দুনিয়ার সরদার আমি
চির উন্নত উচ্চ শির
নারায়ে তাক্‌বীর।।

মুসলিম জাগে কারবালা শেষে
কঠিন শপথ করে
লাখো শহীদের কলিজার দামে
নতুন পৃথিবী গড়ে।

সেই মুসলিম চির উদ্দাম
তাইতো বজ্র শপথ নিলাম
আল্লাহর রাজ গড়বো এবার
চির শান্তির সুখের নীড়–
নারায়ে তাক্‌বীর।।

www.nagorikpathagar.org

রমজানের ঐ সওগাত লয়ে

রমজানের ঐ সওগাত লয়ে
হাসে দূরে আল- হেলাল
জানো কি জানো
বেহেশতি বেলাল।।
ও যে....

এই সুযোগে দিলের সকল
গ্লানি মুছে নাও
জীবনটাকে খোদার রাহের
রাহী করে নাও
জঠর জ্বালায় বুঝে নাও হে
গরিবের মেলাল্।।

নেহী- আনিল মুনকারের কাজ
এবার শুরু হোক
মাহে রমজান গড়তে এলো
ঐ কাজেরই লোক
তাগুত যেন হয়ে পড়ে
বেচায়েন বেহাল।।

আমর বিল মা'রুফের রাহ
সিয়াম দিলো খুলে
সত্য ন্যায়ের সুদীপ্ত দিন
আসুক দুলে দুলে
ছড়িয়ে পড়ুক ঘরে ঘরে
হাসুনাত খেছাল।।

মিথ্যা বাতিল ভীরুতার বাঁধ
দৃপ্ত পায়ে দলো
আসছে যে দিন আল কোরানের
আলোয় ঝল-মল
খোদার মদদ্ ফত্হে মুবীন
আয়, ইন্সানে কামাল।।

www.nagorikpathagar.org

কাওয়ালী

রাসূলুল্লার উম্মত আমি এক খোদার বান্দাহ
তাগুতের উচ্ছেদে আমার হয়েছে পয়দা
আশরাফুল মাখলুকাত আমি খলিফা আল্লাহর
বাতিলের উৎখাতে জানি পয়দায়েশ আমার।।

আমি মুসলিম চিরবিপ্লবী
আমার ভয়ে কাঁপে আজাজিল
আমি মুজাহিদ সৈনিক শেরদিল
আমার স্বপ্ন হেরার রাজ নিখিল
আমার শক্তির উৎস যে ভাই
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।।

রাসূল আমার জিন্দা সিপাহসালার
আমি দুর্বার ঈমানের দাবদাহে
আমার লক্ষ্য খোদার খোশদিল
আমার আজাদী শহীদের ঈদগাহে
আমার নেতা কামলিওয়ালা
বিশ্বনবী মুস্তফা।।

আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানি না
আমি তৌহিদের নির্ভীক সংগ্রামী
আমি ইসলাম ছাড়া কিছুই মানি না
জানি জিহাদ আমার শ্রেষ্ঠ বন্দেগী
খোদার বিধান কায়েম করতে
জীবন রাখি নাজরানা।।

আমি ওমর বিন খাত্তাব দারাজ দিল
আমি খোদার শের খয়বরজয়ী আলী
আমি সাইফুল্লাহ খালিদ বিন অলীদ
খোদাদ্রোহীর বক্ষে ত্রাসের আগুন জ্বালি
আল কুরআনের শার্দুল আমি
সত্যের তলোয়ারওয়ালা।।

www.nagorikpathagar.org

দিন এলো আগুনের

দিন এলো আগুনের
দিন এলো রক্তের
জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো জংগী।

মারো হাঁক হায়দারী
ফেটে পড়ো সরাসরি
প্রস্তুত বাঁকে বাঁকে লাখো সঙ্গী।।

বর্বর সভ্যতা মাথাচাড়া দিচ্ছে
উলংগ জড়বাদ
পাশবিক দানবিক পাঁয়তারা দিচ্ছে –
উদ্ধত করো শির
হানো তীর শমশির
ছেড়ে দাও মরণের মত ভংগী।।

চলবে না এইখানে জড়বাদী চক্র
প্রয়োজন হলে তবে
আমরাও ধাপে ধাপে হবো আরো বক্র
নির্ভয় নির্ভীক
ঝড় তোলো দশদিক
আগ্নেয়গিরি জাগো সব লংঘি।।

www.nagorikpathagar.org

চল্ মুজাহিদ

ইসলামের ঐ ঝাণ্ডা নিয়ে
চল্ মুজাহিদ চল্
সব মতবাদ দু'পায় দলে
নারায় তাকবীর বল।।

মতবাদের ধারক যারা
বাধার পাহাড় গড়ে তারা
সেই বাধার পাহাড় উপড়ে ফেলতে
চল্ রাসূলের দল।।

যারা বলে ইসলামে ভাই
অর্থনীতি রাজনীতি নাই
ঐ ওরা সবাই খোদার দুশমন
মোনাফেক দুর্বল।।

আল কোরানের স্বদেশ গড়া
দ্বীনের জন্য জিহাদ করা
ভাই ফরজে আইন রাসূলের কাজ
নাজাতের ফসল।।

আল কোরানের শাসন ছাড়া
শান্তি-শূন্য বসুন্ধরা
সেই আল কোরানের শান্তি আনতে
চল্ মুজাহিদ চল্।।

হেরার রাহী রে মুজাহিদ
ছাড়রে আরাম ছেড়ে দে নিঁদ
ভাই যত দিন না শির নোয়াবে
খোদাদ্রোহীর দল।।

www.nagorikpathagar.org

পরাজয় কভু মানবো না

পরাজয় কভু মানবো না তাই
শপথ করেছি ভাই
ভ্রুক্ষেপহীন দুঃসাহসের
নির্দেশ যেন পাই।।

স্বর্ণ ঈগল বিমুক্ত পাখা মেলে
আজাদির গান লিখে যায় নভনীলে
ঝড়ের সড়কে শত সংকটে
শংকাতো তার নাই।।

নিকষ আঁধারে বিজয়ের বীজ
সুতরুণ সূর্য
যুদ্ধের মাঠে উত্তাল ঢেউ
গম্ভীর তূর্য।

মরু বিয়াবানে মরু সাইমুম ঝড়
ডাকে অশান্ত সাহারার অন্তর
খাকের ঝাণ্ডা উড়ায়ে গগনে
ছুঁড়ে মারে উল্কাই।।

www.nagorikpathagar.org

এসো বুক ভেংগে দেই

এসো এসো এসো বুক ভেংগে দেই
সত্যের দুশমন জালিমগুলোর
এসো এসো এসো আজ
হেরার হীরক ঘষে
সোনার দুর্গ করি ধরণী ধুলোর।।

মানুষের প্রভু আজ মানুষ সেজেছে তাই
লাঞ্ছিত মানবতা কাঁদছে
পিশাচের হুংকার তর্জন গর্জন–
শংকায় এ পৃথিবী কাঁপছে।

চারিদিকে মৃত্যুর মহানেশা
দানবিক বিভীষিকা ক্রুর–হ্রেষা
এসো এসো এসো তাই ঘরে ঘরে বিলাই আজ
কপোত কপোত সুর কোরানী আলোর।।

শান্তির নামে আজ ধূর্ত মোড়লগুলো
দিকে দিকে দাবানল জ্বালছে
জনপদে অবিরাম মহামারি মড়ক ও
অসুখের বিষ ওরা ঢালছে।

বুভুক্ষু মানুষের হাহাকারে
এ পৃথিবী পরিণত কারাগারে
এসো এসো এসো তাই তৌহিদী পাল তুলে
সমুদ্র পাড়ি দেই অশুভ কালোর।।

www.nagorikpathagar.org

সূর্য যে কথা বলছে

জনতার মনে চেতনার শিখা জ্বলছে
নিশীথের তীরে সূর্য যে কথা বলছে।।

ক্রন্দন ভরা দিন
লাল খুন মাখা ঋণ
আগামী দিনের বিজয়ের কথা বলছে।।

সবহারা মানুষের
অম্লান সাহসের
ত্যাগ তিতিক্ষা উদয়ের পথে চলছে।

শান্তির অম্লান
শ্যামায়িত আরমান-
হেজাজের ঝড়ে বীভৎস বাধা দল্‌ছে।।

www.nagorikpathagar.org

মঞ্জিল দূরে নয়

আমাদের সামনে বাধার পাহাড়
সাথে বহে টলমল রক্ত নদী
মঞ্জিল দূরে নয় দুঃসাহসে
কদম কদম পথ চলো যদি।।

সংগ্রাম মুখর এই জীবনে
শপথ তপ্ত করে আগুনে
ঈমানের জ্বালা মুখে ঝঞ্ঝা এনে
জেহাদের মাঠে চল সূর্য-সাথী।

তাকবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে
বজ্র বর্ম বুকে জড়িয়ে
জীবনের ঘাটে ঘাটে বহ্নি ঢেলে
জেহাদের মাঠে চলো সঙ্গী-সাথী।।

www.nagorikpathagar.org

আজ যত প্রয়োজন

আজ যত প্রয়োজন গান গজলের
আর যত প্রয়োজন শিল্পীর
তারও চেয়ে প্রয়োজন সংগ্রামী আর
সিংহ সাহসী কর্মীর।।

যে কর্মী কোন বাধা মানে না
যে কর্মী ভয় কি তা জানে না
কোরানের দুশমন
যারে দেখে ভয় পায়
দুর্বার দুর্জয় উঁচু শির
আজ শুধু প্রয়োজন সেই কর্মীর।।

তাগুতের সয়লাব দেখে যে
শপথের দাবদাহে বাঁধে বুক
শহীদের ইতিকথা পড়লে মনে
ভুলে যায় আপনার সুখ দুখ।

যে কর্মী জানে নাকো হতাশা
দূরে ঠেলে নিরাশার কুয়াশা
জিহাদের ময়দানে
তৎপর অবিরাম
নির্ভীক বিপ্লবী মহাবীর
আজ শুধু প্রয়োজন সেই কর্মীর।।

www.nagorikpathagar.org

দাও খোদা দাও

দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ ইসলামী সমাজ
রাশেদার যুগ দাও ফিরায়ে দাও কোরানের রাজ।।

কোটি কোটি মানুষ হেথায় বঞ্চিত রে বঞ্চিত
বাতিল মতের জিন্দানে হায় লাঞ্ছিত রে লাঞ্ছিত
জলে স্থলে বিভীষিকা হায়
পশুত্ব আর বর্বরতায়
তাইতো হেথায় আজ কামনা
খোদা তোমার রাজ।।

লাখ শহীদের রক্তে এদেশ রঞ্জিত রে রঞ্জিত
লক্ষ মায়ের বক্ষে ব্যথা সঞ্চিত রে সঞ্চিত
কত ভাই যে হারিয়ে গেল
কত বন্ধু প্রাণ হারালো
সকল ব্যথা ভুলবো পেলে
খোদা তোমার রাজ।।

আর কত চাও রক্ত খোদা উজাড় এদেশ উজাড় প্রায়
আর কত চাও শহীদ খোদা উজাড় এদেশ উজাড় প্রায়
চাইলে আরো নাও গো আরো
রক্ত সাগর ভরো ভরো
সকল কিছুর বদলাতে দাও
খোদা তোমার রাজ।।

www.nagorikpathagar.org

যত গান গেয়েছি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

যত গান গেয়েছি

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

মতিউর রহমান মল্লিকের দ্বিতীয় একক গানের সংকলন 'যত গান গেয়েছি' এর প্রচ্ছদ করেছিলেন শিল্পী সরদার জয়নুল আবেদীন। বইটি কবি একঝাঁক তরুণ গীতিকার ও শিল্পীকে উৎসর্গ করেন। এরা হলেন : মরহুম মহিউদ্দীন বাকী। তোফাজ্জল হোসেন খান (গীতিকার, সুরকার, শিল্পী)। আজীজ সাইফুল্লাহ (শিল্পী)। সৈয়দ রফিক (কবি)। মুহাম্মদ আমীরুল ইসলাম। আমিনুল ইসলাম (কবি-গীতিকার)। শেখ বেলাল উদ্দীন (শহীদ সাংবাদিক)। খোন্দকার রাশিদুল হাসান। হাসান আখতার (লেখক- গীতিকার)। আবুল কাশেম (শিল্পী)। শহীদুল্লাহ মাসুদ। নোমান আল আযামী (শিল্পী)। তারিক মোহাম্মদ মনোয়ার হোসাইন (শিল্পী)। বইটি প্রকাশিত হয় ১৪ চৈত্র ১৩৯৩, ২৮ রজম ১৪০৭, ২৮ মার্চ ১৯৮৭। এটি মুদ্রণ করে ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস লি.। বইটির মূল্য ছিল সাদা ৩০ টাকা এবং নিউজ ২০ টাকা। বইটি প্রকাশ করেন সাহিত্য প্রকাশনী, প্রকাশক ছিলেন গোলাম মোস্তফা।

ভূমিকায় কবি মতিউর রহমান মল্লিক বলেন: "আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর অসীম রহমতে শেষ অবধি 'যত গান গেয়েছি' প্রকাশিত হল। জনাব অধ্যাপক ফজলুর রহমান সাহেবের গভীর আগ্রহ, জনাব আবদুল কুদ্দুস সাহেব ও তাঁর সহকর্মীদের কর্মতৎপরতা এবং সর্বজনাব আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ, মাসুমুর রহমান খলিলী, আসাদ বিন হাফিজ এবং সাইফুল্লাহ মানছুরদের অন্তরঙ্গ সহযোগিতা আমাকে ঋণী করে রাখলো। 'যত গান গেয়েছি'র গানগুলো মূলত এতদিনের বিভিন্ন সংকলন- সুর শিহরণ, পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে, প্রত্যয়ের গান এবং বিশেষ করে আমার প্রথম প্রকাশিত ইসলামী গানের বই 'ঝংকার' (প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮) থেকে নেয়া হয়েছে। কিছু নতুন গানও সংযোজিত হল অবশ্য। ইচ্ছে আছে, যত গান গেয়েছি এই নামে আরো একাধিক খণ্ড প্রকাশ করার। এই কারণে এটিকে আমরা প্রথম খণ্ড বলেছি। কেন যেন মনে হচ্ছে হামদ-নাত ও ইসলামী গানের ভবিষ্যত আবার মেঘাচ্ছন্ন হতে যাচ্ছে। কিন্তু স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং একটি জাতির জাগরণ-সংগ্রাম-উৎসাহ-অনুপ্রেরণা-আনন্দ ও দুঃখের স্থির উপস্থাপনার জন্যে, 'উদউ ইলা সাবীলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাওইজাতিল হাসানা' এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুরের সম্পদ-মাধ্যমকে যারা দৃঢ়তার সাথে কাজে লাগানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন, তাঁদের বিনিময় শুধু রাব্বুল আলামীন দান করলেই যথেষ্ট।" বইটিতে ১০০টি গান সংকলিত হয়।

বি.দ্র: ঝংকার এর ৫২টি গান 'যত গান গেয়েছি' নামে কবির এই গানের সংকলনে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করায় সেগুলো এখানে বাদ দেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

দৃষ্টি তোমার খুলে রাখো দীপ্র সৃষ্টির জন্য/ ২২৭
ইনিল হুক্‌ম ইল্লা লিল্লাহ/ ২২৮
আমাকে দাও সে ঈমান/ ২২৯
কথায় কাজে মিল দাও আমার/ ২৩০
ঈমানের দাবি যদি কোরবানি হয়/ ২৩১
ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দাওগো মেহেরবান/ ২৩২
এই গুনাহগার প্রভু দয়া ছাড়া কিছু চায় না/ ২৩৩
আমি পাখির কাছে বললাম/ ২৩৪
যখন পথের দিশা দিয়েছো খোদা/ ২৩৬
তনুমনে তুলবো তুমুল/ ২৩৭
আমাদের নিয়তে দাও খুলুসিয়াত প্রভু হে/ ২৩৮
ইসলামী সমাজ আর ইসলামী হুকুমত/ ২৩৯
সে কোন বন্ধু বলো বেশি বিশ্বস্ত/ ২৪০
রাসূল আমার ভালোবাসা/ ২৪১
সিদ্দিকে আকবর ইবনে কোহাফা/ ২৪২
সব মানুষের আযাদির দিন/ ২৪৩
জিন্নুরাইন তিনি/ ২৪৪
দশ বছরের একটি কিশোর/ ২৪৫
দিন যাকাত দিন/ ২৪৬
রহমত বরকত মাগফিরাতের/ ২৪৭
এ যে মাহে রমজান/ ২৪৮
ঈদের খুশী অপূর্ণ রয়ে যাবে ততদিন/ ২৪৯
এদেশ খানজাহানের/ ২৫০
সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে/ ২৫১
ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না/ ২৫২
ওরে ইসলামেরই জয়যাত্রা/ ২৫৩
কুয়াশা মুখর এই ধূসর সময়/ ২৫৫

www.nagorikpathagar.org

আমাদের সামনে নাকি অন্ধকারের অমানিশা/ ২৫৬
বজ্র আঘাতে ভাঙে এক সাথে/ ২৫৭
কি হবে হতাশ হয়ে হারিয়ে গিয়ে/ ২৫৮
আশাহত হয়ো নাকো তুমি/ ২৫৯
শত শত মালেক ঐ আসছে/ ২৬০
একদিন ঠিক আসবে বিজয়/ ২৬১
ইসলাম অর্থ/ ২৬২
আজকে জিহাদ তোমার আমার/ ২৬৩
গান শোনাতে পারি/ ২৬৪
সাহসের সাথে কিছু স্বপ্ন জড়াও/ ২৬৫
এ আকাশ মেঘে ঢাকা রবে না/ ২৬৬
পণ করেছি সত্য ন্যায়ের গান যে গাব ভাই/ ২৬৭
সংগঠনকে ভালোবাসি/ ২৬৮
যা কিছু করতে চাও/ ২৬৯
হঠাৎ করে জীবন দেয়া খুবই সহজ/ ২৭০
কোন মতবাদ/ ২৭১
আন্দোলন সেতো জীবনের অন্য নাম/ ২৭৩
আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে/ ২৭৪
এখনো মানুষ মরে/ ২৭৫
আমার গানের ভাষা, জীবনের সাথে যেন/ ২৭৬
শহীদে শহীদে জনপদ শেষ/ ২৭৭

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টি তোমার খুলে রাখো দীপ্র সৃষ্টির জন্য

দৃষ্টি তোমার খুলে রাখো দীপ্র সৃষ্টির জন্য
দেখবে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কত না অনন্য।।

বিহঙ্গ তার পক্ষ দোলায়
দূর বিমানে শূন্য কুলায়
কে রাখে ভাসিয়ে তারে
ভাবনা সামান্য।।

সমতল আর পর্বতমালা
এই কোলাহল ঐ নিরালা
কার মহিমা জড়িয়ে রাখে
গহন অরণ্য।

স্রোতের ধারায় রূপালী ঢেউ
ভাঙছে হীরক দেখেছো কেউ
কার সে ছবি বলছে কথা
আঁকছে সে কার চিহ্ন।।

বৃষ্টি নামে ঝর ঝর
লতায় পাতায় থর থর
কি যে মধুর বাতাস এসে
ভরে অপরাহ্ন।।

ঘাসের ডগায় শিশির কণা
মুক্ত আঁকা ওই আল্পনা
কার সুষমা ধারণ করে
হয়েছে গো ধন্য।।

www.nagorikpathagar.org

ইনিল হুক্‌ম ইল্লা লিল্লাহ

আল্লাহু আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌
ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ্‌
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌
মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।।

তুমি দয়ার অথৈ পারাবার
দুঃখের সাগর তুমি করো পার
পাপী তাপি সব গোনাহগার
চাহি তোমার করুণা।।

আল-কোরআনের মুক্ত ঠিকানায়
চালাও মোদের কাবার সীমানায়
যে পথ ধরলে পাইনা তোমায়
সে পথগামী করো না।।

বিধান দেবার তুমি যে মালিক
আর সবই ভুল তুমি শুধু ঠিক
মুক্তির দিশা শান্তির সুদিক
করো তুমি নির্দেশনা।।

www.nagorikpathagar.org

আমাকে দাও সে ঈমান

আমাকে দাও সে ঈমান
আল্লাহ্ মেহেরবান
যে ঈমান ফাঁসির মঞ্চে
অসংকোচে
গায় জীবনের গান।।

আল কোরানের আহ্বানে
হেরার পথে এসে
জীবন দেবার স্বপ্ন ছিল
দ্বীনকে ভালোবেসে
সেদিনগুলো মুখর ছিল
মধুর ছিল
সতেজ ও দ্বীপ্ত ছিল প্রাণ।।

কোন এক শহীদ আমার
সুনীল আকাশজুড়ে
হাজার তারার জ্বালতো প্রদীপ
স্মৃতির ব্যথায় ঝুরে।

সেদিন যেমন পেরিয়ে গেছি
সকল বাধাগুলো
সকাল সাঁঝে থাকত লেগে
পায়ে পথের ধুলো
আমাকে দাও সে আবেগ
দাও সে ঈমান
প্রভু হে রহিম রহমান।।

www.nagorikpathagar.org

কথায় কাজে মিল দাও আমার

কথায় কাজে মিল দাও আমার
রাব্বুল আলামীন
আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লায়
রাখো বিরামহীন।।

মোনাফেকি যা আছে এই
জীবন থেকে মোর
দূর করতে দাও দৃঢ় ঈমান
তপ্ত আঁখিলোর
চরিত্র দাও বলিষ্ঠতর
আমলে ছালেহিন।।

আমার জীবন আমার মরণ
আমার সুকৃতি
আমার নামাজ এবং আমার
সকল প্রস্তুতি
কবুল করে নাও হে প্রভু
গাফুরুর রাহিম।।

পথ পাবার পর আবার যারা
ভ্রান্ত হলো হায়
তাদের মত হে দয়াময়
করো না আমায়
চাই না জীবন বিড়ম্বিত
সান্ত্বনা বিলীন।।

www.nagorikpathagar.org

ঈমানের দাবি যদি কোরবানি হয়

ঈমানের দাবি যদি কোরবানি হয়
সে দাবি পূরণে আমি তৈরি থাকি যেন
ওগো দয়াময় আমার
প্রভু দয়াময়।।

ঈমানের দাবি সেতো বসে থাকা নয়
ঈমানের দাবি হলো কিছু বিনিময়
সেই বিনিময় যদি কলিজার ঘাম হয়
সেই ঘাম দিতে যেন তৈরি থাকি আমি
ওগো দয়মায়।।

ঈমানের উপমা যে অগ্নিশিখা
কাজ হলো শুধু তার জ্বলতে থাকা
তেমনি করে ওগো নিঃশেষে এই আমি
জ্বলে জ্বলে জীবনের দাম যেন খুঁজে পাই
ওগো দয়মায়।।

www.nagorikpathagar.org

ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দাওগো মেহেরবান

ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দাওগো মেহেরবান
আমায় দাওগো মেহেরবান
বুকের ভেতর ব্যথার নদী বইছে অবিরাম।।

আঁধার আমার আলো দিয়ে
কানায় কানায় দাও ভরিয়ে
অন্তর জুড়ে দাওগো প্রভু
ভোরের পাখির গান।।

ফাগুন কেড়ে নেয়া চৈত্র আষাঢ় করে দাও
গাছাগাছালির শীতল ছায়ায় জীবন ভরে দাও।

আমার ধু-ধু মরুর দেশে
দাওগো জোয়ার ভাটার শেষে
পারাবারের বাউরি বাতাস
আমায় করো দান।।

www.nagorikpathagar.org

এই গুনাহগার প্রভু দয়া ছাড়া কিছু চায় না

এই গুনাহগার প্রভু দয়া ছাড়া কিছু চায় না
জ্বলে পুড়ে গেলো বুক
সেরে দাও সব অসুখ
সওয়া যায় না।।

শুনেছি রজনী এলে দিবস আসে
আলোয় আলোয় সারা ভুবন ভাসে
মেঘে ঢাকা এই মন
কাঁদে শুধু অনুক্ষণ
রোদ পায় না।।

আর তো পারি না আমি বুক ভেঙে যায়
সান্ত্বনা তুমি ছাড়া কে দেবে আমায়
বলো কে দেবে আমায়।

তুমি তো সীমানা বিহীন অসীম অপার
অশেষ অসীম তব দয়ার পাথার
দু'টি হাত পেতে পেতে
সে দয়ার কিছু নিতে
বড় বায়না।।

www.nagorikpathagar.org

আমি পাখির কাছে বললাম

আমি পাখির কাছে বললাম
নদীর কাছে সুধালাম
তোমাদের গান তোমাদের সুর
কেন এমন মনোহর
কেন এমন সুন্দর
ওরা বললো শুধু বললোঃ
আমাদের কণ্ঠে স্রষ্টার নাম
অঙ্গে অঙ্গে তার সৃষ্টির দাম
আমাদের গান আমাদের সুর
তাইতো এমন মনোহর
তাইতো এমন সুন্দর।।

আমি অলির কাছে বললাম
কলির কাছে সুধালাম
তোমাদের মন কেন যে মোহন
কেন এমন স্বপ্নিল
কেন এমন অনাবিল
ওরা বললো শুধু বললোঃ
আমাদের স্বপ্নে স্রষ্টার ধ্যান
মর্মে মর্মে তাঁর স্মরণ অম্লান
আমাদের ঘ্রাণ সুরভিত প্রাণ
তাইতো এমন মনোহর
তাইতো এমন সুন্দর।।

আমি বিলের কাছে বললাম
ঝিলের কাছে সুধালাম
তোমাদের মুখ কেন উন্মুখ
কেন এমন টলমল
কেন এমন ছলছল
ওরা বললো শুধু বললোঃ
আমাদের বক্ষে স্রষ্টার দান

www.nagorikpathagar.org

পুষ্পে শষ্যে তাঁর সুধা অফুরান
আমাদের রং আমাদের রূপ
তাইতো এমন মনোহর
তাইতো এমন সুন্দর।।

আমি মাঠের কাছে বললাম
ঘাটের কাছে সুধালাম
তোমাদের গ্রাম বনানীর প্রাণ
কেন এমন উজ্জ্বল
কেন এমন উচ্ছ্বল
ওরা বললো শুধু বললোঃ
আমাদের সঙ্গে স্রষ্টার প্রেম
লগ্নে লগ্নে সম্প্রীতি লেনদেন
আমাদের নীড় সবুজের ভীড়
তাইতো এমন মনোহর
তাইতো এমন সুন্দর।।

www.nagorikpathagar.org

যখন পথের দিশা দিয়েছো খোদা

যখন পথের দিশা দিয়েছো খোদা
তখন বিপথে তুমি নিওনা
নিওনা নিওনা নিওনা
তখন বিপথে তুমি নিওনা।।

ঈমান যখন দিয়েছো খোদা
ওমরের মত দাও
বিনিময়ে তার যদি নিতে চাও
জীবন নিয়ে নাও
এইতো আমার পরম চাওয়া
তাগুতের পথে তবু নিওনা।।

ঈমানের পথ কাঁটায় ভরা
ফুল বিছানো নয়
জেনেছি যখন ধৈর্য তখন
দাওগো দয়াময়
এইতো আমার পরম চাওয়া
বাতিলের পথে তবু নিওনা।।

www.nagorikpathagar.org

তনুমনে তুলবো তুমুল

তনুমনে তুলবো তুমুল
তুর্য তাল ও তান
এসো গাই আল্লাহ নামের গান
এসো গাই গানের সেরা গান।।

পাখনা মেলে উড়লে পাখি
গায় কী ও নাম ডাকি ডাকি
আকাশ নীলে মেঘের ভেলা
নিত্য চলমান।।

ঢেউ সে দুলে দুলে বুঝি
সাত সাগরে বেড়ায় খুঁজি
এই নামেরই অরূপ রতন
হীরা ও কাঞ্চন।।

মাঠে মাঠে বনে বনে
সবুজ সবুজ আলাপনে
ঐ নামেরই আলোক ধারা
জমীন ও আসমান।।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের নিয়তে দাও খুলুসিয়াত প্রভু হে

আমাদের নিয়তে দাও খুলুসিয়াত প্রভু হে
দাও আন্তরিকতা
সৎ–সরলতা
তুলেছি হাত প্রভু হে।।

সুপথে আমাদের সুমতি দাও
শহীদি জীবনের নিয়তি দাও
বিনিময়ে দাও তার
চির সফলতার
সেই আখেরাত প্রভু হে।।

জীবনে আমাদের সাধনা দাও
মানুষের বেদনায় বেদনা দাও
দাও প্রাণ উদারতা
প্রেম মানবতা
এই মোনাজাত শুধু হে।।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী সমাজ আর ইসলামী হুকুমত

ইসলামী সমাজ আর ইসলামী হুকুমত
আর কত দূরে সেই খোদারই রহমত।।

জনপদ কাঁপা ঐ কান্না ও মুনাজাত
বাঁচাও হে প্রভু আবরু ও ইজ্জত
জালিমের জিন্দান হতে দাও নাজাত
আর কত দূরে খোদারই হুকুমত।।

আরমান আরজু ও আযাদির তারানা
বালাকোট প্রান্তর বিধৌত তামান্না
কোরানের নির্মাণ নন্দিত ঠিকানা
আর কত দূরে সেই খোদারই হুকুমত।।

মজলুম মানুষের কাংখা ও কামনা
যুগ যুগ ধরে ঝরা লহুর সাধনা
বাঁশের কেল্লার লালিত বাসনা
আর কত দূরে সেই খোদারই হুকুমত।।

www.nagorikpathagar.org

সে কোন বন্ধু বলো বেশি বিশ্বস্ত

সে কোন বন্ধু বলো বেশি বিশ্বস্ত
কার কাছে মন খুলে দেয়া যায়
কার কাছে সব কথা বলা যায়
হওয়া যায় বেশি আশ্বস্ত –
তার নাম আহমদ বড় বিশ্বস্ত।।

যে জন কখনো ব্যথা দিতে জানে না
যে জন কেবলি মুছে দেয় বেদনা
হৃদয়ের হাহাকার আপন করে নিতে আর
কার বুক এত প্রশস্ত –
তার নাম আহমদ বড় বিশ্বস্ত।।

মহানবী বলে তারে কেউবা ডাকে
আমি ডাকি প্রিয়তম
সে আমার ধ্যান, ভালোবাসা প্রেম
মধুময় মনোহর স্বপ্নসম।

যে জন করুণার অনুপম উপমা
যার মত মরমী কোথাও আর মেলে না
জীবনের আঙিনা আবাদ করে দিতে আর
কার বুক এত প্রশস্ত –
তার নাম আহমদ বড় বিশ্বস্ত।।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল আমার ভালোবাসা

রাসূল আমার ভালোবাসা
রাসূল আমার আলো–আশা
রাসূল আমার প্রেম বিরহের
মূল আলোচনা
রাসূল আমার কাজে–কর্মের
অনুপ্রেরণা।।

যখন দারুণ দুঃখ নামে
আমার জীবনজুড়ে
বিপদ–আপদ মুসিবতে
মরি পুড়ে পুড়ে
তখন তোমার শৈশব–কৈশোর
জোগায় সান্ত্বনা।।

আশাহত জীবন যখন
দুর্বিসহ লাগে
ব্যর্থ এবং পরাজিত
স্মৃতিগুলো জাগে
তখন তোমার বদর–ওহুদ
জুড়ায় যন্ত্রণা।।

কত রকম রাজার নীতি
প্রজার নীতি দেখলাম
দুঃখ হায়রে দুঃখ ছাড়া
আর কিছু না পেলাম
তাইতো শুধু মনে পড়ে
সোনার মদিনা।।

নেতার মত নেতা যখন
পাই না কোথাও খুঁজে
কাঁদি শুধু কাঁদি হায়রে
এই দু–টি চোখ বুজে
তখন তোমার স্মরণ আমার
দেয় যে সান্ত্বনা।।

www.nagorikpathagar.org

সিদ্দিকে আকবর ইবনে কোহাফা

সিদ্দিকে আকবর ইবনে কোহাফা
রাসূলের অবিকল ছায়াছবি
দ্বীনের তরে কে আর এমন
উজাড় করে দিল যা কিছু সবই।।

রাসূলের অনুগত কে আর এমন
রাসূলের প্রিয়তম কে আর এমন
রাসূলের ডাকে সদা তৈরি থাকে
রাসূলের নীতিমালা অটুট রাখে
হিজরতে দ্বিধাহীন দীপ্ত সাহসী
আমাদের চির চেনা কোন সাহাবী।।

রাসূলের জীবনের ব্যাখ্যা তিনি
আমরণ সংগ্রামে সঙ্গী তিনি
রাসূলের রাষ্ট্রের স্থপতি
সন্ধ্যা তারার মত ধ্রুবজ্যোতি
তাঁর হাতে হলো শেষ মিথ্যা বাতেলী
ধোঁকাবাজ যত সব ভণ্ড নবী।।

www.nagorikpathagar.org

সব মানুষের আযাদির দিন

সব মানুষের আযাদির দিন
এনেছিল হযরত ফারুকে আজম
সিপাহসালার পিঠে বোঝা তার
জনগণ যারে ভাবে প্রিয়তম।।

শুয়ে আছে খলিফা সে তপ্ত বালুকায়
পরাক্রমশালী তবু চেনা নাহি যায়
ক্ষুধিতের কাঁদনে কাঁদে অনুক্ষণ।।

বীরদের সেরা সেতো মানে না কারো
আল্লাহর ভয়ে তবু ভীত সে আরো।

চাকরের মত চলে রশি ধরে সে
ভৃত্য তার যেতে থাকে উটে চড়ে যে-
তেমন পথে কাঁদে দু'নয়ন।।

www.nagorikpathagar.org

জিন্নুরাইন তিনি

জিন্নুরাইন তিনি
সম্পদে সম্ভারে সে সময়ে সকলের
সেরা ছিলেন
তবু দ্বীন কায়েমের লাগি
জীবনের ঝুঁকি যত বেছে নিলেন
কেন বেছে নিলেন।।

গরিব দুঃখীর সেরা দোসর তিনি
রাসূলে খোদার খোদ ওসমান গণী
কোরানের এই রূপ তিনিই দিলেন।।

তাহার হৃদয় সেতো আকাশ প্রমাণ
দানের মহিমা সেতো সাগর সমান
জিহাদের আহ্বানে ব্যাকুল ছিলেন।।

www.nagorikpathagar.org

দশ বছরের একটি কিশোর

দশ বছরের একটি কিশোর
আহা কত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার
সেই বয়সেই আনলো ঈমান
নেই নেই সাহসের নেই জুড়ি যার।।

রাসূলের সঙ্গ পেয়ে সে ছেলে
আগুনের মত যেন উঠলো জ্বলে
নাম শুনলেই আজও বেঈমান
ভয়ে ডরে শঙ্ককায় কাঁপে থরথর।।

যৌবনে অগণন জেহাদে জয়ী
কালেমার প্রদ্যুত পতাকাবাহী।
মহাবীর যোদ্ধা শেরে খোদা নাম
কোরানের শিক্ষায় পেল এত দাম
সেই হযরত আলী হায়দার
আমাদের মাঝে যেন আসে বারবার।।

www.nagorikpathagar.org

দিন যাকাত দিন

দিন যাকাত দিন ধনী গণি
এই মাহে রমজানে
গরিব দুঃখীর হিসসা দিয়ে
আনুন তৃপ্তি প্রাণে।।

ধনের মালিক আপনি তো নন
আপনারও নয় আপনার জীবন
সকল কিছুর মালিক তিনি
সবই যাহার শানে।।

“থাকলে ভুখা প্রতিবেশি
রয়নাতো ঈমানের রেশই”
থাকতে সময় নিন বুঝে নিন
এই হাদীসের মানে।।

যাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে
হারাবার ভয় থাকে না রে
আমীর ফকির এক হয়ে যায়
ঈমানদার তা জানে।।

www.nagorikpathagar.org

রহমত বরকত মাগফিরাতের

রহমত বরকত মাগফিরাতের
এই মাহে রমজান
সৃষ্টির তরে স্রষ্টার এযে
শ্রেষ্ঠ অবদান।।

শারদুল হতে দ্বীনের পথে
আল্লাহর ঈশকের মজনু হতে
সুযোগ সুমহান।।

রমজান হলো ঢালের মত
রুখবে বিপদ আপদ যত
শক্তি অফুরান।।

রমজান সেতো খোদার তরে
পুরস্কার অকাতরে
দিবেন রহমান।।

যাকাত যেমন সব জিনিসের
রোযা তেমন যাকাত দেহের
রাসূলের ফরমান।।

www.nagorikpathagar.org

এ যে মাহে রমজান

এ যে মাহে রমজান
রহমতের দরিয়া
এই দরিয়ায় কাটরে সাঁতার
গোনাহ যাবে ঝরিয়া।।

নতুন চাঁদের আগমনে
পূর্ণ প্রেমের আয়োজনে
আকাশ বাতাস নিখিল ভূবন
সবই গেল ভরিয়া।।

ক্ষমা পাওয়ার এমন সুযোগ
ছাড়িসনে তুই ভুলে
আজ আছিস কাল থাকবিনা হায়
যেতে হবে ঐ কূলে।

ধরার হাটে আলোর খেলা
ফুল ফসলের বসলো মেলা
গাফেল বেহুঁশ ঘুমাসনে আর
কর সাধনা মরিয়া।।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের খুশী অপূর্ণ রয়ে যাবে ততদিন

ঈদের খুশী অপূর্ণ রয়ে যাবে ততদিন
খোদার হুকুমাত হবে না কায়েম–
কায়েম হবে না যতদিন।।

যেখানে মানুষ অধিকারহারা
যেখানে জীবন দুখে শোকে ভরা
সেখানে আকাশে ঈদের ঐ চাঁদ
মেঘেই ঢাকা যে চিরদিন।।

যেখানে জুলুম সীমা ছেড়ে যায়
কুফরী বাতিল শুধু বেড়ে যায়
সেখানে মানুষের হৃদয়াবেগ
থাকেনা থাকেনা অমলিন।।

যেখানে যখন কোরানের বিধি
হয়েছে ন্যায়ের চির প্রতিনিধি
সেখানে অনিশেষ খুশির আমেজ
পেয়েছে জনতা চিরদিন।।

www.nagorikpathagar.org

এদেশ খানজাহানের

এদেশ খানজাহানের
এদেশ শাহজালালের
এই শাহ মাখদুমের চারণভূমি
গর্বের দেশ আমাদের।।

ঈসা খানের বাহাদুরী
দেশের অলংকার
শহীদ তীতুর কীর্তিগাঁথা
জাতির অহংকার
বীর মুজাহিদ উত্তরসূরী
আমরা যে ভাই তাদের।।

অকুতোভয় শরীয়তুল্লাহর
ইসলামী সংগ্রাম
রক্তে আনে আজো জোয়ার
দোদুল দোলায় প্রাণ।

নাম না জানা কত দিলীর
খোদার হুকুমাত
কায়েম করতে যুগে যুগে
করলো জীবন পাত
অন্তর জুড়ে আজো জলে
অমর স্মৃতি যাদের।।

www.nagorikpathagar.org

সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে

সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে
শহরে নগরে উপকণ্ঠে
চির গৌরব নব যৌবন
জেগে ওঠে যেন নব ছন্দে।।

জনতা সাগরে আশার জোয়ার ডাকে বান
প্রতি প্রাণে প্রাণে দৃঢ় চেতনার জাগে গান
জাগে অনল প্রবাহ
জাগরে প্রদাহ
আলো আঁধারের চির দ্বন্দ্বে।।

রোদের সাহসে আকাশের মেঘ কেটে যায়
চলার আবেগে নদী সে মোহনা খুঁজে পায়
পায় অজানা অচেনা
পথের ঠিকানা
পাখিরও গতির অনুষঙ্গে।।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না

ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না
কোন রাজা মহারাজার
ধার মোরা কেউ ধারি না।।

খোদার পথের সৈনিক মোরা
তাইতো কেয়ার করি থোড়া
লোকও নিন্দা বাধার বিন্ধা
কোনই বিপদ জানি না।।

ছাত্র যুবক আমরা সবাই
খোদার পথে করছি লড়াই
দেবোরে জান দেবোনা মান
বিপদ বাধা জানি না।।

বদর ওহুদ খন্দক তাবুক
করেছে ভাই উন্নত বুক
দ্বীনের পথে জেহাদ করতে
তাইতো পিছপা থাকি না।।

বালাকোট আর কারবালা ভাই
বক্ষে সদা জাগ্রত পাই
বীরের জাতি মাথা পাতি
তাইতো দিতে পারি না।।

আল কোরানের ঝাণ্ডা লয়ে
শত দুঃখ কষ্ট সয়ে
আনবো নাজাত মুক্ত প্রভাত
দূর করে ঘোর কালিমা।।

জনগণের মুক্তি আনবো
সবহারাদের বক্ষে টানবো
সন্তোষ খোদার ছাড়া যে আর
অন্য কিছু চাহিনা।।

www.nagorikpathagar.org

ওরে ইসলামেরই জয়যাত্রা

ওরে ইসলামেরই জয়যাত্রা
কে আছে ঠেকায়,
হিজরী পঞ্চদশ শতক আজ
সেই কথা জানায়।।

দিক বিদিকে স্বাধীনতা
পাচ্ছে যে মুসলিম জনতা
এই হিজরী তাই চির অমর
সোনালী পাতায়।।

জেগেছে আফগানিস্তান
জেগেছে ইরান তুরান
জাগৃতি আজ রাবাত থেকে
সুদূর জাকার্তায়।।

বিশ্বজুড়ে আসলো জোয়ার
ইসলামেরই ওই রেনেসাঁর
সেই জোয়ারের ঢেউ লেগেছে
বাংলাদেশের গায়।।

সত্য ওরে থাকে যদি
১৫শ হিজরী শতাব্দী
ইসলামেরই আনবে বিজয়
আনবে সুনিশ্চয়।।

দিয়েছে পশ্চাদপদতা
ঔপনিবেশিক সভ্যতা
কেড়েছেরে স্বাধীনতা
শ্বেত বর্বরতায়।।

www.nagorikpathagar.org

অস্ত্রমন্ত্রের জারিজুরি
পড়লো ধরা সরাসরি
আজকে তাদের মরণ বাঁশী
তারাই বাজায়।।

খোদার বিধান নয়তো অক্ষম
মুক্তি দিতে আজো সক্ষম
মতবাদের ব্যর্থতা আজ
ঢেকে রাখা দায়।।

সইতে নারে ইসলামেরই
অগ্রগতি যে সব অরি
তারা যেন ইরান থেকে
আসল শিক্ষা নেয়।।

www.nagorikpathagar.org

কুয়াশা মুখর এই ধূসর সময়

কুয়াশা মুখর এই ধূসর সময়
যাক চলে যাক
আলোর পায়রাগুলো মেলুক ডানা
ক্লান্ত প্রহর আজ হোক না সবাক।।

গ্লানিময় কাহিনীর ভাবনা
দুঃসহ এ সময় আর না
ফুলেল ফাগুন কোন আসুক এবার
যা কিছু ঝরার তা যাক ঝরে যাক।।

অশ্রু ভেজা এই কান্না লগন
চাইনা থাকুক আর ব্যথায় মগন।

এক মুঠো আকাশের প্রান্তে
স্বপ্ন কাজল কিছু আনতে
মাটির ভুবন থেকে জীবন খুঁজে
স্বর্ণ ঈগল ডানা মেলুক অবাক।।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের সামনে নাকি অন্ধকারের অমানিশা

আমাদের সামনে নাকি অন্ধকারের অমানিশা
আমরা কি তাই পথ হারাব পেয়েও বন্ধু পথের দিশা।।

আলোকের গতি কিগো আপন বেগে চলবে না আর
শপথের আগুন কিগো দ্বিগুণ বেগে জ্বলবে না আর
আমরা যে ভাই মেঘ ভাঙা রোদ
না মানিনা কোন দুর্যোগ
আমরা কেবল চলতে জানি
চলাই মোদের তীব্র নেশা।।

নদী কি দু'কূল ভেঙ্গে সাগর পানে ছুটবে না আর
হৃদয়ের স্বপ্ন সেকি রংধনু রং লুটবে না আর
আমরা যে ভাই স্বর্ণ ঈগল
না মানিনা রুদ্ধ আগল
আমরা কেবল চলতে জানি
চলাই মোদের তীব্র নেশা।।

www.nagorikpathagar.org

বজ্র আঘাতে ভাঙে এক সাথে

বজ্র আঘাতে ভাঙে এক সাথে
কঠিন পাষাণ কারা
দুর্বার বেগে দুরন্ত বেগে
জাগায় ঘুমের পাড়া
নির্ভীক ওরা কারা।।

ওরা এদেশের জাগ্রত চেতনা
পাড়ি দিয়ে এলো অতীতের বেদনা
সোনালি ভোরের সূর্য ফসল
বিপুল বন্যা ধারা।।

তৌহিদবাদী সঙ্গি যে ওরা
বারুদের কোষাগার
পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমা
বাঁধ ভাঙে এইবার।

ঈমানের তেজে বলীয়ান বীর সেনা
শান্তি পিয়াসী জনতার চির চেনা
সুঃসাহসের দুর্গ ভেঙেছে
দৃপ্ত দু'পায় যারা।।

www.nagorikpathagar.org

কি হবে হতাশ হয়ে হারিয়ে গিয়ে

কি হবে হতাশ হয়ে হারিয়ে গিয়ে
কি হবে জীবন থেকে চুপিসারে পালিয়ে গিয়ে।।

দু'চোখে আঁধার নামে রাত্রি এলে
সে আঁধার তাড়িয়ে দিও সূর্য জ্বেলে
কি হবে দুঃখগুলো নতুন করে ঝালিয়ে নিয়ে
কি হবে স্বপ্নগুলো ইচ্ছে মত জ্বালিয়ে দিয়ে।।

কি হবে আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে
কি হবে মন মাঝিকে পথের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে।

হৃদয়ে আঘাত লেগে রক্ত ঝরে
সে আঘাত মাড়িয়ে যেও অকাতরে
কি হবে দুঃখগুলো নতুন করে ঝালিয়ে নিয়ে
কি হবে স্বপ্নগুলো ইচ্ছে মতো জ্বালিয়ে দিয়ে।।

www.nagorikpathagar.org

আশাহত হয়ো নাকো তুমি

আশাহত হয়ো নাকো তুমি
না হয় হলো মন শুকনো কোন এক মরুভূমি।।

আরো কিছু পথ চলো মরীচিকা মাড়িয়ে
দেখবে সাগর আছে দুটি বাহু বাড়িয়ে
বিশাল ঢেউয়ের গান হাওয়ার গতি ভেঙে
হাসছে কেমন করে জানবে তুমি।।

ব্যথাহত মনটারে দেখাও আকাশ
কি করে বিহানে হয় আলোর প্রকাশ।

মহীরুহ নাম তার রয় যে গো দাঁড়িয়ে
ঝঞ্ঝা ঝড়ের যত বিভীষিকা মাড়িয়ে
তোমার স্বপ্ন যদি তেমনি অটল হয়
বিজয় সুদূরে নয় মানবে তুমি।।

www.nagorikpathagar.org

শত শত মালেক ঐ আসছে

শত শত মালেক ঐ আসছে
শত শত শাব্বির হাসছে
শত শত শহীদের বিপ্লবী সাথীরা
নতুন এক স্বপ্নে ভাসছে
দৃপ্ত পদভারে হাঁটছে।।

চোখে মুখে জেহাদের উল্লাস
বুকে বুকে শপথের উচ্ছ্বাস
বাজি রেখে জীবনের মূল্য
হাতে হাত কাঁধে কাঁধ যাচ্ছে।।

যারা শুধু ভালোবাসে
কোরানের বিপ্লবী কাজকে
তারা দেখ, ধীরে ধীরে
মিলনের মোহনায় আজকে।

প্রাণে প্রাণে সাহসের সম্ভার
পিষে চলে বাধাভয় ঝঞ্ঝার
আলোকিত পৃথিবীর জন্য
আঁধারের বুনিয়াদ ভাঙছে।।

www.nagorikpathagar.org

একদিন ঠিক আসবে বিজয়

একদিন ঠিক আসবে বিজয়
বিশ্বাসী জীবনের
শাশ্বত চেতনার
জানি নিশ্চয়।।

সংগ্রামী জনতা জাগবেই
শোষকের বিষদাঁত ভাঙবেই
বঞ্চিত মানুষের কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের
উজ্জ্বল রাজপথ হবে নির্ণয়।।

ইসলামী বিপ্লব আসবেই
মুক্তির উল্লাসে হাসবেই
লাঞ্ছিত জনগণ
সবহারা অগণন
দুর্বার দুর্জয় হবে নিশ্চয়।।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম অর্থ

ইসলাম অর্থ যুদ্ধ
ইসলাম অর্থ শান্তি
ইসলাম অর্থ মানুষে মানুষে
নেই ভেদাভেদ ভ্রান্তি।।

ইসলাম অর্থ স্বৈরাচারীর
দু'চোখেই মৃত্যুর শঙ্কা
ইসলাম অর্থ মজলুমানের
উদ্ধত সাহসের ডঙ্কা
ইসলাম অর্থ নিপীড়িত আর
সবহারাদের মুক্তি।।

ইসলাম অর্থ গরিব দুঃখির বাঁচার অধিকার
ইসলাম অর্থ শোষণ মুক্ত সমাজ উপহার।

ইসলাম অর্থ বিশ্বজনীন
মিলন ও মৈত্রীর সংজ্ঞা
ইসলাম অর্থ আত্মত্যাগের
প্রণত প্রত্যয় প্রজ্ঞা
ইসলাম অর্থ সত্য ন্যায়ের
উদ্ভাসিত উক্তি।।

www.nagorikpathagar.org

আজকে জিহাদ তোমার আমার

আজকে জিহাদ তোমার আমার
খোদাদ্রোহীর বিরুদ্ধে
আজকে আবার নামতে হবে
সত্য ন্যায়ের যুদ্ধে।।

বিপ্লবীদের লাল কাতারে যাও দাঁড়িয়ে যাও
খালিদ আলীর তেজ তালোয়ার হাত বাড়িয়ে নাও
তৌহিদেরই ঝাণ্ডা আবার
দিকে দিকে তুলতে।।

বীর মুসলিম অন্য কারো শাসন মানে না
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ডরতো জানে না
খোদার পথের সকল বাধা
দৃপ্ত দু'পায়ে দলতে।।

আবু জেহেলের ক্ষমতা নেই দাও জানিয়ে দাও
খোদাদ্রোহীর খুঁড়ছি কবর দাও শুনিয়ে দাও
খোদার ধরায় খোদার বিধান
কায়েম আবার করতে।।

www.nagorikpathagar.org

গান শোনাতে পারি

গান শোনাতে পারি
যদি তুমি কথা দিতে পারো
দ্বীন কায়েমের পথে
অগ্রসর–
অগ্রসর হবে তুমি আরো।।

তুমি তো জানো
গান শোনাতে কত কষ্ট
গান শোনাতে গেলে
কত যে সময় হয় নষ্ট
সব ক্ষতি তবু আমি
মেনে নিতে পারি
যদি তুমি কথা দিতে পারো
দ্বীন কায়েমের পথে
অগ্রসর–
অগ্রসর হবে তুমি আরো।।

সারাটি জীবন আমি
গান শুনিয়ে গেলাম
বিনিময়ে তার দ্বীনের কাজে বলো
ক'জনকে পেলাম?
সব ব্যথা তবু আমি
ভুলে যেতে পারি
যদি তুমি কথা দিতে পারো
দ্বীন কায়েমের পথে
অগ্রসর–
অগ্রসর হবে তুমি আরো।।

www.nagorikpathagar.org

সাহসের সাথে কিছু স্বপ্ন জড়াও

সাহসের সাথে কিছু স্বপ্ন জড়াও
তারপর পথ চলো নির্ভয়ে
আঁধারের ভাঁজ কেটে আসবে বিজয়
সূর্যের লগ্ন সে নিশ্চয়।।

তোমার পায়ের ছাপ স্পষ্ট করো
ক্লান্ত রুগ্ন ভাব নষ্ট করো
তবেই সাথীরা আরো এগিয়ে যাবে
প্রলয় সে হোক যত নির্দয়।।

পাহাড়ের মত ঠিক ধৈর্য ধর
দুঃখ যদি হয় অতিরিক্ত
জীবনের সাথে দৃঢ় লক্ষ্য তোমার
আরো করো দৃঢ় সম্পৃক্ত।

তোমার মনের চোখ তীক্ষ্ণ করো
শ্রান্ত কর্ণ উৎকীর্ণ করো
নিজেই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে
আবেগের পথ করো নির্ণয়।।

www.nagorikpathagar.org

এ আকাশ মেঘে ঢাকা রবে না

এ আকাশ মেঘে ঢাকা রবে না
আলোয় আলোয় হেসে উঠবে
এ নদী গতিহীন হবে না
সাগরের পানে শুধু ছুটবে।।

কুয়াশাতো কেটে যায় রোদ উঠলেই
বালিয়াড়ি ভেঙে যায় স্রোত ছুটলেই
চোখে দেখা এইসব তোমার বুকেও জানি
একদা তুমুল ঝড় তুলবে।।

মরীচিকা দেখে কেউ ভুল করলেই
আলেয়ার আলোয় বিপাকে পড়লেই
তাকে শুধু বলা যায় যেও নাকো বন্ধু
না হয় ফেরার পথ ভুলবে।।

www.nagorikpathagar.org

পণ করেছি সত্য ন্যায়ের গান যে গাব ভাই

পণ করেছি সত্য ন্যায়ের গান যে গাব ভাই
সাইমুমের অরুণ তরুণ শিল্পী সেনা ভাই।।

মোদের কণ্ঠ ঝংকৃত হোক আল-জিহাদের গানে
ইনকিলাবের বন্যা আনুক প্রতি প্রাণে প্রাণে
ঘুমিয়ে আছে যারা তাদের জাগাতে যে চাই।।

খোদাদ্রোহী সংস্কৃতির লৌহ-বুনিয়াদ
আল-কোরআনের গজল গেয়ে করবো যে বরবাদ
বাতিল তমদ্দুনের সাথে কোনই আপোষ নাই।।

শিল্পী গায়ক নয়তো মোদের আসল পরিচয়
আল-কোরআনের কর্মী মোরা বিপ্লবী নির্ভয়
শিল্পী থেকে কর্মী বড় সুর ছড়িয়ে যাই।।

www.nagorikpathagar.org

সংগঠনকে ভালোবাসি

সংগঠনকে ভালোবাসি আমি
সংগঠনকে ভালোবাসি
এই জীবনকে গড়বো বলে
বারে বারে তার কাছে আসি।।

সংগঠনকে ভাংতে যাদের মন কাঁদে না
তার ইতিহাস ভুলতে যাদের যায় আসে না
তাদের মত আমি যেন
না হই কখনো সর্বনাশী।।

সংগঠনের চেয়ে বড় কেউ নয়
সংগঠনই মূল পরিচয়।

সংগঠন না থাকতো যদি মুক্তি পেতাম না
খোদার পথের সৈনিক হবার যুক্তি পেতাম না
পেতাম নাতো জীবনজুড়ে
উদার নভনীল দীপ্ত হাসি।।

www.nagorikpathagar.org

যা কিছু করতে চাও

যা কিছু করতে চাও করতে পারো
অনুরোধ শুধু ওগো পর হয়ো না
এ বুক ভাঙতে চাও ভাঙতে পারো
অনুরোধ শুধু এই ঘর ভেঙো না।।

অনেক রক্ত দিয়ে গড়া এই মসজিদ
মুক্তির প্রিয় ঠিকানায়
অনেক কান্নাভেজা এই সুবেহ উম্মিদ
স্বপ্নের স্বীয় সীমানায়
কেমন করে ওগো আগুন দেবে তুমি
পাষাণ পাথর হয়ো না।।

এক দেহে এক প্রাণে আমাদের অধিবাস মূলত
মাঝ পথে এসে আজ ছাড়াছাড়ি হবে কেন বলতো।

সকল তিক্ততা কি ওগো ভুলে গিয়ে
সেই প্রেম খুঁজে পাবো না
সকল দুঃখ মুছে মন খুলে ওগো
সেই গান কভু গাব না
হৃদয় দু'ভাগ করে কি সুখ পাবে তুমি
নিদয় নিঠুর হয়ো না।।

www.nagorikpathagar.org

হঠাৎ করে জীবন দেয়া খুবই সহজ

হঠাৎ করে জীবন দেয়া
খুবই সহজ তুমি জান কি?
কিন্তু তিলে তিলে অসহ জ্বালা সয়ে
খোদার পথে জীবন দেয়া
নয়তো সহজ তুমি মান কি?

আবেগ সেতো হঠাৎ আগুন
একটু তাপেই জ্বলবে দ্বিগুণ
সেই আবেগে গুলির মুখে
বক্ষ পেতে দেয়া যেতেও পারে
কিন্তু বিবেক দিয়ে কঠিন শপথ নিয়ে
খোদার রঙে জীবন রাঙানো
নয়তো সহজ তুমি জান কি

ঝড়ের বেগে সাগর দোলে
বানের তোড়ে পাহাড় টলে
এই নিয়মে হঠাৎ করে
একটি বিশাল দ্বীপও জাগতে পারে
কিন্তু ধীরে ধীরে সাধনা করে করে
খোদার রঙে জীবন রাঙান
নয়তো সহজ তুমি মানো কি?

www.nagorikpathagar.org

কোন মতবাদ

কোন মতবাদ পারে দিতে গো
শান্তির সন্ধান
বন্দী মানবতার সে কি
দেয়গো পরিত্রাণ।।

শান্তি যদি দিতে পারতো
তবে কি আর দরকার হতো
রাব্বুল আলামিন প্রদত্ত
মহান আল কোরান।।

মতবাদের সুড়ং ধরে
পশুত্বের বীজ বপন করে
দেশে দেশে ঘরে ঘরে
আজাজিল শয়তান।।

মতবাদের ধ্বজাধারী
সর্বদা হয় স্বৈরাচারী
যাদের মুখোশ খুলে দিল
ইরান ও আফগান।।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত
মুসলমানদের রক্তের আড়ত
বর্ণ দাংগা বহন করে
কিসের সে প্রমাণ।।

মাকাল ফলতো দেখতে ভালো
ভিতরে তার পচা গন্ধ
মনগড়া সব মতবাদ ঐ
ফলেরই সমান।।
ভল্গা তীরের স্বর্গ এখন
মাথা ঠুকে করছে মাতম
সলোঝিনেতসিনের কণ্ঠে
কোন শোকার্ত তান।।

www.nagorikpathagar.org

হোয়াংহো নদীর কূলে
উঠছে কি ঢেউ ফুলে ফুলে
চীনের প্রাচীর ভেংগে এবার
হবে কি খান্ খান্।।

মিসিসিপির মুক্ত হাওয়া
নিগ্রোদেরই কান্না ছাওয়া
মানবাধিকারের দেশে
কোন সে করুণ গান।।

বিশ্বজুড়ে আহাজারি
মরছে কত নর নারী
সর্বত্র আজ চলছে যেন
ধ্বংসের প্লাবন।।

মুক্তির আশা বক্ষে নিয়ে
সারা বিশ্ব আছে চেয়ে
যত রে তোর ডাক পড়েছে
ওরে মুসলমান।।

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলন সেতো জীবনের অন্য নাম

আন্দোলন সেতো জীবনের অন্য নাম
জীবন মানেই সংগ্রাম।।

যদি মন স্বপ্ন দেখা ভুলে যেত,
যদি বেদনার বুকে সুখ মুখ লুকাতো,
কিছু হতো না তবে কিছু হতো না,
জীবনের সন্ধান কেউ পেতো না।।

জীবনের গতি মানে
তারকাঁটার বেড়া ভেঙে ফেলা,
জীবনের গতি মানে
প্রতিটি ফরাক্কা প্রচণ্ড ধাক্কায়
শত্রুর বুকে করা বুমেরাং।

যদি স্রোত কথা বলা ছেড়ে দিত,
যতি বাতাসের বুকে ঝড় কেউ না পেতো,
নদী হতো না তবে নদী হতো না,
সাগরের সন্ধান কেউ পেতো না।।

www.nagorikpathagar.org

আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে

আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে
কেন বেছে নিলে এই পথ?
কেন ডেকে নিলে এই বিপদ?
জবাবে তখন বলি,
মৃদু হেসে যাই চলি,
বুকে মোর আছে হিম্মত।।

।াতাসের সাথে স্রোত বিরোধিতা করে বলে
বুকে ওঠে ঢেউ সাগরের
সাগরের বুকে ঢেউ আছে বলে বন্ধু
ভাঙ্গে গড়ে পৃথিবী মোদের
তুমি ভীরু নদীহীন
প্রাণ থেকেও প্রাণহীন
জড়বাদী তাই তব মতামত।।

আলোকের সন্ধানে সন্ধানী কোন মন
পেয়ে গেলে আলোকের সন্ধান
ফিরে যেতে চায় কি সে আঁধারের দিকে আর
যদি না সে হয় কভু নিষ্প্রাণ
আমি সেই সন্ধানী
পেয়ে গেছি সন্ধান
যদিও রয়েছে খাড়া জুলুমাত।।

www.nagorikpathagar.org

এখনো মানুষ মরে

এখনো মানুষ মরে পথের পরে
এখনো আসেনি সুখ ঘরে ঘরে
কি করে তাহলে তুমি নেবে বিশ্রাম
কি করে তাহলে ছেড়ে দেবে সংগ্রাম?

এখনো আহত হয় শ্বেত কবুতর
এখনো চতুর্দিকে শুধু হাহাকার
কি করে তাহলে তুমি নেবে বিশ্রাম
কি করে তাহলে ছেড়ে দেবে সংগ্রাম?

শান্তির সন্ধানী মানুষের মিছিল ঐ
শান্তির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে
খোদাহীনতার চোখ
ঝলসানো রূপ দেখে
সেই দিকে চলে গেল অগোচরে
কেউ বুঝি নেই আজ ফেরাবার
কেউ বুঝি নেই আজ পিছু ডাকবার?

কি করে তাহলে তুমি নেবে বিশ্রাম
কি করে তাহলে ছেড়ে দেবে সংগ্রাম?

www.nagorikpathagar.org

আমার গানের ভাষা, জীবনের সাথে যেন

আমার গানের ভাষা, জীবনের সাথে যেন
মিলেমিশে হয় একাকার
নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছি বলতে না পারে কেউ
ব্যথাভরা কথাগুলো তার।।

জীবন-প্রভাত-বেলা যে শপথ করেছিনু আমি
সে শপথ মনে রেখে পথ চলি যেন দিবাযামী
স্মৃতির ব্যথা বয়ে
ভ্রান্তির পিছুডাক
অকাতরে করি পরিহার।।

আঁকা বাঁকা পথ আর
আঁকা বাঁকা চোখ সেতো
আগেও ছিল জানি আজও আছে
তবু শহীদের লাল
খুন মাখা আহবান
আগেও ছিল জানি আজও আছে।

যে পথে চলার নেশা ধরেছিল একদা আমাকে
সে পথের মঞ্জিল আমরণ যেন মোরে ডাকে
নতুন দিনের সেই
স্বপ্নমগন মন
সক্রিয় থাকে অনিবার।।

www.nagorikpathagar.org

শহীদে শহীদে জনপদ শেষ

শহীদে শহীদে জনপদ শেষ
লহুতে লহুতে ছেয়েছে দেশ
তবুও কেন যে হে মেহেরবান
কোরানের সে সমাজ করো না দান
কি অপরাধ হায় আমাদের কর নির্দেশ।।

তা হলে কি মালেকের খুন
বিফলে বিপথে গিয়েছে রে
শাব্বিরের মা অকারণে
কলিজা বিলিয়ে দিয়েছে রে
না না না না তা হতে পারে না
হতে পারে না
শহীদের প্রাণ চির অম্লান
চির অনিশেষ।

শাহ জামাল নাই ইমরানও নাই
জাহাঙ্গীর ইলিয়াস খলিলও নাই
খুনরাঙা পথ চলতে তবু
প্রেরণায় বেদনায় তাদেরই পাই
শয়নে স্বপনে সেই স্মরণে
সেই স্মরণে
ব্যথাতুর মন ব্যথাতুর সুর
রিক্ত পরিবেশ।।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রাণের ভেতরে প্রাণ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ইন্তেকালের পর সর্বশেষ গানের বই প্রকাশিত হয় ২০১১ সালের মার্চ মাসে। বইয়ের নাম 'প্রাণের ভেতরে প্রাণ'। বের করেন বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক জনাব আবদুল মান্নান তালিব। প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন শিল্পী হামিদুল ইসলাম। বইটির দাম রাখা হয়েছিল একশ' টাকা। স্বত্ব সাবিনা মল্লিকের। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও শিল্পীসম্রাট আব্বাস উদ্দীন আহমদকে তিনি এ বইটি উৎসর্গ করেন। বইটিতে গান সংযোজিত হয় ৪৯টি। একটি গান ছাড়া এ বইয়ের অধিকাংশ গানই কবির শেষ দিকে রচিত গান থেকে নেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রাণের ভেতরে প্রাণ খুঁজে ফিরি/ ২৮৫
মৃত্যুর স্বাদ নিতেই হবে/ ২৮৬
ভালোবাসা ও ঘৃণা/ ২৮৭
প্রেমহীন জীবন/ ২৮৮
তোমার সৃষ্টি যদি/ ২৮৯
দেশ আমাদের বাংলাদেশ/ ২৯০
বেড়াতে যাবার গান/ ২৯২
প্রাণ আছে যার গান আছে তার/ ২৯৩
আমার সে শৈশব/ ২৯৪
আত্মহত্যা/ ২৯৬
বিয়ে/ ২৯৭
খুব ভালো লাগে/ ২৯৮
ঈদের ও-চাঁদ হৃদয়ে হৃদয়ে/ ৩০০
আমার গাঁ/ ৩০১
বঙ্গভঙ্গের গান/ ৩০২
আমরা সবাই মিলে/ ৩০৩
উত্তম মানুষ/ ৩০৪
এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো/ ৩০৫
কোমলতা/ ৩০৬
সময় বয়ে যায়/ ৩০৭
গাইতে পারিনি সেই গান/ ৩০৮
ওরে কেউ জানে না/ ৩০৯
ভাষার গান/ ৩১০
স্বাধীনতার গান/ ৩১১
এতো শহীদ রক্ত ঢালে/ ৩১২
পৃথিবীটা যাচ্ছে কোথায়/ ৩১৩
দিগন্ত সংগীত/ ৩১৪
সৈকতে বেড়াতে এলাম/ ৩১৫
বেদনা মানেই/ ৩১৬

www.nagorikpathagar.org

আয় বসন্ত/ ৩১৭
গাঁয়ের গান/ ৩১৮
আকাশের মতো/ ৩২০
অথৈ দিগন্ত/ ৩২১
হেমন্ত হেসে ওঠে/ ৩২২
সুন্দর করো/ ৩২৩
সত্যের গান/ ৩২৪
আমি/ ৩২৫
নিজেকে চেনার তুমি তওফিক দাও/ ৩২৬
বাংলাদেশের গল্প শুনি/ ৩২৭
চাই মহা সত্যের আবহ/ ৩২৯
বড় করো অন্তর/ ৩৩০
আমার দেশ প্রাণের বাংলাদেশ/ ৩৩১
শক্তি-অর্থ-জ্ঞান/ ৩৩৩
কোন দেশে/ ৩৩৪
ঢাকার গান-১/ ৩৩৬
ঢাকার গান-২/ ৩৩৭
ঢাকার গান-৩/ ৩৩৮
ঢাকার গান-৪/ ৩৩৯
বেঁচে থাকবার মৌলিক মহিমা/ ৩৪০

www.nagorikpathagar.org

প্রাণের ভেতরে প্রাণ খুঁজে ফিরি

প্রাণের ভেতরে প্রাণ খুঁজে ফিরি
গানের ভেতরে গান
হৃদয়ের তীরে হৃদয়ের ঢেউ
খুঁজে ফিরি অবিরাম।।

জীবনের ঘরে জীবন আসে না কেন
জীবনকে ভালো জীবন বাসে না কেন
সাম্পান খুঁজে পায় না আজো
কেন যেন সাম্পান।।

মূলের ভেতরে মূলের কামনাগুলো
ফুলের ভেতরে ফুলের বাসনাগুলো
প্রাণের সোনালি রেখায় রেখায়
ফুটতো যদি অম্লান।।

মানুষের নীড়ে মানুষের ছায়ানীড়
কেন যে হয় না নিকষিত সুনিবিড়
সম্মান জুড়ে কোথায় এখন
আলোকিত সম্মান।।

www.nagorikpathagar.org

মৃত্যুর স্বাদ নিতেই হবে

সবাইকে একদিন চলে যেতে হবেই
মৃত্যুর স্বাদ নিতেই হবে;
কবরের আঁধারের গহবরে শেষে
হাজিরাতো হায় দিতেই হবে।।

মরণের যত জ্বালা সইতে হবেই হবে
বেদনার যত বোঝা বইতে হবেই হবে;
সেই জ্বালা সেই ব্যথা ভাগ করে নিতে
আসবে না কেউ নিঠুর ভবে।।

নিশ্চিত সেইদিন ছিঁড়ে যাবে আহা
মোহময় সব মায়ার বাঁধন;
ধারা হয়ে নেমে যাবে দুই চোখ বেয়ে
বিদায়ের সেই ব্যথার কাঁদন।

পড়ে রবে জমাজমি সাধের অর্থ-কড়ি
ক্ষমতার জারিজুরি সবি যে রইবে পড়ি;
আসবে না কোনো কাজে স্বজনেরা কেউ
এতোটুকু এই নিঠুর ভবে।।

www.nagorikpathagar.org

ভালোবাসা ও ঘৃণা

একখানে ভালোবাসা, একখানে ঘৃণা
একখানে আঁখিজল, একখানে বীণা
এই হোলো পৃথিবীর রূপ চিরচেনা–
তুমি-আমি হয়তোবা বুঝতে পারি না।।

নদীতে জোয়ার আসে নদীতেই ভাটি
তাই বুঝি চিরদিন নদী এতো খাঁটি;
রাত-দিন আছে বলে, সময়ের খেলা চলে
কিছু তার বুঝি– বাকি কিছুই বুঝি না।।

একদিকে হৃদয়ের মুখরিত ভাষা যেন
হৃদয়ের কাছে এসে কথা কয়, কথা কয়।
আর দিকে অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অবহেলা
মনের গভীরে আনে শুধু ক্ষয়, শুধু ক্ষয়।

জীবনে যে নিশ্চিত ভাঙা-গড়া-খেলা
তাই বুঝি এতো গান, সুরেরই মেলা
এতো সুখ, এতো ব্যথা, বিরহ-প্রেমের গাঁথা–
কিছু তার জানি, বাকি কিছুই জানি না।।

www.nagorikpathagar.org

প্রেমহীন জীবন

প্রেমহীন জীবনের কি আছে বলো?
আছে শুধু ছলোছলো টলোমলো আঁখিজল
জ্বালার আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়া ঘরে
কে আসে বলো।।

মরুতে হারিয়ে গেছে যে-নদীর ধারা;
দুই কূল ভেঙে ভেঙে হলো দিশেহারা।
সারা দিকে সে নদীর বালুচর যে অধীর
সবকিছু হারানোর হাহাকার ছাড়া তার
কে আছে বলো।।

ভালোবাসা বঞ্চিত মনের গভীরে জ্বলে তুষের অনল
সে অনল কারো চোখে পড়ে কি পড়ে না তবু পোড়ায় অতল।

সাহারার বুকজুড়ে সাহারা শুধুই
বিরহের উপশম বিরহ ধূ-ধূই
জ্বলে জ্বলে শেষ হওয়া
যত বোবা ব্যথা বওয়া
ঝরে যাওয়া জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা
কে যাচে বলো।।

www.nagorikpathagar.org

তোমার সৃষ্টি যদি

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কতো সুন্দর ।।

সেই কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন
ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর ।।

যে পাখি পালিয়ে গেলো সুদূরে
যে নদী হারিয়ে গেলো তেপান্তরে
সেই পাখি সেই নদী যদি এতো সুন্দর ।।

যে তারা ছড়ায় হাসি আকাশে
যে ফুল সুরভি ঢালে বাতাসে
সেই তারা সেই ফুল যদি এতো সুন্দর ।।

যে মানুষ মানুষের বেদনায়
কেঁদেছিলো আজীবন মদিনায়
সে মানুষ, সে মানুষ যদি এতো সুন্দর ।।

www.nagorikpathagar.org

দেশ আমাদের বাংলাদেশ

[ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ভাইকে]

অশেষ স্বপ্ন-আশার দেশ আমাদের
অশেষ সম্ভাবনার দেশ আমাদের
দেশ আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ
প্রাণ-প্রাচুর্যের নেই কোনো শেষ।।

আমাদের দেশজুড়ে অনিশেষ অফুরান অনেক আকাশ
সাগরের অমলিন সীমাহীন নীল-নীল নীল-আশ্বাস
সুবিমল বাতাসের দেশ আমাদের
সুকোমল রৌদ্রের দেশ আমাদের
দেশ আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ
প্রাণ-প্রবাহের নেই কোনো শেষ।।

আমাদের দেশ-মাটি এতো উর্বরা আর এতো সুফলা
নয়নাভিরাম নদ-নদী, খাল-বিল-ঝিল এতো সুজলা
নেই যার তুলনাই, অতুলনীয়
অনুপম অপরূপ সবার প্রিয়
দেশ আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ
ফল-ফুল শস্যের নেই কোনো শেষ।।

আমাদের স্বাধীনতা-স্বাধিকার
চিরদিন চির অক্ষয়
আমাদের ঈমানই ধরে রাখে
আমাদের শাশ্বত জয়।
বুদ্ধির মুক্তির দেশ আমাদের
মুক্তির যুদ্ধের দেশ আমাদের
আমাদের দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ
চির সাফল্যের নেই কোনো শেষ।।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের জনতাই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ
আমাদের সম্পদ কোটি কোটি হাত আর কোটি কোটি পদ
সংগ্রামী জনতার দেশ আমাদের
তৌহিদী জনতার দেশ আমাদের
দেশ আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ
প্রাণ-প্রাচুর্যের নেই কোনো শেষ।।

বিশ্বের দরবার আমাদের প্রগতির প্রতিটি দুয়ার
খুলে দেয়, দিলো খুলে যেমন জানালা সব বাংলাভাষার
প্রেমের সিন্ধু এই দেশ আমাদের
সবার বন্ধু এই দেশ আমাদের
দেশ আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ
প্রাণ-প্রাবল্যের নেই কোনো শেষ।।

www.nagorikpathagar.org

বেড়াতে যাবার গান

সবাই মিলে যাই বেড়াতে চলো না
চলো না
কোন সে মজার জাগায় যাবে
সত্যি করে বলো না
বলো না।।

স্বপ্ন ছিলো মনে-মনে
সবাই যাবো সুন্দরবনে
এই মিনতি করি তোমায়
একটুখানি গলো না।।

যাচ্ছে মানুষ সাগরপাড়ে
সেন্টমার্টিন, কক্সবাজারে
যাও-হয়ে-যাও রাজি; না হয়
দুই হাতে কান মলো না।।

কুয়াকাটায় যাই অন্তত
জায়গাটা বেশ মনের মতো
এই দাবিটাও সঠিক দাবি
একটুও নয় ছলনা।।

আচ্ছা না হয়, অন্য কোথাও
চলো তবু যেখানে চাও
দয়া করে এবার তুমি
মান-অভিমান ভোলো না।।

www.nagorikpathagar.org

প্রাণ আছে যার গান আছে তার

প্রাণ আছে যার
গান আছে তার–
গান গায় তাই সকলেই;
তাইতো সবাই
রেখেছে রে ভাই
তাল-লয়-মান দখলেই।।

মাটি গান গায়
প্রবল হাওয়ায়
আকাশ শোনায়
বজ্রের ঘায়
বাতাসের তান
জুড়ায় পরানঃ
মর্মর-ঘন-গজলেই।।

গান গায় তিমি–
রিমি ঝিমি ঝিমি
গায় ডলফিন
তুলনাবিহীন
শীল দেয় শিস–
কি যে মজা ইস!
সাগরের নীল অতলেই।।

ঝিঁঝিঁর আওয়াজ–
যেন পাখোয়াজ
ডাহুকের গান
বুকের বয়ান
জোনাকিরা গায়–
আঁধারের গায়
দলে দলে সদলবলেই।।

www.nagorikpathagar.org

আমার সে শৈশব

আমার সে শৈশব
আমার সে কৈশোর
আবার যদি ফিরে পেতাম
জীবনের জ্বালা থেকে
এ-কাঁটার মালা থেকে
তবেই আমি বড় বেঁচেই যেতাম।।

খেলাধুলো নিয়ে থাকা
অবারিত সেই দিন-
অনেক ভালোই ছিলো-
নানা রঙে রঙিন
হিসেবের ল্যাঠা এতো
একেবারে ছিলো না তো
না হয় আমি মা'র বকা খেতাম।।

পাঠশালা থেকে এসে
সারাপাড়া টো-টো করা-
চালতা কি তেঁতুলের
ফাঁকে ফাঁকে গাছে চড়া
গাছে চড়ে গলা ছেড়ে
তালে তালে ডাল নেড়ে
একা একা আনমনে গানই গেতাম।।

ছোট খাল বড় খাল
পার হয়ে যেতে যেতে
বিশাল আকাশ দেখে
উঠতাম খুব মেতে
ডানার মতন করে
দু'টি হাত মেলে ধরে
সুনীল মেঘের দেশে উড়তে চেতাম।।

www.nagorikpathagar.org

খোলামেলা কোলা ছেড়ে
বাগানের বুকে বসে
লিখতাম কবিতা সে
তাজাতাজা টসটসে
সেইদিন ভালো ছিলো
দুই চোখে আলো ছিলো
এখন অন্ধকারে কোথায় এলাম।।

www.nagorikpathagar.org

আত্মহত্যা

জীবনের জ্বালা সইতে না পেরে
আত্মহত্যা করা–
যেন একটি কুসুম ঝরবার আগে
সুরভি ছড়িয়ে পড়বার আগে
ঝড়ের আঘাতে ঝরা।।

আত্মহত্যা হতে পারে অভিমান
মূর্খের মতো তবু এই অভিযান;
বাঁচার জন্য চেষ্টা না করে
বাঁচার জন্য যুদ্ধ না করে
মরার আগেই মরা।।

আত্মহননে বীরত্ব নেই
নেই দায়িত্ববোধ;
বরং নিজের ওপরে নিঠুর নিদয়
নিজে নেয়া প্রতিশোধ।

ধৈর্যধারীর সফলতা এখানেই–
এই পৃথিবীতে কখনো সে একা নেই;
আত্মহত্যা তাই সে করে না
দোজখের কাছে ইচ্ছে করেই
তাই সে দেয় না ধরা।।

www.nagorikpathagar.org

বিয়ে

একটি ছেলে বর সেজেছে
একটি মেয়ে কনে
অশেষ খুশির বান ডেকেছে
তাইতো সবার মনে।।

নানান রঙের পোশাকে আজ
সবাই সমুন্নত
সবার মুখে মধুর হাসি
চাঁদের আলোর মতো
আজকে বাঁধা পড়লো সবাই
হৃদয়ের বন্ধনে।।

বিয়ে মানেই আনন্দ আর
অনিন্দ্য উল্লাস
বিয়ে মানেই পবিত্রতা
পবিত্র উচ্ছ্বাস।

সেই আনন্দ ছড়িয়ে গেলো
সকল আঙিনায়
সকল কথা প্রাণের ছোঁয়ায়
গান হয়ে যে যায়
খোদার রহম ঝরলো যেন
জনে-প্রতি-জনে।।

www.nagorikpathagar.org

খুব ভালো লাগে

খুব ভালো লাগে হঠাৎ কখনো
দেখা হয়ে গেলে
আকাশের মতো উদার মনের
মহামানুষের সাথে।
খুব ভালো লাগে পথে যেতে একা
বাঁশবাগানের
মাথার ওপরে চাঁদ দেখলেই
নরম নিশুতি রাতে।।

খুব ভালো লাগে খুব
মন দিতে চায় ডুবুরির মতো
মনের ভেতরে ডুব।

খুব ভালো লাগে সত্যসাধক
মানুষেরা কেউ
কাছে টেনে নিয়ে মমতায় মাখা
হাত রাখে যদি হাতে।
খুব ভালো লাগে যেখানে সাগর
বক্ষে জড়ায়
নদীর মোহনা : স্রোতের প্রণয়–
নিবেদন শুধু যাতে।।

খুব ভালো লাগে খুব
মন দিতে চায় ডুবুরির মতো
মনের ভেতরে ডুব।

খুব ভালো লাগে দুঃখী মানুষের
দুঃখ ভোলাতে
ছুটে যায় যারা বুক ভরা ব্যথা
নিয়ে হায় দিনে রাতে।
খুব ভালো লাগে সবুজ খামার
ফসলের মাঠ;
ঘাসের বিসার যেখানে মুগ্ধ
শিশিরের সম্পাতে।।

www.nagorikpathagar.org

খুব ভালো লাগে খুব
মন দিতে চায় ডুবুরির মতো
মনের ভেতরে ডুব।

খুব ভালো লাগে দেশের জন্য
কাজ করে যারা
কষ্ট পোহায়, আপোষ করে না
দুর্যোগ উতরাতে।
খুব ভালো লাগে পাখিরা যখন
চৈত্রের দিনে
পাতার আড়ালে আপনার মনে
মেতে ওঠে সংগীতে।।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের ও-চাঁদ হৃদয়ে হৃদয়ে

রূপো দিয়ে গড়া কাস্তের মতো
একফালি চাঁদ
আকাশে উঠলো যেই
ভুবনে-ভুবনে
ভবনে-ভবনে আনন্দঘেরা
জোয়ার ছুটলো সেই।।

আকাশে উঠলো রহমতে ভরা
আল্লা'র দীপশিখা
জোয়ার ছুটলো বুকে নিয়ে ঢেউ
মুক্তির গান লিখা;
ধনীতে-গরিবে
গরিবে-ধনীতে
আজ থেকে আর
কোনো ভেদাভেদ নেই।।

স্বপ্নের কলি চাঁদ হয়ে যেন
অনন্ত নীল নীলিমার কোলে দোলে
জমে থাকা যত আঁধার তাড়াতে
দু-হাত বাড়িয়ে আলোর দুয়ার খোলে।

মানুষে মানুষে আবার সাম্য–
মৈত্রীর করতালি;
ত্যাগের মহান শিক্ষার শেষে
মোছালো মনের কালি :
ঈদের ও-চাঁদ
আকাশেই নয়
হৃদয়ে হৃদয়ে
জ্বলে যেন আসলেই।।

www.nagorikpathagar.org

আমার গাঁ

ঘুরলাম কত দেশ-বিদেশে
ঘরবিবাগী পথিক বেশে
পেলাম নাতো কোথাও আমার গাঁয়ের মতো গাঁ;
শ্যামল ছায়ার মায়া আমার
কোথাও মিললো না।।

সরল মনের সহজ মানুষ অন্য কোথাও নাই
হাজার গাছের পাতার আকাশ কোথায় গেলে পাই
মন ভোলানো সবুজ শোভায়
মুগ্ধ নয়না।।

শিশির ভেজা ঘাসের সোহাগ খুঁজে বেড়ায় কারে?
পথের ধারের লতার আদর ভুলতে পারি নারে
দাঁড়িয়ে থাকে পথের পানে
আমার দুঃখী মা।।

এখানে ধান, ওখানে পাট, ছোট্ট নদীর গান
ক্ষেত-খামারের সুবাস মেখে বাতাস জুড়ায় প্রাণ
আমার গাঁয়ের বিভোল কবির
হয় না তুলনা।।

বিশাল গাছের তলায় আসে ছোট্ট হাটের দিন
দশ গেরামের লোকজনেরা বাজায় মনের বীণ
হাসির-খুশির মিলন মেলায়
কেউ না অচেনা।।

পাঠশালাটা পার হলে সেই বিরাট মাদরাসার
পড়াশোনার খোশ্‌লাহানের নিত্য সমাহার
আমার গাঁ-ই আমার গাঁয়ের
শ্রেষ্ঠ উপমা।।

www.nagorikpathagar.org

বঙ্গভঙ্গের গান

বঙ্গভঙ্গ ভাটিবাংলার বঞ্চিতদের সংগত দাবি ছিলো;
স্বার্থবাদীরা স্বার্থের টানে লাঞ্ছিতদের সম্মত সেই
স্বপ্নটুকুও তছনছ করে দিলো।।

কৃষক-শ্রমিক আহত পাখির মতো সেই দিন
তড়পালো পথে-ঘাটে
ষড়যন্ত্রের কুশীলব যত অট্ট-হাসলো
নাট্যশালার খাটে;
ভাটিবাংলার দরিদ্রদের প্রতি বাবুদের
মায়ামমতার ছিল নাকি একতিলও।।

খামারবাংলা হাত-ছাড়া হয়ে যাবে বলে হায়
বঙ্গমাতাকে ভাগ না করার দোহাই
দিয়েছিল যারা, সাতচল্লিশে বঙ্গমাতাকে
ভাগ করলো যে বেহায়ার মতো তারাই!

বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা আজও ফেলেই চলেছে
সর্বনাশের থাবা
বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা আজও খেলেই চলেছে
ষড়যন্ত্রের দাবা;
ভাটিবাংলার স্বাধীনতা তারা সইতে পারে নাঃ
মাটি ও মানুষ, নদ-নদী, খাল-বিলও।।

www.nagorikpathagar.org

আমরা সবাই মিলে

এসো না সবাই ধরি এসো ধরি গান
বাংলাদেশের জয়গান
যে-গানের স্বর-লিপি সেধে সেধে
খুঁজে পাই মহাপ্রাণ।।

বঙ্গবিজয়ী খিলজির কথা হৃদয়ে রয়েছে আঁকা
মুক্তিযুদ্ধ তাই চিরদিন শোণিতে শোণিতে মাখা;
তাই ঘটে যায় যুগে যুগে আজো
জীবনের উত্থান।।

এখানে মানুষ সত্যের আলো ধারণ করেছে বুকে
নোয়ায়নি মাথা শত জুলুমেও জালিমের সম্মুখে;
শাহ মাখদুম, শাহ জালালের
ইতিহাস অম্লান।।

শরীয়তুল্লা' তীতুমীর জ্বলে স্বদেশের চেতনায়
জেগে ওঠে দেশ, দেশের জনতা সংগ্রামী প্রেরণায়;
ভুলবে না জাতি অসম সাহসী
বীরদের অবদান।।

চৈত্রের দাহ বৈশাখে হয় ভয়-বাধাহীন ঝড়
আষাঢ়ের ধারা, শাওনের ধারা ভরায় যে-অন্তর;
তাইতো এ-মাটি চির-দুর্জয় :
মমতায় মহীয়ান।।

দিগন্ত সেই সত্যের কথা খোলামেলা করে বলে
সুন্দর তার হাত ধরে ধরে একসাথে পথ চলে;
জনতার চোখ হয় স্বপ্নিল
মন হয় সাম্পান।।

www.nagorikpathagar.org

উত্তম মানুষ

মানুষের উপকার করে যে মানুষ
মানুষের মধ্যে সে উত্তম
মানুষের বিপদে যে হয় না সহায়
তার চেয়ে কেউ নয় আর তো অধম।।

মানুষের দুঃখে যে পাশে দাঁড়ালো
স্নেহ-মায়া-মমতার হাত বাড়ালো
রোগে-শোকে সেবা দিয়ে হলো সান্ত্বনা
কমালো কোমল করে যত যন্ত্রণা
তারতো তুলনা নেই, তুলনা কোথায়?
সকলের মাঝে সে যে চির উত্তম।।

বিধবা ও এতিমের খোঁজ নিয়েছে-
আপনজনের মতো মন দিয়ে সে
বেকারের জন্য যে কাজের জোগাড়
করে দিলো-ব্যবস্থা মাথা গোঁজবার;
সে যে নিশ্চই সেরা বান্দা খোদার-
খোশ আমদেদ তারে, তারে স্বাগতম।।

অন্যের ঋণ পরিশোধ করে দেয়
কন্যার দায় থেকে পিতাকে বাঁচায়
মেহমানদারিতেও পরম আগ্রহ
আত্মীয়দের খোঁজ নেয় প্রত্যহ
তার চেয়ে ভালো আর কেবা আছে বলো?
সে যে রাসূলের বড় প্রিয়, প্রিয়তম।।

www.nagorikpathagar.org

এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো

এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো
এগিয়ে যেতেই হবে
এগিয়ে না গেলে চিরকাল তুমি
পেছনেই পড়ে রবে।।

পেছনে পড়ে না অসম সাহসী
দ্বিধায় ভোগে না কোনো বিশ্বাসী
হার সে মানে না
মানতে জানে না
কোনোই অসম্ভবে।।

এগিয়ে যাবার জন্যে জরুরি
ধৈর্যের সঞ্চয়—
পবিত্র-সৎ-চরিত্র আর
কর্মের অন্বয়।

থেমে যাওয়া মানে আত্মহত্যা
নিজেই না-জানা নিজের সত্তা
নিজেই না-মানা
নিজের ক্ষমতা
প্রতিযোগিতার ভবে।।

www.nagorikpathagar.org

কোমলতা

কোমলতা দিয়ে যেটা পাওয়া সম্ভব
কঠোরতা দিয়ে সেটা সম্ভব নয়
পাথরের পরে কোনো বৃক্ষ-লতা
অথবা সবুজ ঘাস উদ্গাত হয়
নাকি বিকশিত হয়।।

ফসল বুনতে লাগে নরম মাটি
যে-মাটি বীজের কাছে প্রথম আশ্রয়
সন্তান বড় হতে লাগে চিরদিন
মায়ের নরম মন চির মায়াময়
নরম হৃদয় দিয়ে গড়া মানুষেরা
প্রেম-ভালোবাসা সব-সবি করে জয়।।

কঠোরতা দিয়ে যেটা পায় না মানুষ
কোমলতা দিয়ে সেটা পাওয়া সম্ভব
নরম নিবিড় ছোঁয়া চায় সকলেই
কোমল পথেই হয় প্রেমের উদ্ভব।।

নরম কোমল হয়ে বৃষ্টি নামে
চরাচর পায় তার সোহাগ আদর
সেই আদরের ফলে উর্বরা হয়
নানা রঙে-রূপে-রসে মাটির চাদর
নরম পাপড়ি থেকে সুবাস ছড়ায়
ছড়ায় সে বাতাসের সেরা সঞ্চয়।।

www.nagorikpathagar.org

সময় বয়ে যায়

সময়তো বয়ে বয়ে যায়
শুধু নদীর স্রোতের মতো
কিছু কথা কয়ে কয়ে যায়
সময়তো বয়ে বয়ে যায়।।

ঘড়ির কাঁটার সাথে
সময়ের কাঁটা বাঁধা বলে মনে হয়
অথচ ঘড়ির কাঁটা কখনো থামেও যদি
থামে না সময়
শুধু তার হাত ধরে চলা
জীবনতো ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়।।

সময় যে সীমাহীন পথে পথে একা একা চলে
কখনও একান্তে অথৈ অনন্তের দেখা পাবে বলে।

কালের কলস ভরে
প্রত্যয় নিয়ে চলে যারা অবিরাম
তারাতো চায় না কভু
কালের কপোল তলে কোনো বিশ্রাম
শুধু সেই ধৈর্যের ঋণ
অবিকল রয়ে রয়ে যায়।।

www.nagorikpathagar.org

গাইতে পারিনি সেই গান

গাইতে পারিনি আমি আজো সেই গান
যে গানে গানের শেষে
মেঘমালা আসে ভেসে
নিখিল পৃথিবী হেসে ওঠে অম্লান।।

লিখতে পারিনি আমি সেই কবিতা
আঁকতে পারিনি সেই ছন্দ
যা শুনে পাখিরা ফিরে আসবে নীড়ে
বইবে বাতাস মৃদু-মন্দ
সুনীল আকাশ নেমে
হাসবে গভীর প্রেমে
নাচবে নদীর বুকে আলোর আনান।।

আরোপ হয়নি করা সেই সুর আর
যে সুরে ভোরের ভিড়
যে ভোরে সুরের মিড়
প্রকৃতির তীর জুড়ে
তারা-ভরা আয়োজন ঘাসের, পাতার।

বসতে পারিনি আজো সেই বাসরে
যে বাসর আকাশের স্বপ্নঃ
দুই হাতে তুলে দেয় মাটি আর মানুষের
শাশ্বত জীবনের লগ্ন
সাগর হৃদয়ে এসে
যে মহাসাগরে মেশে
অথবা হৃদয় হয় তামাম জাহান।।

www.nagorikpathagar.org

ওরে কেউ জানে না

ওরে কেউ জানে না কখন যেতে হবে
কখন হবে সমন জারি,
ছাড়তে হবে সাধের বাড়ি
ওরে কেউ জানে না এই দুনিয়ায়
কে কতদিন রবে।।

কায়ার মায়া ছায়ার মতো
কোথায় ছায়ার ঠিকানা?
মাটির মানুষ মাটিই পাবে
সাড়ে তিন হাত মাটিই হবে বিছানা
দমে দমে দম ফুরাবে
খাঁচার পাখি উড়ে যাবে
ওরে ভবের ভাবে থাকলি ডুবে
কেনরে মন তবে।।

ওরে দিনে দিনে দিন চলে যায়
দিন থাকিতে তাই
ভবের বাজার থেকে ত্বরা
পুণ্যে ভরা সৎ পাথেয়
সদাই করা চাই।

আলেয়ারে আলো ভেবে
দিলিতো দিন কাটায়ে
অজন্মা ভূঁই চাষ করিয়া
মনচাষীরে মারলি যে তুই খাটায়ে
ছাইড়া ভণ্ড ফকির-ফিকির
হইলি না রে কোরানের বীর
ওরে দয়ার নবীর করলি না খোঁজ
হুঁশ হবে তোর কবে।।

www.nagorikpathagar.org

ভাষার গান

কতো ভাষা আছে সারা দুনিয়ায়
কত পরিভাষা তাতে
বাংলা ভাষার হয় কি তুলনা
সেসব ভাষার সাথে।।

বাংলাদেশের প্রকৃতি যেমন
অতুল নয়নাভিরাম
হাজার বছর ধরে অপলক
যে দেখা চায় না বিরাম
বাংলাভাষাও তেমনি অথৈ
পীযূষ রয়েছে যাতে।।

কতো দেশে আছে কতো সৈনিক
মুক্তি-সেনা যে কতোই
কোন্ দেশে আছে ভাষাসৈনিক
বাংলা ভাষার মতোই।

ভাষা শহীদের এদেশ আমার
শহীদে শহীদে ভরাই
এতোটুকু বুকে স্বদেশ আমার
কেমন করে যে ধরাই
বাংলা ভাষা ও এই দেশ তাই
জেগে থাক চেতনাতে।।

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতার গান

আমরা মুক্ত, আমরা স্বাধীন,
আজাদ বাংলাদেশী;
আমাদের কাছে জীবনের চেয়ে
দেশের মূল্য বেশি।।

আমরা এনেছি সবুজের বুকে
টকটকে লাল সূর্য
আমরা বাজাই সামনে চলার
নিত্য নতুন তূর্য;
তৈরি করেছি লড়াই করার
শক্ত মাংসপেশি।।

আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের
মতন মহান দেশ
পেয়েছি খোদার অপার কৃপায়
নিশ্চিত উদ্দেশ।

আমরা চিনেছি আমার দেশের
অশেষ মুক্তি-সৈন্য
যুগযুগ ধরে ঘুচিয়েছে যাঁরা
পরাধীনতার দৈন্য;
তাঁদের স্মরণে ভুলে যাবো তাই
সমস্ত রেশারেশি।।

www.nagorikpathagar.org

এতো শহীদ রক্ত ঢালে

এতো শহীদ রক্ত ঢালে
তবু কেন তোমার বিবেক
কথা বলে না
এতো চোখের অশ্রু ঝরে
তবু কেন তোমার পাষাণ
হৃদয় গলে না।।

এতো জুলুম চতুর্দিকে
থাবা ফেলে প্রতিদিন
মজলুমানের লগ্ন ফুরায়
শোকবিহ্বল স্বপ্নহীন
এই অসহায় কালবেলাতে
তবু কেন তোমার ঈমান
দ্বিগুণ জ্বলে না।।

কোন ভয়ানক ঘুমের ঘোরে
তোমার সময় কাটছে আজ
অথচ হায় হাজার দুশমন
আঙিনাতে হাঁটছে আজ।

শান্তি প্রিয় মানুষ যখন
স্বস্তিহারা শংকাকুল
তখনো কি দৃষ্টি তোমার
অন্ধকারে বদ্ধমূল
তখনো কি আলোর দিকে
দুঃসাহসে তোমার দৃপ্ত
কদম চলে না।।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীটা যাচ্ছে কোথায়

পৃথিবীটা যাচ্ছে কোথায়
হায় হায় হায়
চোখের সামনে দিয়ে
পতনের বোঝা নিয়ে
পৃথিবীটা যাচ্ছে নাকি
ধ্বংসের শেষ সীমানায়।।

গায় দিয়ে মানবিকতার নামাবলি
মনুষ্যত্ব নাশকের করে গলাগলি
গড়ার দোহাই করে
কথার আড়ম্বরে
পৃথিবীটা গাচ্ছে নাকি
শয়তান যাহা কিছু গায়।।

পৃথিবীটা আল্লাহর সেই কথা ভুলে
পিশাচের পথ ধরে
আলেয়ারে সাথী করে
পৃথিবীর মানুষেরা চলে প্রতিকূলে।

মানে না সে নৈতিকতার রীতিনীতি
ধারে না সে কোনো কাজে কোনো খোদাভীতি
শরমের মাথা খেয়ে
খায়েশের গান গেয়ে
পৃথিবীটা চাচ্ছে নাকি
হানিতে সে কুঠার দু'পায়।।

www.nagorikpathagar.org

দিগন্ত সংগীত

যেখানে দিগন্ত সেখানে অনন্ত
নীল নীল নীলিমা যে নীড় গড়েছে
সব ভালোবাসা যেন সব আলো-আশা যেন
মোহনীয় মোহনায় ভিড় করেছে
নীল নীল নীলিমা যে নীড় গড়েছে।।

দিগন্ত জুড়ে ঐ সূর্যের আলোকিত আশ্বাস
কথা কয় সত্যের শাশ্বত বিজয়ের বিশ্বাস
শান্তির পাখিরাও ডানা মেলে দিয়ে বুঝি
নবজীবনের কোনো গান ধরেছে।।

হঠাৎ বসন্ত আহা অফুরন্ত
প্রেম হয়ে বয়ে বয়ে যায়
কুসুমিত সৌরভে বিকশিত গৌরবে
পৃথিবীর কোণায় কোণায়।

বঞ্চিত জনতার স্বপ্নের আলোচনা উঠলো
দিগন্ত তাই বুঝি প্রভাতের মতো হয়ে ফুটলো
আঁধারের কালো হাত শংকার ডংকায়
পতনের ভাঙ্গা ঘরে ভেঙ্গে পড়েছে।।

www.nagorikpathagar.org

সৈকতে বেড়াতে এলাম

মনের খেয়ায় ভেসে
অনেক পথের শেষে
সৈকতে বেড়াতে এলাম
অথৈ ব্যথার কথা একান্তে শোনাবার
সীমাহীন সাগর পেলাম।।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি
মহাশূন্যের কাছে কাছে
আকাশের সারা বুক
বেদনায় নীল হয়ে আছে
কাঁদছে সাগর নিজে
হায় তার জ্বালা কি যেঃ
সে-জ্বালায় হারিয়ে গেলাম।।

কিছু কিছু বেদনার ভার বইতে
পারে নাতো কেউ তার ব্যথা সইতে।

পৃথিবীর পাও ছুঁয়ে
কাঁদছে যতই ঢেউয়েরা
তবু যেন নয়, নয়
পৃথিবীর কেউ এরা;
দেখে এ-করুণ ছবি
অশ্রু ঝরায়ে ভাবি
কার কাছে কি আমি চেলাম।।

www.nagorikpathagar.org

বেদনা মানেই

বেদনা মানেই দিন-দুই-পরে
নিশ্চয়ই কোনো পুরস্কার
দুঃখের পরে সুখের সময় হয়
রাত ফুরালেই সকাল যে কথা কয়
দিন-রাত খেটে কষ্ট কুড়ায়
শান্তির সেরা অলঙ্কার।।

অভিজ্ঞতার যেখানে সুযোগ নেই
যেখানে কেবল আলস্য আসলেই
সেখানে জয়ের ফোটে না কুসুম
জোটে না সুদিন চমৎকার।।

কাপুরুষ শুধু ছট্‌ফট্‌ করে যন্ত্রণায়
মরবার আগে বহুবার মরে যায়।

বেদনা মানেই ধৈর্যের প্রিয় পাঠ
কেবলই গড়ায় সাহসের সম্রাট
বাড়ায় জীবন কাজের প্রগতি
লড়াই করার অহংকার।।

www.nagorikpathagar.org

আয় বসন্ত

আয় বসন্ত–ফাগুনের দিন আয়
ফুলেরা হাসছে
পাখিরা আসছে
দুলছে দক্ষিণা বায়;
আয় বসন্ত–ফাগুনের দিন আয়।।

পরান পেলো গো পুলকিত পরিণাম
সকলি দেখার সম্মতি অবিরাম
গানে কি সুরের
কাছে কি দূরের
পথে যেতে; অজানায়।।

আয় আয় আয়রে রঙিন দিন
সাজায়ে নয়ন বাজায়ে মনের বীণ।

আকাশে আকাশে আনন্দধারা বয়
ভুবনে ভুবনে সুরভীর সঞ্চয়
প্রতিটি প্রহর
প্রতি অন্তর
অনুরাগে ভরে যায়।।

www.nagorikpathagar.org

গাঁয়ের গান

আমি আমার গাঁয়ের বাড়ি
যাই যখনই
ঠিক তখনই
মাটির কান্না শুনতে পাই;
যত দূরেই রইনা কেন মায়ের মতো
গাঁ যে-আমায় ভুলতে পারে নাই।।

সেই পুরাতন উঠোন আমায়
স্বচ্ছ ধুলোর আদর দিয়ে কয়ঃ
আমার বুকেই কাটলো যে তোর
ছোট্ট বেলা খুব বেশি দিন নয়;
মাতিয়ে মাথায় তুলতি বাড়ি
সুয়োর পাতায় বানিয়ে গাড়ি
ফিরিয়ে দিতে পারবি সে-সব?
আজকে যদি চাই।।

সিঁড়ির ওপর বসেই দেখি
শান্ত পুকুর অবাক চোখে চেয়েঃ
গামছা মাজায় বেঁধে আমি
হঠাৎ কখন পড়বো গো ঝাঁপিয়ে;
দুপুরবেলা নাইতে নাইতে
কাটবে খাসা গাইতে গাইতে
আম্মু ডান্ডা আসলে নিয়ে
পালিয়ে বেঁচে যাই।।

নিবিড় সবুজ পাতায় ভরা
গাছ-গাছালির সঙ্গে দেখা হলেঃ
বুনোলতার ফুল জড়ানো
হাত বাড়িয়ে অনেক কথাই বলে;
বুকের মাঝে তখন শুনি
হাজার গানের গুনগুনানি
স্মৃতির জ্বালায় দু'একটি তার
বুক ভাসিয়ে গাই।।

www.nagorikpathagar.org

আমার গাঁয়ের পথ আমারে
ডাকতে থাকে পরানবধূর মতো
হাঁটতে থাকি এক-পা, দু'পা
করে যতই হাঁটতে সে কয় ততো
বিলের কাছে থমকে যখন
চেয়েই থাকি, চমকে তখন
বিশাল বটের শাখায় বাজে
বিরহের শানাই।।

স্মৃতির ছায়ায় ছায়ায় আমার
গাঁয়ের ছবির মায়ায় মায়ায় হায়!
দিন কেটে যায়, রাত কেটে যায়
অথৈ ব্যথায়, অবুঝ বেদনায়;
তবু অনেক ঋণ যে আছে
আমার গাঁয়ের মাটির কাছে
সেই মাটিতে আল্লা' আমার
হয় যেন শেষ ঠাঁই।।

www.nagorikpathagar.org

আকাশের মতো

আকাশের মতো করো হৃদয় মোদের
সাগরের মতো করো অন্তর;
স্রোতের মতোন রাখো খোদা আমাদের
অবিরত ভালো কাজে তৎপর।।

সাম্য-ন্যায়ের করো মিত্র
সত্যের মতো সে-সাধিত্র
আর দাও উদারতা আমাদের
যেমন উদার হয় পথ-প্রান্তর।।

বৃক্ষের মতো করো সর্বত্যাগী
ফুল দিয়ে, ফল দিয়ে, ছায়া দিয়ে যাই;
মনের ভুলেও যেনো কোনো দিনই
বিনিময়ে কারো কাছে কিছু নাহি চাই।

জোছনার মতো করো স্নিগ্ধ
স্নেহ-মায়া-মমতায় ঋদ্ধ
দখিনা হাওয়ার মতো বিনয়ী সদাই–
নিবিড় আবেশে ভরে যাক সব ঘর।।

আলোর মতোন করো সুশিক্ষিত;
আঁধারের পথ যেনো এড়াতে পারি
মুক্তির পথ ধরে দুঃসাহসে
নির্মল নির্ভয়ে বেড়াতে পারি।

সূর্যের মতো করো দৃষ্টি
দৃষ্টি ঝরাক শুভ বৃষ্টি
পৃথিবীর মতো দাও অভিজ্ঞতা
কর্মের আবহের বয়ে যাক ঝড়।।

www.nagorikpathagar.org

অথৈ দিগন্ত

আকাশের কোলজুড়ে অথৈ দিগন্ত–
যে দিকে পাখিরা যায়
আনন্দে গান গায়
দোদুল দোলায় দোলে সবুজ অনন্ত।।

সাগরে নদীরা ঐ ছুটেছে
প্রথম সূর্য হেসে উঠেছে
আলোকিত মোহনায়
সুন্দর ধরা দেয়–
জীবন সে হয়ে ওঠে অধিক জীবন্ত।।

দিগন্তজুড়ে আছে স্বদেশের প্রেম–
সৃষ্টির বেদনায়
চেতনায়, প্রেরণায়
ভরে আছে সমাগত ফসলের হেম।

নতুন স্বপ্নে জাগে অন্তর
সম্ভাবনার সুরে প্রান্তর
জনপদ কথা কয়–
ফিরে পেলো বরাভয়;
উন্নত হলো আরো জাতির সীমন্ত।।

www.nagorikpathagar.org

হেমন্ত হেসে ওঠে

তালপিঠে খেতে-খেতে মিঠে রোদ্দুরে
হেমন্ত হেসে ওঠে ঠিক দুপুরে;
শরতের সোহাগে সে
মুগ্ধ বাতাসে ভেসে
আগমনী গায় আহা! নানান সুরে।।

হাল্কা চাদর গায়ে রাতের বেলা
হেমন্ত চুপিসারে করে যে খেলা
শীত শীত ভান ধরে
বাউলের গান ধরে,
এই-সেই– আসরের বসায় মেলা।।

হেমন্ত নিয়ে আসে অন্যমনা–
মেঘের নয়নে আঁকা নীলাঞ্জনা
ঘাসের কোমল গালে
গোপনে গোপনে ঢালে
হেমন্ত ছলোছলো শিশির কণা।।

চাষীদের বুকভরা প্রেম–
মাঠে মাঠে ফসলের হেম
বাতাসে দোদুল দোলে
পাখি যেনো পাখা খোলে
স্বপ্নের চলে লেনদেন।।

বাংলাদেশের এই রূপমিত্র
জান্নাত থেকে উড়ে আসা চিত্র;
অনন্য মৌসুমি
কোথাও না পাবে তুমি
তোমার দু'চোখ যতো হোক দীপ।।

www.nagorikpathagar.org

সুন্দর করো

সুন্দর করো, শুদ্ধও করো, হে দয়াময় আমায় তুমি;
তোমার নিবিড় আশ্রয় দাও দুর্ভাবনায় আমায় তুমি।।

অলসতা হতে মুক্তি দাওগো
দুর্বলতায় দাও রেহাই;
সংশয় যেনো থাকে না আমার
দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বিলয় চাই
ঘনসবুজের ছায়া দান করো সরিয়ে ঊষর মরুভূমি।।

পরিশ্রমের দাওগো স্বভাব, আগ্রহ দাও কাজের;
অল্পে তুষ্টি দাওগো আমায়– তৃপ্তি দাওগো ঢের।

ঋণের বোঝার জীর্ণজীবন
লাঞ্ছিত সেই জিন্দেগি
দিও না আমায় হে করুণাময়
নতমুখ, শরমেন্দেগি;
রক্তচোখের ধমক থেকেও বাঁচিয়ে করো মেহেরবানি।।

কৃপণের মতো ছোট অন্তর দিও না আমায় প্রভু
ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিওগো শত বেদনায় তবু।

সব উদারতা দান করো খোদা
প্রশস্ততম বক্ষ দাও
নিজেকে নিজেই ছোট দেখবার
নিকোষিত হেম লক্ষ্য দাও;
তোমার সকল ভালোবাসা দাও হে আমার রব, হে রব্বানি।।

www.nagorikpathagar.org

সত্যের গান

সত্য সে হোক যতো ভয়ানক ভয়াবহ
হোক যত নির্দয় দুর্বহ দুঃসহ
তবু তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে
উত্থিত দুটি হাত শাশ্বত বিশ্বাসে
বাড়াতে হবে।।

আগুনের মতো যদি হয় সেই সত্য
হয় যদি তারো চেয়ে আরো উত্তপ্ত
হবে তবু ঝুঁকি নিতে
তবু হবে ঝাঁপ দিতে
বিপত্তি বাধা যত মাড়াতে হবে।।

মিথ্যা সে হোক যতো লোভনীয় মধুময়
দিক না সে হাতছানি
অজস্র প্রাপ্তির মোহনীয় মোহনায়
তবু সেতো মিথ্যাই
মিথ্যার পরিণাম চিরদিন নিশ্চিত পরাজয়।

করুণ কষ্টে ভরা ন্যায়ের যে পন্থা
সাহসীরা বেছে নেয় সতত সে পন্থা
সংযমী মানুষেরা
সংগ্রামী মোমিনেরা
মৃত্যুর আতঙ্কে মরেছে কবে।।

www.nagorikpathagar.org

আমি

আমি-আমি-আমি
এই চতুর্দিকেই 'আমি'
সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে
'আমরা' হবো কবে?
এই আমি-তুমি মিলবো কবে
'আমাদের' উৎসবে?

এগিয়ে যাবার উদ্দীপনায়
মোদের সবার নাম–
এক জাগাতে যুক্ত হলে
সব কাজে উদ্দাম
ওরে আসবে গতি তীব্রতর
চিরদ্বন্দ্বের ভবে ।।

জবাবদিহির ভাবনা যখন
আমি-আমি ডাকে
সম্মিলিত উদ্ভাবনায়
তখন প্রভাব থাকে।

কিন্তু যদি স্বার্থপরের
লম্বা দুটি হাত–
সবখানে সব উদ্যোগে হায়
করে গো উৎপাত
ওরে থামবে অগ্রগতির চাকা
উন্নয়নও তবে ॥

[আমেরিকার একটি বিখ্যাত উক্তি অবলম্বনে]

www.nagorikpathagar.org

নিজেকে চেনার তুমি তওফিক দাও

নিজেকে চেনার তুমি তওফিক দাও খোদা
তোমাকে চেনার তুমি তওফিক দাও;
আলোয় দীপ্ত করো নয়ন আমার
ভোরের বিভায় ভরো এ মন আমার
তবু অচেনার যতো পর্দা সরাও।।

যে-জানে না তোমাকে সে জানে না কিছুই
জানে না সে জীবনের অর্থে মানে
যে-মানে না তোমাকে সে মানে না কিছুই
গভীর আঁধার তারে সতত টানে;
বাসে না সে ভালো এই তামাম জাহান
কোনো প্রাণ তার কাছে পায় নাকো দাম
অভিশাপ দেয় তারে কালের খরাও;
ধ্বংসের বাও।।

সরল পথের দিশা তুমি ছাড়া কেউ আর
দেখাতে পারে না ওগো পথের মালিক
মনের ভ্রান্তি যতো তুমি ছাড়া কেউ আর
মুছাতে পারে না ওগো মহান খালিক।

দাম্ভিক-সংশয় যুগে যুগে মিথ্যার
বেসাতি করায় বড় যোগ্যতর
নিজের স্বার্থ ছাড়া বোঝে না কিছুই
বস্তুই সব তার, লক্ষ্য জড়;
স্বদেশের ব্যথা তারে করে না কাতর
বিবেকের ঘরে তার শুধুই পাথর
কি যে কি বোঝে না আহা! বোঝে না সে তাও;
যতই বোঝাও।।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের গল্প শুনি

যেখানে রূপের ঋতুর ছয় পৃথিবী
সবুজের চেয়েও সবুজ রঙের খেলা
কাহিনীর হয়নাতো শেষঃ রসের মেলা;
সেখানেই আমার স্বদেশ কয় পৃথিবী–
সেখানেই বাংলাদেশের গল্প শুনিঃ
সেখানেই অষ্টপ্রহর
সেখানেই হাজার বছর
অনিশেষ স্বপ্ন বুনি, স্বপ্ন বুনি, স্বপ্ন বুনি।।

আজানের গুঞ্জরণে রাত থেমে যায়, সকাল নামে;
রাখালের সহজ-সরল মনের ভেতর প্রাণের বলয়
চাষীদের বক্ষে যেমন দোদুল দোলে কাজের সময়
বিহানের বাতাস নাচে শান্ত বিলের ধীর-ধেয়ানে–
সেখানেই প্রেম-বিরহের
সেখানেই যুগল ক্ষণের
অযুত লগ্ন গুণি, লগ্ন গুণি, লগ্ন গুণি।।

সবুজের আস্তরণে সিঁথির মতো পথের রেখা
সে-পথের দুকূল জুড়ে পাতায়-পাতায় নির্জনতা
কখনো ঝোপের পাশেই স্বচ্ছ পানির নির্মলতা
কখনো ডাকতে থাকে বাঁশের ঝাড়ে ডাহুক একা–
এখানেই জন্মভূমি
অবিরাম নিত্যদিনই
মমতায় ডাকছো তুমি, ডাকছো তুমি, ডাকছো তুমি।।

ভাসমান কলমিলতার ফুলের পাশে ইচ্ছে যতো
বালিহাঁস সাঁতার কাটে কাজল-কাজল জল সরিয়ে
বলাকার দল উড়ে যায় ছন্দে-ছন্দে মন ভরিয়ে
ভরিয়ে মুগ্ধ হৃদয় শাপলা হাসে তারার মতো–
এ-মাঠেই চোখ জুড়ানো
এ-মাঠেই বুক ভরানো
উদাসীন বাই তরণি, বাই তরণি, বাই তরণি।।

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়িয়ে উচল পাহাড় ঝঞ্ঝা-ঝড়েও উন্নত শিরঃ
বুকে যার উদাম-উদার গরীয়সী উপত্যকা,
সুবিশাল সাগর গোঙ্গায়– উদগ্র নীল ঢেউয়ের সখা
মহাকায় মহীরুহ : ঝাঁকড়া চুলের সে-মহাবীর–
এ-সবই দেশের অহং
এ-অহং আমার বরং
জীবনের পান্না-চুনি, পান্না-চুনি, পান্না-চুনি।।

এখানে শাহ জালালের আহবানের মধুর-মেদুর
সুরেলা সুরমা বয়ে দিনানুদিন যায় হারিয়ে
হারিয়ে আদিগন্ত যায়রে প্রেমের হাত বাড়িয়ে
এখানে খান জাহানের ছবি আঁকে সুন্দর ও বন দূর-বহুদূর–
এভাবেই সকাল-বিকাল
এভাবেই অনন্তকাল
এ-মাটি পরশমণি, পরশমণি, পরশমণি।।

www.nagorikpathagar.org

চাই মহা সত্যের আবহ

চাই মহা সত্যের আবহ
তার সাথে সত্যের আহবায়ক;
মিথ্যার উৎখাতে দুর্দম-দুর্জয়
অগ্রগণ্য গণ-অগ্রনায়ক।।
চাই শুধু সত্যের আবহ...

চারিদিকে আঁধারের মহড়া
সুন্দর তাই চায় প্রহরা
মননের যুক্তির তূর্যবাদক।।

চাই তবু জীবনের জন্য
সাহিত্য-শিল্পের পণ্য;
আলোকিত জ্ঞানী-গুণী পুণ্য-সাধক।।

গবেষণা পরায়ণ চাইরে
চেতনার নবায়ন চাইরে
যথার্থ মনোযোগী মুগ্ধ পাঠক।।

প্রকাশনা বিষয়ক কর্ম
লেখিকা-লেখকদের ধর্ম
হোক্– নবজীবনের বার্তাবাহক।।

www.nagorikpathagar.org

বড় করো অন্তর

বড় করো অন্তর আকাশের মতো :
যাবতীয় কাজ তা সে হোক না ফরজ
খুব ভালোভাবে করা সত্যি সহজ
হবে যে ততো।।

ছোটলোক বড় কাজে রাখতে পারে না অবদান
বাড়ে না কখনো তার মর্যাদা-মান-সম্মান
সাগর বিশাল বলে তার বুকে খেলা করে
পাহাড়ের মতো মহা
ঢেউয়েরা যতো।।

বিশ্বপ্রেমিক যদি হতে পারো তুমি
সবাই তোমার হবে
তোমার সঙ্গে রবে
বিজয়ের সব আব-হাওয়া মৌসুমি।

কুয়োর ভেতরে তিমি বাড়তে পারে না কোনো দিন
গহবরে ওঠে নারে– সূর্য ওঠে না অমলিন
গোবরে পদ্মফুল কথার কথাই শুধু
তুমি কি জানো না তা যে
কল্প কতো।।

www.nagorikpathagar.org

আমার দেশ প্রাণের বাংলাদেশ

যেখানে মেঘের মতো পাতার অন্ধকার
পাতার আড়ালে ঝরে কণ্ঠ খঞ্জনার
ডাহুকের ডাক শোনে শান্ত বিলের ঢেউ
নীরবতা ছুঁয়ে যেনো কবিতা লিখছে কেউ
সেখানে আমার দেশ প্রাণের বাংলাদেশ
সেখানে আমার সুর, গান অনিশেষ।।

খালের দুধারে বাড়ি ছায়াছবি কথা কয়
ছবিতে জড়িয়ে পড়ে বর্ণালি সঞ্চয়
গাছের শাখায় দোলে রৌদ্রের বাঁকারেখা
অযুত পাখির গানে স্বরলিপি হয় লেখা
সেখানে প্রাণের দেশ আমার বাংলাদেশ
সেখানে আমার সুর, গান অনিশেষ।।

নদীর পরেও নদী রূপালি পথের ধারা
মাঠের পরেও মাঠ দিগন্তে দিশেহারা
তার মাঝে বলাকারা ধ্যানে থাকে মগ্ন যে
আবার কখনো হয় উড়বার লগ্ন যে
সেখানে প্রাণের দেশ আমার বাংলাদেশ
সেখানে আমার সুর, গান অনিশেষ।।

তালগাছে ঝুলে থাকে পাখিদের শুভনীড়
সন্ধ্যায় কাকলির জমে ওঠে মায়ামীড়
রাত্রির ছাদে নড়ে তারার কুসুম-কলি
জোনাকিরা জ্বেলে দেয় আলোকের দীপাবলি
সেখানে প্রাণের দেশ আমার বাংলাদেশ
সেখানে আমার সুর, গান অনিশেষ।।

যেখানে আমের বনে কাঁঠাল-জামের বনে
মৌমাছি গুঞ্জরে নিবিড় সংগোপনে
যেখানে খেজুরগাছে মিষ্টি রসের স্বাদ
কলাই শুঁটির ক্ষেতে তারাদের সংবাদ
সেখানে প্রাণের দেশ আমার বাংলাদেশ
সেখানে আমার সুর, গান অনিশেষ।।

www.nagorikpathagar.org

বটের ছায়ায় বসে পল্লীর হাটখোলা
পাশেই সোনার সেই ধানখোলা পাটখোলা
হাসিমুখে লেনা-দেনা হাসিমুখে বিনিময়
সাধারণ জীবনের সাধারণ পরিচয়
সেখানে প্রাণের দেশ আমার বাংলাদেশ
সেখানে আমার সুর, গান অনিশেষ।।

পাহাড়ের বুক ভেঙে নেমে আসে ঝরনারা
বনের মাধুরী মেখে বুনোপথ পথহারা
সাগরের পার থেকে তরঙ্গ ধেয়ে আসে
সেই ঢেউ মালা হয় সৈকতে অনায়াসে
সেখানে প্রাণের দেশ আমার বাংলাদেশ
সেখানে আমার সুর, গান অনিশেষ।।

বৃক্ষের পাতাভরা সবুজ শাখার কাছে
হাত ওঠানোর ঘর কোথাও লুকিয়ে আছে
মনকাড়া সুরে সুরে সে-ঘরের আহবানে
মধুর প্রেমের টানে দোলা লাগে প্রাণে প্রাণে
সেখানে প্রাণের দেশ আমার বাংলাদেশ
সেখানে আমার সুর, গান অনিশেষ।।

www.nagorikpathagar.org

শক্তি-অর্থ-জ্ঞান

শক্তি, অর্থ, তার সাথে জ্ঞান–
এই তিন তিনটি না হলে ভাই
ব্যর্থ হবে সব অভিযান।।

ঠুঁটো আবুল মালের কাছে
অর্থ থাকায় কি যায় আসে?
জ্ঞান যদি না সঙ্গে থাকে
চুলোয় যাবে জাত্যাভিমান।।

বল, বল, বল, বল বাহুবলঃ
অর্থ যখন হয় সম্বল
তার সাথে সাথে জ্ঞান হলে যোগ–
জয়ের নদী বয় কলোকল।।

নিজের পায়ের ওপর হাবাও
শির-উঁচু-বীর দাঁড়াতেই চাও
শক্তি-অর্থ-জ্ঞান যে তখন
করবে বিরাট যোগ্যতাবান।।

www.nagorikpathagar.org

কোন দেশে

কোন্ দেশেতে পাবিরে তুই
ছয়টি ঋতুর খেলা
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ শেষেই
হেমন্ত-শীত-বসন্তেরই মেলা
সে আমার এই বাংলাদেশই
সজীব-সুজলা শস্য-সুফলা
মন মাতানো
প্রাণ জুড়ানো
দেশ চির শ্যামলা রে
দেশ চির শ্যামলা।।

বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখে
লতিয়ে থাকা হাজার নিবিড় নদী
জারি-সারি-ভাটিয়ালির
সেই নদীরা বয়রে নিরবধি
মাঝদরিয়ায় হাল ঘুরিয়ে
মনমাঝিরা পাল উড়িয়ে
দিক হতে দিক দিগন্তে যায়
ভাসিয়ে সুখের ভেলা।।

সকাল নামে গাছের পাতায়
শিশির কণায় ধুয়ে ধুয়ে ঐ
ছড়িয়ে পড়ে আলোর পাখি
ঘর-বাড়ি-মাঠ হৃদয় ছুঁয়ে ঐ
বয়রে হাওয়া নীড় নাচিয়ে
ফুল-ফসলের ক্ষেত মাতিয়ে
সুনীল আকাশ গান গেয়ে যায়
রাঙিয়ে গোধূল বেলা।।

www.nagorikpathagar.org

বাঁশ-বকুলের এ-দেশ আমার
তাল-তমালের এ-দেশ আমার ওগো
জগৎ সেরা এ-দেশ আমার
একটি মহান সবুজ খামার ওগো
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
হিজলতলির ঘাট পেরিয়ে
ঝড়ের আকাশ নেয় উড়িয়ে
খড়ের বিচঞ্চলা।।

এমন সুন্দর বনের দেখা
কোথায় তুমি পাবে বলো শুনি
কোথায় পাবে কবিতাময়
নিসর্গের এই এমন কাব্যভূমি
কাছেই পাহাড়
কাছেই সাগর
ঝর্ণার আসর
ঢেউয়ের বাসর
চতুর্দিকে ছড়িয়ে অশেষ
অবাক শিল্পকলা।।

দূর আকাশের প্রান্ত ছোঁয়া
নিবিড় দেশের বাঁকে বাঁকে আঁকা
সার ঈমানের নীড় নিহিত
নীল মিনারের স্বচ্ছ-সরলরেখা
পায়রা-আজান পাখনা খুলে
জড়িয়ে পড়ে ফুলে ফলে
গড়িয়ে পড়ে গানের অধিক
গান সে হৃদয়-গলা।।

www.nagorikpathagar.org

ঢাকার গান-১

ঢাকা যে-আমার রয়েছে হৃদয়ে
রয়েছে যে-অন্তরে;
এ-আমার রাজধানী;
এ-আমার রাজরাণী
সব ভালোবাসা উজাড় করেছি
আমি যে-ঢাকার তরে।।

ঢাকা যে-আমার রয়েছে হৃদয়ে
ঢাকার আকাশ উদার অনেক বেশি
তাইতো মহান প্রতিটি বাংলাদেশী;
তাই উদারতা বেজে ওঠে প্রতি
জীবনের মর্মরে।।

সত্যের সাথে বসবাস করে ঢাকা
আলোকের পথে ঘোরায় কালের চাকা;
আদম শহীদ এখনো দাঁড়িয়ে
স্বাধীন পতাকা ধরে।।

চির-বিশ্বাসী শহীদের খুনে রাঙা
এ-মহানগর চেতনা রেখেছে চাঙা:
জান দেবো তবু আজাদী দেবো না
যুদ্ধের প্রান্তরে।।

সহিষ্ণুতায় নেই-জুড়ি-নেই ঢাকার
বর্ণবিভেদ পায়নি এখানে আকার
সাম্যের চাঁদ জোছনা ছড়ায়
জনতার ঘরে ঘরে।।

www.nagorikpathagar.org

ঢাকার গান-২

ঢাকা আমার তিলোত্তমা
ঢাকা আমার রাণীর রাণী
ঢাকার প্রেমেই কালান্তরের
স্বপ্ন করে কানাকানি।।
ঢাকা আমার তিলোত্তমা...

হেথায় পথের বাঁকে বাঁকে
কয় ইতিহাস কথা
নতুন দিনের জাল বুনে যায়
আশার স্বর্ণলতা;
অপূর্ব এক বিস্ময় নিয়ে
বিশ্বজুড়েই জানাজানি।।
ঢাকা আমার তিলোত্তমা...

ঢাকা আমার সর্বাধুনিক
সূর্যের মতো চির তরুণ
যায় যায় দিন যতো ঢাকা ততো
সবুজের মতো চির নতুন।

বাংলাদেশের মহান হৃদয়
গর্বিত মোহনা
তোমার আমার মুক্তির গানে
অনন্ত প্রেরণা;
দুর্ভাবনার সরায়ে মেঘ
ঘুচায় সকল হানাহানি।।
ঢাকা আমার তিলোত্তমা...

www.nagorikpathagar.org

ঢাকার গান-৩

এতো সুন্দর, এতো মনোহর
লাগে যে এখন ঢাকা–
একটি ফুলের কেয়ারির মতো আঁকা।।
এতো সুন্দর লাগে যে এখন ঢাকা...

যতো দূর যাই সবুজ বাগান
পথের দু-ধারে পাখিদের গান
মানুষের সাথে মিতালি করেছে
গাছগাছালির শাখা।।
এতো সুন্দর লাগে যে এখন ঢাকা...

নতুন নতুন অট্টালিকায়
চলতে চলতে চোখ সেঁটে যায়
দূরের আকাশ ধরে এনে যেনো
কাছেই হয়েছে রাখা।।
এতো সুন্দর লাগে যে এখন ঢাকা...

দিন দিন তার চেহারা খুলছে
সম্ভাবনার কেশর দুলছে
সারা পৃথিবীর আকাশে আকাশে
মেলেছে সোনালি পাখা।।
এতো সুন্দর লাগে যে এখন ঢাকা...

www.nagorikpathagar.org

ঢাকার গান-৪

আমি ভালোবাসি ঢাকা
ঢাকা আমি ভালোবাসি
ঢাকার দুঃখে দুঃখিত হই
ঢাকার সুখেই হাসি।।

আকাশে আকাশে পাখি
পাখা মেলে উড়ে যায়
ঝড়ের বিরোধে পড়েও
মুক্তির গান গায়
তেমনি জেনেছি শুধু
তেমনি মেনেছি শুধু
ঢাকা যে আমার অগ্নিবীণাই
ঢাকা যে বাঁশের বাঁশি।।

আমি তো প্রেমের গান
এখানে রচনা করি
বিরহের তুষানলে
এখানেই পুড়ে মরি।

এখানে জীবন যতো
খুঁজে পায় সান্ত্বনা
অথবা এখানে জীবন
যতো পায় যন্ত্রণা
অন্য কোথাও এই
মেঘ-রোদ্দুর নেই
তাইতো ঢাকাকে বক্ষে জড়াতে
বারেবারে ফিরে আসি।।

www.nagorikpathagar.org

বেঁচে থাকবার মৌলিক মহিমা

বারবার ভেঙে পড়বার পর
উঠে দাঁড়াবার ভেতরেই হলো
বেঁচে থাকবার মৌলিক মহিমা
দুঃখজয়ের উদগীত অরুণিমা
বিশ্বজয়ের গৌরব গরিমা।।

ভেঙে পড়বার সঙ্গে রয়েছে
হতাশার মতো নির্মম পরিণাম
সবকিছু থেকে মুখ ফেরাবার
পরাজিত যতো নিষ্ফল অভিমান;
অথচ জীবন রাঙাতে এসেছে
জীবনের পরিসীমা।।

আদৌ কখনো পতিত হয়নি
যে এক মানুষ– সে তো
বোঝেনি মূল্য জীবন এবং
বাঁচবার অভিপ্রেতও।

বাধায় বাধায় গতিপথহারা
রুদ্ধ নদীর স্রোতধারা থেমে যায়
ভ্রুক্ষেপহীন চলার সাহস
অবশেষে তার সমুদ্র খুঁজে পায়;
আঁধারবিনাশী সূর্যই বুকে
নেয় যে-তুলে নীলিমা।।

(নেলসন ম্যান্ডেলার একটি বক্তব্যের ভাব অবলম্বনে)

www.nagorikpathagar.org

রঙিন মেঘের পালকি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

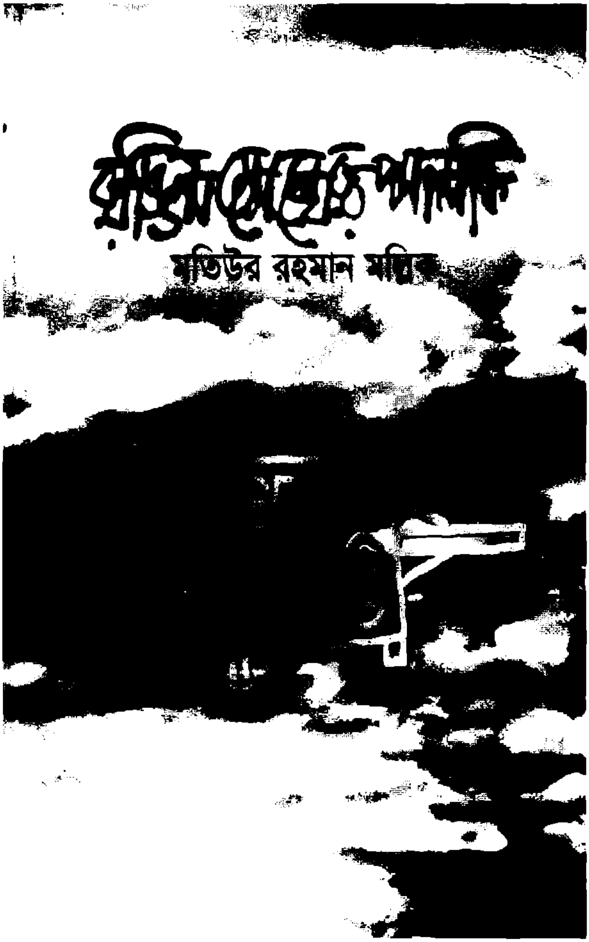

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

শিশুরা হচ্ছে বেহেশতের ফুল। আমাদের প্রিয় নবী শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিকও শিশুদের পছন্দ করতেন প্রচণ্ডভাবে। শিশুদের নিয়ে এক সময় এনটিভিতে তিনি 'গল্প দাদুর আসর' করেছেন। লিখেছেন তাদের জন্য অনেক ছড়া-কবিতা। কিশোরকণ্ঠ, ফুলকুঁড়ি, নবারুনসহ নানা কিশোর পত্রিকায় সে সব প্রকাশ পেতো। দৈনিক পত্রিকার শিশুদের পাতায়ও তিনি লিখতেন নিয়মিত। ২০০১ সালের একুশের বইমেলায় তাঁর প্রথম শিশুতোষ ছড়া-কবিতার বই 'রঙিন মেঘের পালকি' প্রকাশ করেন বাংলাবাজার জ্ঞান বিতরণী প্রকাশনীর মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম। নান্দনিক প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ করেন শিল্পী ফরিদী নুমান। পাতায় পাতায় ছবি বইটির আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে তোলে। বইটির দাম রাখা হয় পঞ্চাশ টাকা মাত্র। এতে ছড়া-কবিতা স্থান পায় মাত্র ১৫টি।

কবি বইটির প্রথম সংস্করণ উৎসর্গ করেন একঝাঁক শিশু-কিশোরকে। এরা সবাই কবির বন্ধু ও আত্মীয়ের সন্তানাদি। তিনি চমৎকার কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন তাদের পরিচয়। একই প্রকাশনী থেকে বইটি দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা হয়। তবে বইটি দ্বিতীয়বার কবির পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশ পায়নি । চূড়ান্ত পরিকল্পনায় কবি বইটির উৎসর্গের কবিতাটি 'উপহার' নামে বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং নতুন একটি উৎসর্গপত্র লিখে নিজের তিন সন্তানকে বইটি উৎসর্গ করেন। নতুন উৎসর্গ পত্রটি ছিল- 'জুম্মি, নাজমি এবং মুন্নার জন্য- ঘরবাড়ীর পরিবর্তে যারা আমার ঘরবাড়ী, দালানকোঠার পরিবর্তে যারা আমার দালানকোঠা, অর্থবিত্তের পরিবর্তে যারা আমার অর্থবিত্ত, অর্থাৎ যারা আমার সকল সম্পদ'। বর্তমান রচনাবলীতে আমরা কবির চূড়ান্ত সংস্করণ গ্রহণ করেছি। ফলে বইয়ের ছড়া-কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬টিতে।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

উপহার/ ৩৪৬
স্বাধীন চড়ুই/ ৩৪৮
ঝড় এলো যেই/ ৩৪৯
মেজাজ/ ৩৫০
ক্ষুদে মরিচ/ ৩৫১
ঈদ এসেছে/ ৩৫৩
আলোর আশা/ ৩৫৪
ভালো/ ৩৫৫
মন হতে চায়/ ৩৫৭
বোশেখের গান/ ৩৫৮
বন্যারে তুই/ ৩৫৯
ঈদের দিন/ ৩৬০
সুন্দরবন/ ৩৬৩
খুব সকালে/ ৩৬৫
ফুলের মতো/ ৩৬৬
লড়াই/ ৩৬৭

www.nagorikpathagar.org

উপহার

(বইটির প্রথম প্রকাশে এই ছড়া কবিতাটি উৎসর্গ হিসেবে ছিল)

মাড়িয়ে পাহাড়-মরুঃ সকল বাধা
ইমরান পথ চলে দুঃসাহসে;
অবিচল মনোভাব পেয়েছে রুহী-
অন্যায় কোনোদিন মানেনাতো সে।

সুমাইয়া বেড়ে ওঠে সাগর ঘিরে,
তাহেরার সাথে থাকে আকাশ বুঝি;
জুম্মি ও নাজমির দুচোখে আশা,
মুন্নার বুক ভরা আলোর পুঁজি।

পরমের চারপাশে অথৈ মেধা,
প্রকৃতির কাছে জমা পরশমণি;
শাওকী, নুসাইবার ভাগ্য ভালো-
পেয়ে গেছে গ্রন্থ ও জ্ঞানের খনি।

আবদুহু, মাহসিন, নাওমী তবু
সুরভিত স্বভাবের উঁচু উপমা;
মাশফী, নাসীহা আর নাভিদ যেনো
সত্যের উৎসাহ-উদ্দীপনা।

নাবিল ও সুহাইম আর নাহিদ ওরা
জুড়ে আছে সাধনার চৌমোহনা;
সৌরভ শিল্পের রঙমহলে
শুরু থেকে দেয় দেখো সহজে হানা।

শিবলী, তাহিয়া, পিউ, মাহফুজ যে
পড়ালেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত,
আবার খেলায় মেতে মাতায় পাড়া,
কোলাহলে বড় অভ্যস্ত।

www.nagorikpathagar.org

এইভাবে তোমাদের ব্যাপার নিয়ে
ভেবে ভেবে অবশেষে দিলাম তুলে-
তোমাদের হাতে-হাতে আমার লেখা
প্রথম ছড়ার বই বিনা উসুলে।

আর যারা তোমাদের বন্ধু-সাথী
ছড়িয়ে রয়েছে সারা বাংলাদেশে,
তাদের হাতেও তুলে দিলাম আমি
ছড়াতে-ছড়াতে ছড়া একটু হেসে।

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীন চড়ুই

কিচিরমিচির ডাকছে চড়ুই
ছাদের খোপে খোপে;
আবার কখন যাচ্ছে উড়ে
ধারের কাছের ঝোপে।

ব্যস্ত বড় সকাল সাঁঝে,
সময় কাটায় কাজের মাঝে
রাত্রি হলে ঘাপটি মারে
দালান কোঠার ঘোপে।

উঠোন ভরা ধানের গাদায়
চড়ুই পাখির ঝাঁক
তাড়িয়ে দিতে মা-মনি ঐ
দিচ্ছে কেবল হাঁক।

হাত বাড়িয়ে দুষ্টু ছেলে
হঠাৎ করে ধরতে গেলে
ফুড়ুত ফুড়ুত যায় উড়ে সব
কার মধু নাম জপে
তল্লাবাঁশের ঝোপে।

www.nagorikpathagar.org

ঝড় এলো যেই

ঝড় এলো যেই কলার পাতা
শাড়ির মতো উড়লো
মাথার উপর খড়-বিচালি
চরকি-ঘোরা ঘুরলো।

ধুলোয় বাড়ি-ঘর আহত,
নামলো আঁধার সাঁঝের মতো,
টিনের চালে চড়-চড়া-চড়
তেল কড়াইয়ে পুড়লো।

ঝড় এলো যেই শাঁ শাঁ শোঁ শোঁ
সে কী ভীষণ শব্দ,
বজ্রপাতে তালগেছো ভূত
হলো বুঝি জব্দ।

গরু ছাগল ছিঁড়লো দড়ি
ছুটলো রাখাল পড়ি-মরি,
আকাশ পারের মেঘ-মেয়েরা
বিজলি নাচন জুড়লো।

www.nagorikpathagar.org

মেজাজ

মেজাজ শান্ত রাখলে তোমার ক্ষতি কি ভাই?
কমবে তাতে তোমার কাজের গতি কি ভাই?
খারাপ মেজাজ সোনার সে এক রতি কি ভাই?
বাড়বে তাতে তোমার দেহের জ্যোতি কি ভাই?
মেজাজ শান্ত রাখলে তোমার ক্ষতি কি ভাই?

বদমেজাজি হয় সে মহামতি কি ভাই?
সন্ত্রাসীদের হিংস্র সভাপতি কি ভাই?
সকল কর্মে মেজাজ ফলবতী কি ভাই?
মেজাজ মরুর মেঘ সে জলবতি কি ভাই?
মেজাজ শান্ত রাখলে তোমার ক্ষতি কি ভাই?

মেজাজ সে দেয় সত্যি পদোন্নতি কি ভাই?
সে দেয় স্বেচ্ছাচারের অনুমতি কি ভাই?
মেজাজ মানে বাড়াবাড়ি অতি কি ভাই?
মেজাজ সর্বনাশী কারো পতি কি ভাই?
মেজাজ শান্ত রাখলে তোমার ক্ষতি কি ভাই?

মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলে সেটা নতি কি ভাই?
কিংবা মানবপ্রেমে অসম্মতি কি ভাই?
মেজাজ শান্ত রাখলে তোমার ক্ষতি কি ভাই?

www.nagorikpathagar.org

ক্ষুদে মরিচ

ক্ষুদে মরিচ ক্ষুদ্র তবু
ভীষণ রকম ঝাল তাতে,
একটুখানি চিবাও যদি
জ্বলবে ভীষণ গাল তাতে।

সারাদেহ উল্টা তার,
যেমন জাত ও কুলটা তার,
তাই তারে কেউ কয় যে খাঁড়া,
টকটকে লাল ছাল যাতে
ক্ষুদে মরিচ ক্ষুদ্র তবু
ভীষণ রকম ঝাল তাতে।

ক্ষেতের মরিচ ক্ষেতেই পাবে
চতুর্দিকে আল যাতে
ক্ষুদে মরিচ ঘরের কাছে
হয় যে অনেক ডাল তাতে।

আকাশী তার অন্য নাম,
পান্তাভাতে অন্য দাম,
লবণ দিয়ে মাখলে দারুণ
হয় যে স্বাদু ডাল তাতে।
ক্ষুদে মরিচ ক্ষুদ্র তবু
ভীষণ রকম ঝাল তাতে।

ক্ষুদে মরিচ মেশাও যদি
লাল ভেবে কেউ আলতাতে
এবং মাখো বুঝবে তখন
কেমন আছে মাল তাতে।

মেজাজ যে তার ফটাংফট,
ক্ষেপলে করে চটাংচট,
চোখের পানি বেরিয়ে ছাড়ে
ঠিক থাকে না তাল তাতে।

www.nagorikpathagar.org

ক্ষুদে মরিচ ক্ষুদ্র তবু
ভীষণ রকম ঝাল তাতে।

একটা ক্ষুদে মরিচ ডলে
নুনের সাথে চালতাতে,
খায় যদি ঠিক দশ বারো জন
মারবে দু'শো ফাল তাতে।

তাই তারে কয় বিষ মরিচ,
কোথায় যে তার পাই হদিস?
বল্‌লো সে এক সদরঘাটের
হোটেলওয়ালা কাল রাতে।

ক্ষুদে মরিচ ক্ষুদ্র তবু
ভীষণ রকম ঝাল তাতে।

www.nagorikpathagar.org

ঈদ এসেছে

ঈদ এসেছে
রোজাদারের জন্য যে
খোদার নিকট
মোমিন বলে গণ্য যে।

রোজার মাসে
যে করেছে বন্দেগী
যে গড়েছে
রোজার আলোয় জিন্দেগী
সে-ই-তো জয়ী
আসলে সে ধন্য যে।
ঈদ এসেছে
রোজাদারের জন্য যে।

যে নিয়েছে
ত্যাগের মহান শিক্ষাটা,
সবহারাদের
বন্ধু হবার দীক্ষাটা।
সে-ই-তো খাঁটি
সবচেয়ে অনন্য সে।
ঈদ এসেছে
রোজাদারের জন্য যে।

যে করেছে
শপথ– বাকি মাসগুলোয়,
থাকবে সে সৎ
সাধ্যে যতো দূর কুলোয়।
সে-বাহাদুর
না, নহে নগণ্য সে।
ঈদ এসেছে
রোজাদারের জন্য যে।

www.nagorikpathagar.org

আলোর আশা

নামবে আঁধার তাই বলে কি
আলোর আশা করবো না?
বিপদ-বাধায় পড়বো বলে
ন্যায়ের পথে লড়বো না?

মেঘ দেখে চাঁদ
যায় কি দূরে হারিয়ে?
যায় কি নদী
পাহাড় দেখে পালিয়ে?
হায়-হতাশায় মরবো শুধু
আশায় হৃদয় ভরবো না?

দুঃখ আছে তাই বলে কি
স্বপ্ন সুখের দেখতে নেই?
রণাংগনে হার আছে তাই
জেতার কানুন শিখতে নেই?

বজ্রপাতের ভয় আছে তাই বিহঙ্গ
পাখার ভেতর গুটিয়ে রাখে সব অঙ্গ?
ঝড়-তুফানে মরবো বলে
সাগর পাড়ি ধরবো না?

www.nagorikpathagar.org

ভালো

ভালো নয়-   বাড়াবাড়ি
আড়াআড়ি,   মারামারি
কাড়াকাড়ি,   করাটা!

ভালো নয়-   চড়াচড়ি,
পড়াপড়ি   চোরাচুরি,
ছোরাছুরি   ধরাটা!

ভালো নয়–   কাটাকাটি,
ঝাঁটাঝাঁটি,   লাঠালাঠি
ফাটাফাটি,   লড়াটা!

ভালো নয়-   গালাগালি,
কালাকালি,   চালাচালি,
ফালাফালি   পড়াটা!

ভালো নয়-   বকাবকি
ঝকাঝকি   টোকাটুকি
ঠোকাঠুকি   নড়াটা!

ভালো নয়-   খেলোখেলো,
কেলোকেলো গেলোগেলো,
এলোমেলো   ঘোরাটা!

ভালো নয়-   প্যাঁচাপেঁচি,
ঘ্যাচাঘেঁচি,   খ্যাঁচাখেঁচি
চ্যাঁচামেচি,   জোড়াটা!

ভালো নয়-   দলাদলি,
চুলাচুলি,   ছোলাছুলি,
গোলাগুলি,   ছোঁড়াটা!

www.nagorikpathagar.org

ভালো শুধু- ভালো হওয়া,
ভালো মত ভালো হওয়া একদম।
ভালো শুধু- আলো হওয়া
আলোকিত আলো হওয়া একদম।

www.nagorikpathagar.org

মন হতে চায়

মন হতে চায় গানের কলি
মন হতে চায় পদ্য,
মন হতে চায় শাপলা শালুক
মন হতে চায় পদ্ম।

রঙিন মেঘের পালকি চড়ে,
চায় হারাতে হাওয়ার জোরে,
ভোরের আলোর সরোবরে
এক নিমিষেই অদ্য।

মন হতে চায় বকের পালক
বাবুই পাখির বাসা,
উধাও আকাশ সাত সাগরের
গভীর ভালোবাসা।

জোসনা মাখা চাঁদ দেখে সে
ঢেউয়ের মতো উঠবে হেসে;
সবুজ নরম পাতার দেশে
নীড় বাঁধিতে সদ্য।

www.nagorikpathagar.org

বোশেখের গান

বোশেখ আসে জীর্ণপাতা ঝরিয়ে,
সকল জ্বরা সব পুরাতন সরিয়ে,
সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আগুন ধরিয়ে,
বোশেখ আসে স্বপ্নে দু'চোখ ভরিয়ে।

নবীন দিনের আশ্বাসে তার উজ্জীবন,
নতুন আশায় দুলছে যে তাই সবুজ বন,
দমকা হাওয়ায় ঝড়ের খবর ছড়িয়ে,
বোশেখ আসে জীর্ণপাতা ঝরিয়ে।

খলখলিয়ে নদীর দোদুল কূল হাসে,
বিজলি হানে আলোর চাবুক উল্লাসে,
মেঘের কামান যায় আকাশে গড়িয়ে
বোশেখ আসে স্বপ্নে দু'চোখ ভরিয়ে।

দুঃসাহসী বিপ্লবী যে নির্মোহ,
সব ভীরুতার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ।
সে আসে বান-ঝঞ্ঝা-তুফান জড়িয়ে;
বোশেখ আসে সব পুরাতন সরিয়ে।

www.nagorikpathagar.org

বন্যারে তুই

বন্যারে তুই আসিস্‌নে আর
প্রলয় হাসি হাসিস্‌নে আর
গজব হয়ে ভাসিস্‌নে আর
সত্যি ! সর্বনাশিস্‌নে আর।

তুই এলে যে নিঃস্ব-গরিব লোক
মাতম করে, করে কেবল শোক।

তুই এলে যে ফুরায় ঠোঁটের হাসি
বাজায় না আর রাখাল বাঁশের বাঁশি
দিশে হারায় গরিব মজুর চাষী
হয় সারাদেশ অকালে বানভাসি।

বন্যারে তুই ক্ষেত-খামার আর ডুবাসনে
ঘর-বাড়ি সব স্রোতের তলায় চুবাসনে।

বন্যারে তুই জ্বালাসনে আর
সাপের ছোবল চালাসনে আর
হিংস্র থাবা মেলাসনে আর
মরণ ফাঁদে ফেলাসনে আর।

তার চেয়ে তুই তাদের ঘরেই ঢোক
যাদের কেবল মানুষ মারার ঝোঁক।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের দিন

ঈদের দিন :
খুশির দিন;
সুখের দোলায়
সব রঙিন।

আকাশ পারে
মন-শাহিন
মেললো পাখা
বেহতেরিন;
ইরান-তুরান
জাপান-চীন
সব ছাড়িয়ে
তার উড্ডীন।
ঈদের দিন :
খুশির দিন
সুখের দোলায়
সব রঙিন।

ঈদের দিন
খুশির দিন
উঠলো হেসে
চাঁদ সে ক্ষীণ।
সবাই দ্বিধা-
দ্বন্দ্বহীন
নেই যে- কোথাও
দুখের চিন,
ভালোবাসায়
সব বিলীন;
সুর ছড়ালো
পরান-বীণ।
ঈদের দিনঃ খুশির দিন;
উঠলো হেসে
চাঁদ সে ক্ষীণ।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের দিন :
খুশির দিন;
আয় তাহিয়া,
আয় তুহিন,
আয়রে নবীন
আয় প্রবীণ,
দুই চোখে সব
দে দূরবীন,
তারপরে ভোল
কে কুলীন
কে ছোটজাত
কে মলিন,
ঈদের দিন :
খুশির দিন;
আয় তাহিয়া
আয় তুহিন।

ঈদের দিন:
খুশির দিন;
ধনীর তরে
ক্ষণ-জরিন-
গরিব-দুখির
পাওনা ঋণ
বুঝে দেবার :
এই তো দ্বীন;
এই তো ঈমান
এই একিন,
এই তো জীবন–
স্বাদ-শিরিন।
ঈদের দিন:
খুশির দিন;
গরিব-দুখির
পাওনা ঋণ।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের দিনঃ
খুশির দিন;
এক হও সব
মোসলেমিন,
বক্ষ মিলাও
মোহ্‌সেনীন,
দাও হাতে হাত
জাহেদিন,
কায়েম করো
খোদার দ্বীন,
ঈদ হবে যে
নিত্য দিন,
নামবে যে সুখ
বিরামহীন।

হাসবে ধরা-
মানুষ-জ্বিন
ঈদের দিন :
খুশির দিন;
হও এক সব
মোসলেমিন।
ঈদের দিন :
খুশির দিন;
সুখের দোলায়
সব রঙিন।

www.nagorikpathagar.org

সুন্দরবন

সুন্দরী গাছে ভরা সুন্দরবন,
ভরে না দু'চোখ দেখে, ভরে নাতো মন;
অগণন সারি সারি সমান সারি-
অনন্তকাল ধরে রয়েছে দাঁড়ি।

চর জুড়ে 'গোলঝাড়' ছড়ানো অঢেল,
বাতাসে পাখার বাড়ি পাতাদের খেল,
কেওড়ার ডাল নাচে ঝাঁকড়া চুলে,
বানরেরা মগডালে দোদুল দোলে।

আঁকাবাঁকা খাল গেছে দূরে পালিয়ে,
নির্জনে গতিধারা দ্রুত চালিয়ে,
যেখানে বনের কালো আরো ঘনঘোর,
কিংবা সবুজ শোভা গাঢ় মনচোর।

বনমোরগের ডাকে সকাল নামে,
বলাকারা উড়ে গিয়ে আবার থামে,
গাঙচিল বকপাখি হাজার হাজার,
মেলায় রূপের হাট, রঙের বাজার ।

নদীতে মাছের ঝাঁক করে গিজগিজ,
দু-তীরে পরীর বাড়ি-ঘর-দহলিজ
সেখানে গেলেই ঠোঁটে উঠে আসে গান;
বুকের পায়রা শেখে সুরের বানান।

অগণিত কুম্ভীর ঘোরে ইতিউতি,
সারা দিনমান, সারারাত নিশুতি,
পানিতে লুকিয়ে থাকা হিংস্র কামোট
রাক্ষস যেনো ঘোরে কাঁটা ভরা ঠোঁট।

www.nagorikpathagar.org

কোথাও সাপের ফণা ঝুলছে গাছে,
হঠাৎ সে নেমে গেলো ঝোঁপের কাছে,
হয়তো ঝোঁপের মাঝে বন্য শুয়োর,
শুয়ে আছে হাঁ-টা খুলে দাঁতাল দুয়োর।

বাঘের দাপটে সারা বন থরথরে,
মতিগতি ঠিক নেই কি যেনো কি করে,
কাকে মারে কাকে ধরে কাকে দেয় সাজা,
বাঘ হলো বাদাবনে মহান রাজা।

চঞ্চল হরিণেরা বনে আছে বলে
চাঁদনীর রাতে চাঁদ পড়ে গলে গলে,
এই আছে এই নেই এরা অদ্ভুত-
এদের সবার গতি দ্রুত-বিদ্যুৎ।

লাখ লাখ প্রজাপতি বেড়ায় ঘুরে,
প্রাণভরে গান গায় পাখিরা উড়ে,
মধুর চাকের কোনো শেষমেশ নেই,
মৌমাছি ফুলে ফুলে নাচে ধেই ধেই।

সুন্দরবন নামে যার পরিচয়
বাওয়ালিরা তারে জানি বাদাবন কয়।
নানারূপ-রঙে-রসে ভরা বাদাবন;
ভরে না দু'চোখ দেখে, ভরে নাতো মন।

বিস্মিত অন্তর গেয়ে ওঠে তাই-
স্রষ্টা মহান, তাঁর তুলনা যে নাই।

www.nagorikpathagar.org

খুব সকালে

খুব সকালে উঠলো না যে
জাগলো না ঘুম থেকে,
কেউ দিও না তার কপোলে
একটিও চুম এঁকে।

মাজলো না দাঁত অলসতায়,
মুখ ধুলো না কোনো কথায়,
লজ্জা দিও সবাই তাকে
আস্ত হুতুম ডেকে।

পড়লো না যে অলস ফজর
ফের দেখালো নানান ওজর
ডাকলো আব্বু আম্মু তবু
বেরোয়নি রুম থেকে।

ডাকলো দোয়েল টুনি টোনা,
জলদি ওঠো খোকন সোনা,
নইলে আগে উঠবে সুরুজ
আলোর কুসুম মেখে।

বসলো না যে সকাল বেলায়
পড়তে ভীষণ অবহেলায়,
কেউ দিও না তার টেবিলে
চা আর উড়ুম রেখে।

www.nagorikpathagar.org

ফুলের মতো

শিউলি যেমন খুব সকালে
সাজায় বনোতল,
তেমনি আমি সকাল হলেই
বাড়িয়ে মনোবল-

নিজেই নিজের ঘুম তাড়াবো
করবো যা দরকারি,
মন লাগিয়ে মনের মতোই
সাজাবো ঘরবাড়ি।

ফুটফুটে ফুল গন্ধরাজের মতো
ফুটফুটে ঠিক রইবো অবিরত।

আমার স্বভাব করবো আমি
গোলাপ ফুলের ন্যায়;
আমার সুবাস ছড়িয়ে যাবে
সকল আঙিনায়।

সন্ধ্যাবেলায় উঠলো ফুটে
যেমন সন্ধ্যামণি,
ঐ সময়ে পড়ার ঘরে
ফুটবো আমি তেমন করে
গভীর মনোযোগের সাথে
তুলবো পাঠের ধ্বনি।

যে রজনীগন্ধা সারারাত ধরে,
গন্ধ বিলায় নির্জনতার হাত ধরে;
আমিও যেন সেই রজনীগন্ধা হই
রাত্রিজুড়ে আর সাধনায় মগ্ন রই।

www.nagorikpathagar.org

লড়াই

মারলে একটা পাখির ছানা
একটাই যায় মরে,
ছিঁড়লে একটা ফুলের কলি
একটাই যায় ঝরে।

কিন্তু একটা মারলে মানুষ
করলে একটা খুন–
খুন করা হয় সকল মানুষ
সকল তমদ্দুন।

তাই খুনিদের বিরুদ্ধে হও জড়ো–
লড়াই লড়াই তুমুল লড়াই করো।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

নতুন চাঁদের আলো

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

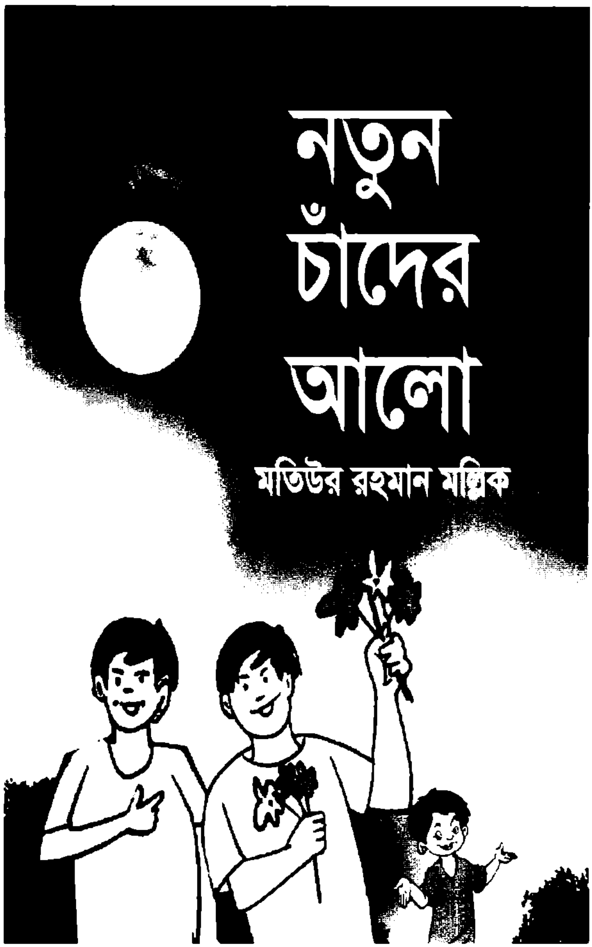

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

'নতুন চাঁদের আলো' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি শিশু-কিশোর ছড়া কবিতার পাণ্ডুলিপি। কয়েকজন তরুণ কবিকে তিনি বইটি উৎসর্গ করেন। এরা হলেনঃ কবি শাকিল মাহমুদ, কবি আবিদ আজম, কবি সাইফ মাহদী, কবি আল নাহিয়ান। নতুন চাঁদের আলোতে মোট ২০টি ছড়া-কবিতা স্থান পেয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোমিন উদ্দীন খালেদ।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

উপহার/ ৩৭৪
প্রতিযোগিতা/ ৩৭৫
তানিশা/ ৩৭৬
মায়ের কথা/ ৩৭৭
টিভি/ ৩৭৮
মায়ের মতোই/ ৩৭৯
চর্চা/ ৩৮১
গুণীর কদর/ ৩৮২
বৈশাখ হৈ-হাঁক/ ৩৮৩
ঈদ এলো/ ৩৮৪
ধনী/ ৩৮৫
ঢাকা শহর/ ৩৮৬
রাইয়ান/ ৩৮৭
বন্ধু বাছাই করবে না/ ৩৮৮
পাক-সাফ/ ৩৮৯
সততা/ ৩৯০
রমজানের গান/ ৩৯১
কষ্টের পরে সুখ/ ৩৯২
উপদেশ/ ৩৯৩
অনুপম/ ৩৯৫

www.nagorikpathagar.org

উপহার

খুশির দিনে বন্ধুদেরকে
বই দিও,
বইয়ের ওপর তোমার নিজের
সই দিও।

সবাই মিলে পড়তে পারা
যায় বলে,
সবচে ভালো এই উপহার
ঝলমলে।

এই উপহার সবার চোখে
দেয় আলো,
দূর করে দেয় সবার মনের
সব কালো।

খুশির দিনে বন্ধুদেরকে
বই দিও,
বইয়ের ওপর তোমার নিজের
সই দিও।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিযোগিতা

সব কাজে চাই প্রতিযোগিতা,
সব কাজে চাই পাল্লা;
পাল্লা দিয়ে কাজ করলেই
বেশি খুশি হন আল্লা।

পড়তে-লিখতে প্রতিযোগিতা
মানুষ হবার জন্য,
খেলায়-ধুলায় প্রতিযোগিতা
সুস্থ রবার জন্য।
উজান গাঙে পাল্লা যেমন
যায় দিয়ে মাঝি-মাল্লা।

যখন যেখানে থাকব সেখানে
ভালো কাজগুলো করবো,
ভালো কাজগুলো করার জন্য
পাল্লা দিয়েই লড়বো ।
পাল্লা আসলে জয়ের প্রতীক
বিজয়ের দাঁড়িপাল্লা।

www.nagorikpathagar.org

তানিশা

তানিশার নাম বেশ,
মিষ্টি ও দাম বেশ,
দুষ্টুর একশেষ -
চালাকিতে শেষমেশ দারুণ পাকা,
তানিশাকে ছেড়ে দূরে যায় না থাকা ।

কচিকচি হাত তার,
শুধু দুটো দাঁত তার,
চোখ আলবাত তার
কথা কয় আত্মার,
তুলতুলে তার গালে রাতুল তোলা-
তানিশাকে একদম যায় না ভোলা।

সারাদিন ব্যস্ত সে,
কাজে অভ্যস্ত সে,
গোছালো যে মস্ত সে,
সোনাপাখি আস্ত সে,
মায়াময় হাসি তার চাঁদের আলো
আসলেই তানিশাটা ভীষণ ভালো।

আধো আধো বোল তার,
বাধো বাধো বোল তার,
গানে লাগে গোল তার,
পায়ে পায়ে দোল তার,
আদরের নাম তার সোনাই বিবি-
হোক বড় জ্ঞানী-গুণী দীর্ঘজীবী।

www.nagorikpathagar.org

মায়ের কথা

ঈদের কথা যেই পড়েছে মনে
অমনি এলো মায়ের মুখ স্মরণে
অমনি এলো লতায় পাতায় ভরা
ছোট্ট সবুজ গাঁয়ের মুখটি স্মরণে।

অমনি কেঁদে উঠলো যেন মন,
অমনি হঠাৎ মন হলো উন্মন-
অনেক স্মৃতির ভারে অকারণ
অনেক ব্যথার তপ্ত রক্ত রণে।

ঈদের চাঁদের সংগে প্রচুর
রোদন থাকে অনেক বুকে লুকিয়ে,
অনেক বুকের সুখের সাগর
ঈদের ভিড়েও হঠাৎ যায়গো শুকিয়ে।

মায়ের স্মৃতি গাঁয়ের স্মৃতিরা,
অশেষ ব্যথা অশেষ প্রীতিরা,
কান্না-হাসির অমর রীতিরা
রইলো তবু অনেক অন্তঃকরণে।

www.nagorikpathagar.org

টিভি

টিভি দেখবে? দেখো না হয়-
কিন্তু একটু কম দেখো,
নইলে রাতের ঘুমের ভেতর
আস্ত একটা যম দেখো।

পড়ার ঘরে দিয়ে তালা,
টিভির ঠেলায় অনেক জ্বালা!
পাসের বেলায় ঠিক বারোটা
বাজবে যে একদম দেখো।

খাদ্য-খাবার যা-ই মেলে,
জোর করে যে তা-ই গেলে,
তার কপালে কেবলই হায়!
নিত্য বদ-হজম দেখো।

টিভির ভেতর মন্দ আছে,
তেমনি যে দুর্গন্ধ আছে!
তাইতো ক্ষতির যা-কিছু-সব
বাদ দিয়ে উত্তম দেখো।

www.nagorikpathagar.org

মায়ের মতোই

বাংলাদেশের যাই যেখানে
থাকতে ইচ্ছে করে,
ফিরতে চায় না মনটা ঢাকায়
শুধুই গুমরে মরে।

রাজশাহীতে গেলাম যেবার
হঠাৎ ভাবনা এলো,
আমবাগানে কুটির বানাই
না হয় এলোমেলো।

চাটগাঁ গেলে কেনো যেনো
মনটা শুধুই কাঁদে-
সবুজ পাহাড়, অথৈ সাগর
বিউনি বাঁধায় বাঁধে।

বরিশালের টান আলাদা,
নদীর আদর অশেষ,
খালের কাছে ঘর বানালে
সুখ হতো না শেষ।

সিলেট গেলে চায়ের বনে
যাই কেবলই আটকে,
দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি
হাওর-বাওর-মাঠকে।

ঘুরতে ঘুরতে খুলনা এলাম
অনেক দিনের পরে,
হু-হু করে কান্না এলো
মানুষ-মাটির তরে।

www.nagorikpathagar.org

তারপর যেই উঠলো ভেসে
আপনজনের মুখ,
ফিরতে ঢাকায় ভীষণরকম
মন হলো উন্মুখ।

আসল কথা, মায়ের মতোই
সারা বাংলাদেশ,
ভালোবাসার-দেশ-অফুরান,
মায়ার নেইকো শেষ ।

www.nagorikpathagar.org

চর্চা

বড় প্রয়োজন যখনি কেবল
মূলত জ্ঞানের চর্চা,
অনেকে তখন টিভি-সেট নিয়ে
করিছে সময় খর্চা!

ভালো ও মন্দ ভেদাভেদ নেই
সমানে দেখিছে সর্ব,
ভাবনাও নেই-এতে আখলাক
কতটুকু হয় খর্ব।

ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সকলের হায়
চেতনার চোখ অন্ধ!
কারো যেনো কোনো মাথাব্যথা নেই
বিবেকের দ্বার বন্ধ।
কাজে-কারবারে ঝাঁপিয়ে পড়ার
খুব-দরকারি-লগ্ন,
ঘুমিয়েই শেষ করে দিয়ে কেউ
জীবন-বিনাশে মগ্ন!

খেলবার ক্ষণ আড্ডায় কাটে
স্বাস্থ্যটা করে পণ্ড,
ক্লাসের কপালে ঝাঁটা মেরে মেরে
ভাগ্যে জুটিছে অণ্ড!

আত্মগঠনে কোনো শৃঙ্খলা
থাকছে না অবশিষ্ট,
নিয়মের চেয়ে অনিয়ম আজ
সবার নিকটে মিষ্ট!

বড় প্রয়োজন যখনি কেবল
মূলত জ্ঞানের চর্চা,
অনেকে তখন টিভি-সেট নিয়ে
করিছে সময় খর্চা!

www.nagorikpathagar.org

গুণীর কদর

গুণীর কদর সবাই করো
করো সাধ্যমতো,
তবেই গুণী জন্ম নেবে
তোমার আমার দেশেই অগণিত।

গুণীর কদর করে না যে জাতি,
বাঁচার শক্তি রাখে না সে জাতি;
অন্য জাতির নিকট সে হয়
লাঞ্ছিত-বঞ্চিত।

উন্নত দেশ গুণের কদর
করে যথাযথ,
আরেক দেশের গুণীও কেনে
যখন তখন যত ইচ্ছে তত।

মাতা-পিতার কদর যারাই করে,
গুণীজনের কদর তারাই করে,
কদর করলে কদর বাড়ে
হয় যে সম্মানিত।

www.nagorikpathagar.org

বৈশাখ হৈ-হাঁক

বৈশাখ হৈ-হাঁক দিয়ে ছোটে বাপরে!
গাছপালা, আটচালা আচ্ছাসে থাপড়ে!
কালিমাখা মেঘেঢাকা আকাশের হানাদার
মনে হয় সবকিছু করে দেবে ছারখার।

ঘটিপতি কোটিপতি কাউকে সে মানে না,
গতি ছাড়া ক্ষতি ছাড়া আর কিছু জানে না,
কড়কড় ঘড়ঘড় ধমকায় খুবছে!
বজ্রের নাদে ফের প্রাণ যায় চুপসে!

ধুলোবালি হাততালি দিয়ে দিয়ে উড়াবেই,
দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে হাবিজাবি ঘুরাবেই,
ভয়ে-ডরে পড়ে-মরে পাখি যায় পালিয়ে,
কোন দূরে উড়ে উড়ে দ্রুত পাখা চালিয়ে!

মরাপাতা ঝরাপাতা সব দেয় দূরিয়ে,
থেকে থেকে তাই দেখে দম যায় ফুরিয়ে!
রাখালের মাথালের সাথে গরু হারালো,
ছেলেটার কেলেটার কাজ আরো বাড়ালো।

বৈশাখ নির্ঘাত আল্লাহর তৈরি,
তাইতো সে অবশেষে হয় নাকো বৈরি,
নেমে যায় থেমে যায় সেই তাঁরি হুকুমে,
নিশ্চল নির্বল ঢলে পড়ে যে ঘুমে।

www.nagorikpathagar.org

ঈদ এলো

ক্ষুধার জ্বালা কী যে জ্বালা-তাই শিখিয়ে ঈদ এলো;
দুঃখীজনের সংগী হবার শিক্ষা নিয়ে ঈদ এলো।

মা-বাপহারা এতিম শিশুর খোঁজ নিতে,
বিধবাদের সকল কিছুর খোঁজ নিতে,
নিঃস্ব-বেকার-বঞ্চিতদের নাম স্মরিয়ে ঈদ এলো।

শত্রুকে ঠিক মিত্র করার ঈদ এলো,
মনটাকে মানচিত্র করার ঈদ এলো,
হৃদয়পুরের ঠিকানাটার পথ ধরিয়ে ঈদ এলো।

হিংসা-দ্বেষের সমস্ত জেদ আজ থেকে,
উচ্চ-নীচের সকল বিভেদ আজ থেকে,
এবং গ্লানি আর কালিমা সব সরিয়ে ঈদ এলো।

সব মানুষের সব অধিকার দিক সবাই,
ঈদের আসল শিক্ষা বুঝে নিক সবাই,
লোভ-লালসার সব দরোজায় আগল দিয়ে ঈদ এলো।

নীল আকাশে নতুন আলোর চাঁদ হয়ে,
হৃদয়জুড়ে ভালোবাসার ফাঁদ হয়ে,
মানবতার মুগ্ধমধুর সুর বিলিয়ে ঈদ এলো।

www.nagorikpathagar.org

ধনী

সূক্ষ্ম-গভীর জ্ঞানের ধনে
সত্যি যারা ধনী,
আল কোরানের ভেতরে পায়
তারাই মুক্তা-মণি।

তাদের ভেতর আখেরাতের
রয় ভীরুতা পুলসেরাতের,
তাই নাজাতের জন্য তারা
জাগেরে রজনী।

খোদার হুকুম মানে না যে,
সবচে বড় মূর্খ তো সে;
মানবতার নয় সে কভু
স্বজন ও স্বজনী।

অহংকারী হয় না জ্ঞানী,
জ্ঞানী সে হয় নীরব ধ্যানী,
ধ্যানী বক্ষে ধারণ করে
বাণী চিরন্তনী।

www.nagorikpathagar.org

ঢাকা শহর

শহর আমার ঢাকা শহর
বুকের মধ্যে আঁকা শহর
স্বপ্ন ধরে রাখা শহর
ভালোবাসায় ঢাকা শহর।

শহর আমার ঢাকা শহর
নানান পাখি-ডাকা শহর
চির হৃদয়-মাখা শহর
শান্তি-সুখে থাকা শহর।

শহর আমার ঢাকা শহর
শিয়াল-শকুন-ফাঁকা শহর
অগ্রগতির চাকা শহর
অভিজ্ঞতায় ছাঁকা শহর।

শহর আমার ঢাকা শহর
নতুন বিশ্ব-শাখা শহর
ঈমান-আমল-পাকা শহর
বলি নারে খা খা শহর।

শহর আমার ঢাকা শহর
কাঁড়ি-কাঁড়ি-টাকা শহর
শংকা-শূন্য-খাঁ খাঁ শহর
উন্নয়নের জাঁকা শহর।

শহর আমার ঢাকা শহর
মালার মতো বাঁকা শহর
বিশ্ব-সড়ক-হাঁকা শহর
ভাই-বোন-বাপ-মা-কা শহর।

শহর আমার ঢাকা শহর
বুকের মধ্যে আঁকা শহর
স্বপ্ন ধরে রাখা শহর
ভালোবাসায় ঢাকা শহর।

www.nagorikpathagar.org

রাইয়ান

মেয়েটির নাম-মিস রাইয়ান
নেই তার কোনো বোন-ভাইজান
ভূতের গল্প সে খুব ভালোবাসে
মামার নিকট তাই নিত্য আসে
খাওয়া দাওয়া ভুলে যায়
গল্পই খুঁটে খায়।

আসলেই খুব ভালো রাইয়ান
বড়দের খুব করে সম্মান
মারামারি খুববেশি কখনো
করে না সে রেগে যায় তখনো
চোখে মুখে হাসি তার
কণ্ঠটা বাঁশি তার।

শুদ্ধ ভাষাই বলে রাইয়ান
আর গায় সুরে সুরে ছড়াগান
তার মতো মেয়ে খুব হয় না
কারো মুখে মুখে কথা কয় না
রাইয়ান আদুরে
শোয় না সে মাদুরে।

মেয়েটির নাম মিস রাইয়ান
আম্মার প্রতি তার বেশি টান
আব্বার কাছে যতো বায়না
চুইংগাম ছাড়া কিছু চায় না
ফুলমেলা করে সে
ঠিকমতো পড়ে সে।

www.nagorikpathagar.org

বন্ধু বাছাই করবে না

চরিত্রবান মানুষ ছাড়া
বন্ধু বাছাই করবে না
আদর্শবান সঙ্গী ছাড়া
এদিক-ওদিক ঘুরবে না।

সৎ-সুন্দর সংগ যেনো
একটি গোলাব বন,
গোলাব বনের হৃদয়জুড়ে
ভ্রমর-গুঞ্জরণ
তাইতো বলি অসৎ সাথীর
সংগে থেকে মরবে না।

চোরের সাথে মিশলে চুরি
করার স্বভাব হয়,
নেশাখোরের বন্ধুদেরও
নেশাখোরই কয়,
মনের ভুলেও খারাপ লোকের
পাল্লায় কভু পড়বে না।

পুণ্যবানের সংগে যদি
কাটাও একটি ক্ষণ,
সাদামাটা শতাব্দী তার
কাছে সাধারণ;
মিথ্যাবাদীর মিষ্টি কথায়
মোটেও কভু ভুলবে না।

www.nagorikpathagar.org

পাক-সাফ

পাক-সাফ লোকদের আল্লা'তায়ালা
গলায় পরিয়ে দেন প্রেমের মালা।
হাদীস শরীফে আছে ঠিকমতো আঁকা-
ঈমানের অর্ধেক পাক-সাফ থাকা।

অর্থাৎ আত্মার পাক আধাআধি
বাকি আধা দেহ পাক-নির্দেশ আদি।

শির্ক-কুফুরি থেকে পূত আত্মার-
সেই সাথে চরিত্র পূত থাকে যার-
নেই তার তুলনা যে, উপমা যে তার
এমন মানুষ চায় ঘর-সংসার।

www.nagorikpathagar.org

সততা

সততাই জীবনের মৌলিক গুণ;
সততাই সৌরভ
সততাই গৌরব
সততা থাকলে জানি
স্বপ্ন ও সাধনায় ধরে নাকো ঘুণ।

সততা ফুলের মতো গন্ধ ছড়ায়,
আলোর মালার মতো আলোয় জড়ায়,
যত্ন ও যোজনায়
ছন্দ ও দ্যোতনায়
ফুলেল বসন্তের আনে মৌসুম।

প্রত্যয় সততার হাল ধরে রাখে আর
টেনে যায় দাঁড়,
সততার খেয়া তাই পারাবার পাড়ি দিয়ে
চুমু খায় পাড়।

সততাই সাহসের উৎস প্রথম,
এই গুণে অধমও হয় উত্তম;
বুন্দ ও বন্যায়
যুদ্ধ ও ঝঞ্ঝায়
সত্যের গালে এঁকে দেয় কুমকুম।

www.nagorikpathagar.org

রমজানের গান

রমজান এলে নাম না জানা
আনন্দে এই মন
ভরে থাকে সাত সাগরের
মত সারাক্ষণ।

পবিত্রতার পুণ্যজোতি
রাঙিয়ে রাখে অনুভূতি
দুঃখ ব্যথাও নেয় বিরতি
আর ঝরা পাতার দিন চলে যায়
জাগে নতুন বন।

রমজান এলে প্রাণের ঘরে
দখ্‌নে হাওয়ার খেলা
যেন হাজার পাখি হাজার সুরে
বসায় হাজার মেলা।

প্রাণের মাঠে প্রেমের নদী
বইতে থাকে নিরবধি
যায় ভেসে মন-দিল অবধি
যেন পূর্ণিমা চাঁদ শুধুই ছড়ায়
আলোর আলিম্পন।

www.nagorikpathagar.org

কষ্টের পরে সুখ

ছেলেঃ একদিন কেনো ঈদ হয় বলো মা!
সারাটা বছর ঈদ কেনো হলো না?
কী যে মজা হতো প্রতিদিন,
জীবন থাকতো ভাবনা-চিন্তাহীন!

মাঃ একটানা দুখ একটানা সুখ-বাছা–
নিয়ে হয় না জীবনের মতো বাঁচা,
দুখ-সুখ নিয়ে জীবন যে মধুময়
আর এই পথে চির চূড়ান্ত জয়।

ছেলেঃ আচ্ছা বুঝেছি রোজার কষ্ট তাই,
ঈদের আগেই হাড়ে হাড়ে টের পাই।

মাঃ এইতো বুঝেছো কষ্টের পরে সুখ;
অলসতা আনে ব্যর্থতাভরা দুখ।

www.nagorikpathagar.org

উপদেশ

জুম্মি শোনো, নাজমি শোনো,
শোনো মুন্না সোনা,
সময় মতো নামাজ পড়ো
নইলে হবে গোনা।

সকাল ও সাঁঝ করো অধ্যয়ন
কোরান-হাদীস দিয়ে হৃদয়মন,
এই নিয়মেই হয় যে আসল
জ্ঞানের সাধনা।

যে-কাজ করলে আল্লা খুশি হন্,
আল্লা'ওয়ালা লোকরা ভালো কন্,
সেই কাজে হও সবার আগে
অগ্র-স্বজনা।

যখনই পাও মায়ের আহ্বান,
সংগে সংগে করবে সাড়া দান
কেউ হয়ো না মুরব্বিদের
জ্বালা-যাতনা।

শিক্ষককে কদর করা চাই,
তাদের মতো দরদি আর নাই,
অন্য কারো সঙ্গে তাদের
হয় না তুলনা।

বিনয়ী হও, ছাড়ো অহংকার,
আদব-কায়দা উত্তম অলংকার;
দ্বীন-ইসলামের আলোয় করো
জীবন রচনা।

www.nagorikpathagar.org

নিজের দোষটা দেখবে সর্বদা,
পরের গুণের দেবে মর্যাদা;
ভুলেও কারো করবে না তো
কুৎসা রটনা।

গরিব-দুখীর সংগে চমৎকার
সারা জীবন করবে ব্যবহার,
হৃদয় দিয়ে বুঝতে শেখো
তাদের বেদনা।

www.nagorikpathagar.org

অনুপম

আমরা গান গাই আল্লাহর
আমরা গান গাই রসূলের
আমাদের গান তাই উত্তম;
মুক্তকণ্ঠে গাই মানুষের গান
আমরা শিল্পী অনুপম।

আমাদের গানে আছে
জেহাদের উদাত্ত আহবান,
সুরে সুরে বেঁধে রাখি
হৃদয়ের কাছে কোরআন ;
আমরা গান গাই মুক্তির
আমরা গান গাই আজাদীর
গানে গানে সংগ্রাম অবিরাম।

আমরা গান গাই সাম্যের
আমরা গান গাই জীবনের
আমাদের গান তাই দুর্জয়;
দীপ্তকণ্ঠে গাই সাহসের গান
আমরা শিল্পী নির্ভয়।

আমাদের গানে আছে
জুলুমের বিরুদ্ধে আক্রোশ;
সুরে সুরে চাই মোরা
আল্লাহর শুধু সন্তোষ
আমরা গান গাই যুদ্ধের
আমরা গান গাই শহীদের
আমাদের গতিবেগ দুর্দম

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মহানবী সা. ও মানবতাবাদ

মতিউর রহমান মল্লিক

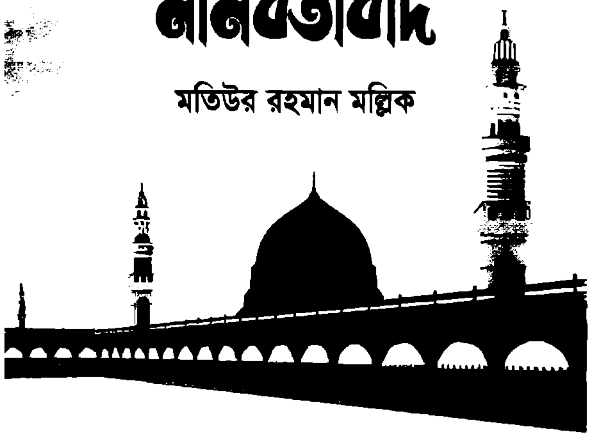

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

'মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। একুশে বইমেলা ২০০৭ এ প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করা হয়। যতদূর জানা যায়, পাণ্ডুলিপিটি একটি সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ এবং সেমিনারটি ঢাকার বাইরে কোথাও অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেমিনারটি কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তা জানা যায়নি। প্রিন্টার্স লাইনসহ প্রস্তুত ছিল পাণ্ডুলিপিটি। এতে কোন প্রকাশকের নাম ছিল না। স্বত্ব ছিল সাবিনা মল্লিকের নামে। এর উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল, 'উপঢৌকন/ মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী লেখক শাহ আবদুল হান্নান পরম শ্রদ্ধেয়।' পাণ্ডুলিপিটিতে দেশের প্রধান কবি আল মাহমুদের নিম্নোক্ত অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে।

> "মতিউর রহমান মল্লিক আমার প্রিয় কবি ও গবেষক। তিনি মনোযোগী বড় লেখক। তিনি আবার আটঘাট বেঁধে কবিতা এবং গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর প্রমাণ হলো এই অসাধারণ 'মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ বইটি। মল্লিকের গদ্যভাষা বহমান এবং বুদ্ধিদীপ্ততে প্রখর। আমার ধারণা, যে বিষয়ে তিনি বেশি জানেন সেই বিষয় নিয়েই এ গ্রন্থটি রচিত। এ বইটি প্রকাশিত হলে, উৎসাহী অনেক পাঠক আছেন যারা গভীরভাবে এর দ্বারা উপকৃত হবেন। 'মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ' বিষয়টি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। এ বিষয়ে মতিউর রহমান মল্লিক যত লিখবেন ততোই বিষয়টি আমাদের জন্য উপকারী হবে"।

'মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ' পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাশেম আলী।

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমেই আমরা মানবতা এবং মানবাধিকার প্রসঙ্গে খানিকটা আলোচনা করে নিতে চাই। বস্তুত মূল আলোচনার ক্ষেত্রে মানবতাবাদের বিষয়টি আসবে স্বাভাবিকভাবে। যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ।

মানবতা

ইংরেজি Humanity বাংলায় 'মানবতা" শব্দটির একটি ব্যাপক অর্থ রয়েছে। অবশ্য অভিধানে এই ব্যাপকতার সীমানার মধ্যেই চারটি বিভাজিত ছক কাটা হয়েছে। বিখ্যাত Oxford English Dictionary, Collins , কিংবা Cambridge thesaurus অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, Humanity কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে Human beings (thought of) as a group বা সাধারণ 'মনুষ্যজাতি' হিসেবে কিংবা এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে Human nature is the quality of being human যাকে বলা হয় 'মনুষ্যোচিত গুণাবলী' অথবা 'মনুষ্যপ্রকৃতি' বা 'মনুষ্যধর্ম'। এই দুটো সংজ্ঞার খুব কাছাকাছি আরেকটি অর্থ Humanity এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়: The essence of being humane বা মানুষ হিসেবে পরিচিত হওয়ার অপরিহার্য শর্ত কিংবা যোগ্যতা। এখানে বলে রাখা ভালো যে, Human ও Humane শব্দ দু'টির মধ্যে খুব সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে। Human শব্দটি কয়েকটি Characteristics দ্বারা মানুষকে প্রভু ও তাঁর অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ানুভূতি এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ। অপর দিকে Humane এর আয়ত্তে অবশ্যম্ভাবী রূপ হিসেবে অন্তর্গত হয় Sympathy, kindness, Understanding, Benevolence, Open heartedness, Generosity, Helpfulness, Charitableness প্রভৃতি, যাদের মধ্যে ঘটেছে উদারতা, সমবেদনা, করুণা, মাহাত্ম্য, সহযোগিতা, দানশীলতা, স্বার্থত্যাগ, সহমর্মিতা- এসব মানবীয় গুণসমূহের অভূতপূর্ব সমন্বয়।

চতুর্থ পর্যায়ে গিয়ে অবশ্য Humanity একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় অবগাহন করেছে, যা এর Scope বা ক্ষেত্রের প্রসারতা বৃদ্ধিতে অনাদিকাল থেকে অনবদ্যতা বজায় রেখেছে।

www.nagorikpathagar.org

এ পর্যায়ে বিষয়টির নামকরণ করা হয়েছে The Humanities যা আলোচ্য শব্দটির Plural বা বহুবচন। এর মধ্যে The subjects of study concerned with human culture, especially literature, language, history and philosophy বা সাহিত্য, ভাষা, মানবসংস্কৃতি, ইতিহাস, কলা, দর্শন, অর্থাৎ মানুষের জীবনসম্পর্কিত পাঠ্য ও গবেষণার বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষ করে গ্রিক ও ল্যাটিন প্রথম পর্যায়ে Humanities এর প্রতিভূ বলে পরিচিত।

মানবাধিকার

মৌলিক অধিকারের যে পরিভাষা তা ইউরোপে চালু হয়েছে অনুর্ধ্ব তিনশো সাড়ে তিনশো বছর। এটা মূলত প্রকৃতিগত অধিকারসমূহের সেই প্রাচীন মতবাদেরই অপর নাম যা সর্বপ্রথম গ্রিক চিন্তাবিদ 'জেনো' পেশ করেছিলেন। এরপর রোমের বিখ্যাত আইনবিদ সিসেরো আইন ও সংবিধানের ভাষায় তা আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। ফ্রিডম্যান বলেন, 'একজন নাগরিকের সুনির্দিষ্ট অধিকারসমূহের ওপর ভিত্তিশীল সমাজের ধারণা তুলনামূলকভাবে আধুনিক, যা প্রথমত মধ্যযুগের সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়ত সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের আধুনিক রাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উত্থিত হয়েছে। এর সুস্পষ্ট প্রকাশ Locke এর ফরাসি আইনদর্শনের মানবাধিকার ঘোষণায় এবং আমেরিকার সংবিধানে রয়েছে।

মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা গায়েয ইযিজিওফোর এভাবে দিয়েছেন, 'মানবীয় অথবা মৌলিক অধিকার হলো সেইসব অধিকারের আধুনিক নাম যাকে ঐতিহ্যগতভাবে অধিকার বলা হয় এবং তার সংজ্ঞা এই হতে পারে যে, সেইসব নৈতিক অধিকার যা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিটি স্থানে এবং সার্বক্ষণিকভাবে এই কারণে পেয়ে থাকে যে, সে অন্যান্য সকল সৃষ্টির তুলনায় বোধশক্তি সম্পন্ন ও নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়ায় উত্তম ও উন্নত। ন্যায়বিচারকে পদদলিত করা ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে এ সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।'

বিচারপতি জ্যাকশন মৌলিক অধিকারের ধরন ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, 'কোনো ব্যক্তির জীবন, মালিকানার স্বাধীনতা, বক্তৃতা বিবৃতি ও লেখনির স্বাধীনতা, উপাসনা আরাধনা ও সমাবেশের স্বাধীনতা এবং অনুরূপ অন্যান্য অধিকার জনমত যাচাইয়ের জন্য দেয়া যায় না। তার নির্ভরযোগ্যতা নির্বাচন সমূহের ফলাফলের ওপর কখনও ভিত্তিশীল নয়।'

www.nagorikpathagar.org

মূলত মৌলিক অধিকারের ধারণার দু'টি দিক রয়েছে। একটি দিক নৈতিক যার ভিত্তিতে সমাজে মানুষের একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান থাকা উচিত। সে মানুষ হিসাবে সম্মানের পাত্র এবং সমাজের অন্যান্য লোকের মতো তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সরকারের জন্যও অপরিহার্য। যে ব্যক্তিই কোনো কর্তৃত্ব বলে তার সাথে কোনো ব্যবহার করে, তার এ কথা ভুললে চলবে না যে, সে একজন মানুষ এবং মানবীয় সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে সে কেবলমাত্র কোন ক্ষমতাবলে অথবা পদাধিকারবলে অন্যদের তুলনায় বিশেষ কোনো মর্যাদার অধিকারী নয়। মৌলিক অধিকারসমূহের দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে আইনগত। তদানুযায়ী এ সব অধিকার আইনগতভাবে স্বীকার করে নেয়া উচিত এবং দেশের উচ্চতর আইনে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। বাস্তবে তা বলবৎ করার ক্ষেত্রে এর তিনটি দিক রয়েছে।

১. মৌলিক অধিকারসমূহ মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় এবং আইনগত ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য পথ প্রদর্শনের নীতিমালা সরবরাহ করে।

২. এসব অধিকার মানুষকে জুলুম অত্যাচার ও শক্তি প্রয়োগের কবল থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। অধিকারের অলংঘনীয় সীমারেখা তাকে আইনগত প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক আচরণ থেকে রক্ষা করে। কারণ এসব অধিকারের ক্ষেত্রে আইনের জন্য সুস্পষ্ট ধারাসমূহ সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

৩. মৌলিক অধিকারসমূহ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দান করে যা অন্যান্য সকল ব্যক্তি এবং শাসকগোষ্ঠীর মোকাবিলায় এ সব অধিকার বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দান করে, অর্থাৎ বিচার বিভাগ।

দেশের আইন ব্যবস্থায় মৌলিক অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হলোঃ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার গণ্ডি নির্দিষ্ট করা এবং তাকে বিচার বিভাগের সাহায্যে আইনগত সীমারেখা ও রক্ষাকবচসমূহের অনুগত বানানো, যাতে শাসকশ্রেণী নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ আত্মসাৎ করে একনায়কত্বের পথ অবলম্বন করতে না পারে। এ সব অধিকার দাবির আসল অভিপ্রায় হলো মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও গাম্ভীর্যকে একনায়কতন্ত্র, নির্মম স্বৈরতন্ত্র ও নির্দয় সাম্যবাদের প্রভাব থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, সসম্মানে জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেওয়া, তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উন্মেষ ঘটানো, এই যোগ্যতার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া এবং চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার এমন এক পরিমণ্ডলের ব্যবস্থা করা যা রাষ্ট্র এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকবে।

মৌলিক অধিকারের পরিভাষার উন্মেষ ঘটে ইউরোপের বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। হাজার বছরের গৃহযুদ্ধ, রাজাদের একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচার,

www.nagorikpathagar.org

ভূস্বামীদের জুলুম নির্যাতন, ব্যক্তিগত জীবনের ওপর গীর্জার অসহনীয় হস্তক্ষেপ, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতভেদের কারণে সংঘটিত দাঙ্গা, জাতীয়তাবাদ এবং তার সৃষ্ট আঞ্চলিক ক্ষমতাবৃদ্ধির লালসা ইউরোপে যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত সম্মানকে পর্যুদস্ত করেছিল, তার জানমাল ও ইজ্জত আব্রু পদদলিত করেছিল এবং স্বৈরাচারী সরকারের সামনে জনগণকে সম্পূর্ণ অসহায় ও অক্ষম করে ফেলেছিলো তা মানবতার প্রতি সহমর্মিতা অনুভবকারী লোকদের বিবেককে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং তারা চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয়েছিল যে, মানুষকে অসম্মান ও অপমান থেকে উদ্ধার এবং তার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যায় এবং স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গ ও একনায়কতন্ত্রীদেরকে মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পথ কিভাবে দেখানো যায়। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃতিগত অধিকারসমূহের মতবাদ বাস্তব রূপলাভের স্তরে পৌঁছতে পৌঁছতে মৌলিক অধিকারের রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র ইউরোপে ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট অধিকারসমূহের আইনগত সংরক্ষণের আন্দোলন দিনের পর দিন জোরদার হতে থাকে। ঔপনিবেশিক আমলের অত্যাচার এবং দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ও আণবিক বোমার ব্যবহারের মাধ্যমে যখন গোটা বিশ্ব নরকে পরিণত করা হলো এবং তার লেলিহান শিখা গোটা মানবজগতকে নিজের গহ্বরে নিয়ে নিলো, তখন ইউরোপে গুঞ্জরিত মৌলিক অধিকারের আওয়াজ বিশ্বব্যাপী এক দাবিতে পরিণত হলো, যার ফলে জাতিসংঘ সনদ এবং মানবাধিকার সনদ অস্তিত্ব লাভ করলো। স্বৈরাচার ও দমননীতির যে বিশেষ পরিবেশে এই পরিভাষার উত্থান ঘটলো সেই পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ঐ পরিভাষার ধ্বনিও পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছে গেলো।

ইউরোপে মৌলিক অধিকারের ধারণা যে প্রেক্ষাপটে উন্মেষ লাভ করে, ইসলামের মৌলিক অধিকারের প্রেক্ষাপট তা থেকে আলাদা এবং আলাদা বৈশিষ্ট্যে প্রদ্যোতময়।

মানবতাবাদ

মানবতাবাদের আভিধানিক সংজ্ঞা এ রকম: Humanism is a system of beliefs that concentrates on common human needs and seeks ways of solving human problems based on reason than on faith in God মানবতাবাদ হচ্ছে এমন কিছু প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাসের উদ্ভাবন, যা মানবসমাজের দৈনন্দিন, নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে এবং মানুষের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিধাতায় বিশ্বাসের চেয়ে অধিক যুক্তিনির্ভর মুক্তপথের সন্ধানে প্রয়াসী হয়।

www.nagorikpathagar.org

অধিকাংশ আধুনিক ব্যাখ্যায় মানবতাবাদকে প্রভুত্ববাদ ও অতিমানবীয় বিষয়াদি থেকে পৃথক করে শুধুমাত্র মনুষ্য সম্পর্কিত চিন্তা ও ধ্যান ধারণা আবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মানুষ এক দায়িত্বশীল ও উন্নয়নাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা মানবতাবাদকে বলেছে- An Attitude of mind attaching prime importance to human beings and human values, often regarded as the central theme of renaissance civilisation; অর্থাৎ একটি দৃষ্টিভঙ্গির এমন একটি লক্ষ্যস্থল যেখানে 'মানুষ'ই হচ্ছে সর্বাধিক প্রাধান্য সম্পৃক্ত। মানুষ ও তার নিজস্ব মূল্যবোধের এই কেন্দ্রীকরণ অনেক সময় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের সারকথা বলে বিবেচিত হয়েছে।

রেনেসাঁর এই মানবতাবাদের উদাহরণ পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকের ইটালিয়ান কবি পেট্রার্ক এর রচনায় প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্যে The humanities যাঁর পাণ্ডিত্য ও স্বতঃস্ফূর্ত অবদান ইটালি থেকে পশ্চিমা ইউরোপের সমগ্র পরিসরে একটি সাড়া জাগানো আন্দোলনের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক গতির সূচনা করে।

যদিও মানবতাবাদ পর্যায়ক্রমে শ্রেণীকক্ষের পাঠ্যসূচির অংশে পরিণত হয়েছে তবু এটি বাস্তবিক অর্থেই মানুষের সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্কের উন্নতি, তার মুক্ত ইচ্ছে, এবং প্রকৃতির ওপর শ্রেষ্ঠত্বকে আলিঙ্গন করতে আগ্রহী হয়। দার্শনিকভাবে মানবতাবাদ সমস্ত কিছু পরিমাপের এককরূপে মানুষকেই নির্ধারণ করেছে বলে এনসাইক্লোপিডিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ.

পণ্ডিতিবিদ্যার অতিরিক্ত অনুশীলনের ফলে মধ্যযুগে ব্যষ্টিমানসের বিচার বুদ্ধি এবং গবেষণার স্পৃহাকে অপমান করা হয়। এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে খ্রিস্টধর্মের মৌলিক নীতিগুলোকে দার্শনিক রূপ দেয়াই ছিলো এ ধরণের পণ্ডিতিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য। এ বিদ্যার সাথে জড়িত চিন্তাবিদদের কাছে এরিস্টটল ছিলেন অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক অথচ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেই এরিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্র বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে অকেজো বলে প্রমাণিত হয়। পণ্ডিতিবিদ্যার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন মানবতাবাদের জন্ম হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালিতে রেনেসাঁ আন্দোলন রূপে সে বিক্ষুব্ধ মানস দেখা দেয় এবং ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভ, মানুষের যথাযোগ্য সম্মানের প্রতিষ্ঠা, পাপ পুণ্য প্রভৃতির ফল এ দুনিয়ায় ভোগ করতে হয় এরূপ নৈতিক প্রত্যয়শীলতার সৃষ্টি। তবে এতে যে মানবতাবাদের সৃষ্টি হয় তা

www.nagorikpathagar.org

কেবল চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজ ও সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটেছে। বর্তমানে মানবতাবাদ বলতে কেবল ব্যষ্টিজীবনে চিন্তার স্বাধীনতা বুঝায় না, একে এখন গ্রহণ করা হয় চিন্তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যষ্টির অবাধ স্বাধীনতা হিসাবে। চিন্তার ক্ষেত্রে সে যেমন অপরের দ্বারা পরিচালিত হবে না তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও সে অপরের দ্বারা শোষিতও হবে না।

আমরা এ আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, এর মূলে ছিল গ্রিক সাহিত্যের সঙ্গে ইউরোপীয় মানসের পরিচয় লাভ। গ্রিক সংস্কৃতির অবদানে রয়েছে ব্যষ্টিমানসের গবেষণার ফল। এ বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের বিশেষত্ব এই যে, এতে মানব জীবনের দৃষ্টি রয়েছে ইহলোকে সীমাবদ্ধ। পরলোকে মানবাত্মার কি অবস্থা হবে, ইহলোকের কৃতকর্ম তার পক্ষে পরলোকে সুখদায়ক হবে কি না, সে সম্বন্ধে গ্রিসের চিন্তানায়করা কোনো আলোচনা করেননি। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময় গ্রিকদের চর্চার কেন্দ্র ছিল কনস্‌টানটিনোপল। তুর্কিরা কনস্টানটিনোপল অধিকার করলে, গ্রিকপণ্ডিতরা আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্লেটো, এরিস্টটল, সক্রেটিস, হোমার, এস্কাইলাস, সোফাক্লিস প্রমুখ চিন্তাবিদদের চিন্তাধারার সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের পণ্ডিতদের পরিচয় লাভ সম্ভবপর হয়। এরই ফলে হঠাৎ যেনো ইউরোপে এক প্রাণচঞ্চল মানবধারার স্রোত প্রবাহিত হয়।

ইতালিতে এর সূচনা হলেও, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ডেও এ আন্দোলনের স্রোত বইতে থাকে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা মানব জীবনের জয়গান করেছেন। ইতালিতে পেট্রার্ক এই জগতের সুখকেই পরজন্মের অনিশ্চিত সুখের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। হল্যান্ডবাসী 'ইরেসমাস' সর্বপ্রকার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। ফ্রান্সের 'রেবোলো' ব্যক্তিগত জীবনে সন্ন্যাসী হয়েও সন্ন্যাস জীবনকে আক্রমণ করতে ত্রুটি করেননি। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি কতকটা এপিকিউরিয়াসের মতো সুখবাদের Hedonism সমর্থক ছিলেন। ইংল্যান্ডে 'স্যার টমাস ম্যুর' এ দুনিয়ায় আদর্শ সমাজের ও সুখরাজ্যের Utopia প্রতিষ্ঠা করে কিভাবে মানবসমাজ উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে, তার নির্দেশ দিয়েছেন। সক্রেটিস তাঁর বিখ্যাত পুস্তক ডন কুইট এ মধ্যযুগীয় পৌরুষের স্থলে রোমাকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এ রেনেসাঁ আন্দোলনের ফলেই পরবর্তীকালে ব্যষ্টিমানস স্বাধীনতা লাভ করে এবং ধর্ম, রাজনীতি ও মনীষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ অবদানে সারা দুনিয়ার সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে জার্মানির রিফরমেশন আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্টিন লুথার এ আন্দোলন দ্বারাই প্রভাবান্বিত

www.nagorikpathagar.org

হয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যষ্টির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রবর্তন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ আন্দোলনেরই ফল হিসাবে দেখা দেয় ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব। ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনের লক্ষ্য হিসাবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার Equality, Fraternity and Liberty নীতি ঘোষিত হয়।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণেই এ দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, মানবতাবাদের পটভূমিকায় রয়েছে এক দীর্ঘ বিবর্তন। ব্যষ্টিমানসের স্বাধীনতা, এ দুনিয়ার সুখ দুঃখের সঙ্গে মানব জীবনের মৌলিক সম্বন্ধ, সর্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জন প্রভৃতি পঞ্চদশ শতকের বিভিন্ন ভাবধারা থেকে ধর্মের রাজ্যে ব্যষ্টির স্বাধীনতা এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক জীবনে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে তা পর্যবসিত হয়।

তবে এতে মানবমানস সন্তোষ লাভ করতে পারেনি। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নীতি রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে গৃহীত হলেও তাতে সাম্যের নীতি মোটেই কার্যকর হয়নি। ফরাসি দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীই প্রাধান্য লাভ করে। পুরাতন সামন্ততন্ত্রী সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও তার স্থলে নতুন শ্রেণী আরও মারাত্মক শোষকরূপে দেখা দেয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে বিভিন্ন দেশে কল কারখানার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এ দুনিয়ায় মানুষের এক বৃহৎ অংশ আবার নির্যাতিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। কাজেই, যে মানবতাবাদের উৎপত্তি হয়েছিল ব্যষ্টিমানসের চিন্তার মুক্তির জন্য এবং তার দৃষ্টিকে ইহলোকমুখি করার জন্য, কালের ধারায় সে মানবতাবাদের ফল দাঁড়ায় মানবসমাজকে শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর মানুষে পরিণত করাতে। মানবতাবাদের মৌলিক নীতির এ অধঃপতিত বাস্তবায়ন বাস্তবিকই আজকের যুগের মানবদরদি মানুষের কাছে নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

বুর্জোয়া সমাজের লোকদের মধ্যে এ শোষণ অব্যাহত রাখার সর্বপ্রধান অস্ত্র ছিল জাতীয়তাবাদ। তারা তাদের বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে নিজের দেশের তো বটেই, অপরাপর দেশের নির্ধন মানুষকেও যন্ত্রের মতো কল কারখানায় নিয়োগ করে সর্বতোভাবে শোষণ করেছে। পুঁজিবাদের সুবর্ণযুগে তারা পূর্ববর্তী শোষণের পথ পরিষ্কার রাখার জন্য তাদের বর্ণের, রক্তের, ভাষার, সাহিত্যের ও কৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা প্রচার করে, জাতীয়তার জয়গান করে। অপরদিকে শোষিত জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাদেরকে শোষণ করার নীতিগত যথার্থতা প্রচার করে। তাদের সে সুবর্ণ যুগে বিদেশ থেকে আহরিত ধন দৌলত দেশে প্রাচুর্যের সৃষ্টি করায় দেশের অবনতশ্রেণী তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদের সংকোচনের সময় তা উগ্ররূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন জাতীয়তার দোহাই দিয়ে শোষণ করা কোনো দেশের মানুষ সহ্য করতে রাজি নয়।

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপের ইতিহাসে মানবতাবাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসি মনীষী 'সিলভালোভি' মন্তব্য করেছেন, ইউরোপে মানবতাবাদ ছিল রাজনীতিমুখি। এতে ইউরোপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়েছে। অপরদিকে, প্রাচ্যের মানবতাবাদের লক্ষ্য ছিল মানুষে মানুষে প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা। তা সত্ত্বেও সবল কর্তৃক দুর্বলের উপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। বর্তমান যুগের মানুষের মনে পরকালের ভয় ভীতি বিশেষ নেই, মানুষ এক হিসাবে ইহলোকসর্বস্ব। মানুষের পক্ষে এখন একই চিন্তার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই।

বর্তমানকালে এ জগতের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ, কোন্দল ও কোলাহল। জাতীয়তাবাদের ফলেই এক দেশের প্রতি অপর দেশের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিচ্ছে মারাত্মকভাবে এবং তার ফলে দুদিন যেতে না যেতেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে। এ ধরনের জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির কারণ দ্বিবিধ। প্রথম পর্যায়ে কোনও একদল মানুষ অপর একদল মানুষ কর্তৃক অত্যাচারিত হওয়ার আশঙ্কায় রক্ত, বর্ণ, ধর্ম অথবা ভৌগোলিক পরিবেশের ঐক্যের ভিত্তিতে এক জাতিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ভিত্তির মূলেও তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের জাতীয়তাবোধ সুদৃঢ় হলে এবং কোনো এক অঞ্চলের জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভ করলে তা জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইংল্যান্ডে রোমানদের আধিপত্য থাকাকালে অন্য অঞ্চলের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতালাভের পরে তাদের সে জাতীয়তাবাদই অপর জাতিকে শোষণের প্রণোদনা দিয়েছে। এরই অত্যন্ত বিস্ময়কর ফল দেখা দিয়েছে ইংরেজ জাতি কর্তৃক এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির রক্তভক্ষণে । তাই তাদের যুগে মানবতাবাদকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? অর্থাৎ রক্ত, বর্ণ, ভাষা, ভৌগোলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মানুষ অপর মানুষকে মর্যাদা দানে অথবা প্রেমদানে প্রস্তুত হতে পারে?

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বার্টান্ড রাসেলের ধারণা ছিলো, এ উগ্র জাতীয়তাবাদকে কেবলমাত্র কম্যুনিজমই রোধ করতে পারে। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তিনি নিরাশ হয়ে বলেছেন, The only force which now is psychologically capable of outersighing it is communism and even communism has been defeated by it in Yugoslavia.

কেবলমাত্র কম্যুনিজমই মানসিক দিক থেকে একে লঘু করতে পারে, তবে কম্যুনিজমও এ দ্বারা যুগোশ্লভিয়াতে পরাজিত হয়েছে। পরবর্তীতে পরাজিত হয়েছে রাশিয়াসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেসমূহ।

www.nagorikpathagar.org

গ.

পূর্বেই বলা হয়েছে এ কথা, মানবতাবাদ সম্বন্ধে পূর্ববিশ্বে ও পশ্চিমাবিশ্বে বিভিন্ন ধরনের ধারণার প্রচলন রয়েছে। পশ্চিমাবিশ্বে মানবতাবাদের সহজ ও সরল অর্থ হচ্ছে এ দুনিয়ায় মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মৌলিক ভিত্তি। প্রাচ্যে মানবতাবাদের অর্থ মানুষে মানুষে মৈত্রী ও সমবেদনার প্রকৃত কারণ প্রদর্শন।

পশ্চিমাবিশ্বে মানবতাবাদের উৎস সম্বন্ধে গবেষণা করলে দেখা যায়, সুদূর অতীতে মনীষার ক্ষেত্রে মানবমনের যে ব্যক্তকরণ, তাতে মানবজীবনই জ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য ছিলো না। গ্রিক চিন্তাধারা পার্থিব পৃথিবীর প্রথম সত্তার রূপ নিয়েই গবেষণায় ব্যাপৃত ছিল। সোফিস্টগণই সর্বপ্রথম মানবকেন্দ্রিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং এর মোড় ঘুরিয়ে দেন। পরবর্তীকালে সক্রেটিস সত্যিকার নীতির অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ে এ ধারারই অনুসন্ধান করেছেন বটে, তবে তার সুযোগ্য শিষ্য প্লেটোর নিকট আবার বিশ্বসত্য সত্যিই সর্বপ্রধান জ্ঞানকেন্দ্ররূপে দেখা দিয়েছে। মানবাত্মার স্বরূপ ও তার অমর প্লেটো বা এরিস্টটল স্বীকার করলেও মানবজীবনকে তারা উভয়েই এ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় বলে তা স্বীকার করেননি। গ্রিকদের চিন্তাধারার পতনযুগে এপিকিউরিয়ান, স্টোয়িক বা সন্দেহবাদিগণ যেসব মতবাদের অবতারণা করেছেন তাতে মানবজীবনের মূলসত্যই ছিলো 'জ্ঞান' অর্থাৎ জ্ঞানই সর্বপ্রধান বিষয়বস্তু। তবে তাদের চিন্তায় মৌলিক কোন কিছু না থাকায় এবং সেসব চিন্তার ব্যাপকতাও না থাকায়, সেগুলো এ বিশ্বে কোনো আলোড়নের সৃষ্টি করেনি। স্বকীয় সীমিত পরিধিতে সেগুলো বিশিষ্ট অনুসারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো ।

আদি যুগের অন্তে এবং মধ্যযুগের সূচনার পূর্বে গ্রিকদের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার পর ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম যে অভিনব মিশ্র মতবাদের উৎপত্তি ঘটায়, মানবজীবনের গতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হলেও তাতে এ বিশ্বে মানুষের স্থান নির্ণয়ের কোনো প্রয়াস দেখা যায় না। ইহুদি পণ্ডিতদের মধ্যে 'এরিস্টবুলাস' গ্রিকদর্শনকে তাদের ধর্মগ্রন্থেরই এক নতুন সংস্করণ বলে মন্তব্য করেছেন এবং প্লেটো, হোমার প্রমুখ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের ধ্যান ধারণাকে তাদের শাস্ত্র থেকে ধার করা বিষয় বলে পরিহাস করেছেন। প্লোটিনাসের নব্য প্লেটোবাদে যদিও মানবজীবনের আদর্শ হিসাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভকে গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও এ বিশ্বে মানবজীবনের স্থান নির্ণয়ের জন্য কোনো সাধনা করা হয়নি।

খ্রিস্টধর্ম গ্রিক দর্শনের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই মানবজীবন এ বিশ্বে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করে। পেটরিসটিক যুগে যিশুখ্রিস্টের ব্যক্তিত্বকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ায় এবং ত্রিত্ববাদের বা Trinity র উৎপত্তি হওয়ায় যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে।

www.nagorikpathagar.org

এপোলোজিস্টদের চিন্তাধারার মধ্যে খ্রিস্টধর্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনায় এ পৃথিবীর উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। পেটরিসটিক চিন্তাধারার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সেন্ট অগাস্টিনের মনীষায় ইতিহাস দর্শনের আলোচনা একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। এ দর্শনে তিনি ইতিহাসের গতির নির্দেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, স্রষ্টা মানুষের ইতিহাসকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন, যাতে কতোকগুলো লোক মুক্তিলাভ করে এবং কতোকগুলো লোক লয়প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্কলাস্টিক যুগে মানবমানসের চিন্তাধারা চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়েছে। প্রত্যয় ও যুক্তির সম্বন্ধ, ইচ্ছা ও বুদ্ধির সম্বন্ধ, প্রকৃতি ও স্রষ্টার অনুগ্রহের সম্বন্ধ এবং নির্বিশেষগুলোর সত্যিকার রূপ নিয়েই সে যুগের চিন্তাধারা পর্যবসিত ছিল। মধ্যযুগে পোপের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং মানব মানসকে কেবলমাত্র খ্রিস্টধর্মের শাসন ও অনুশাসনের চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়ায় মনীষার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে এবং মানবজীবনে অনুসন্ধিৎসা অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালিতে রেনেসাঁ আন্দোলনের পূর্বপর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ মধ্যযুগীয় পণ্ডিতিবিদ্যা অনুশীলনেই মগ্ন ছিলো। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ রেনেসাঁ আন্দোলনের কালেই দুনিয়ায় ব্যষ্টিমানসের চিন্তার স্বাধীনতার নীতি স্বীকৃতি লাভ করে।

মহানবী (সা.) ও মানবতাবাদ

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতো মহৎ মনীষীরা বলেছেন: হিব্রু ধর্মগুলোর মাধ্যমে যে মানবতাবাদ বিকাশ লাভ করে তার প্রকৃতি কিন্তু অন্য ধরনের। হিব্রু ধর্ম বলতে ইহুদিদের ধর্ম, খ্রিস্টানদের ধর্ম ও ইসলাম ধর্মকেই গণ্য করা হয়। এ তিন ধর্মের মধ্যে রয়েছে যোগসূত্র এবং এদের আদি পথ প্রদর্শক হচ্ছেন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ (আ.)। তাঁর জীবনে যে মানবতাবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা হচ্ছে প্রকৃতিপূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তিনি এক আল্লাহর ধারণার আলোকে এ জগতে নানাবিধ বস্তুকে পরীক্ষা করে, তাদেরকে উপাসনার অযোগ্য বলে পরিত্যাগ করেছেন। এতেই সর্বপ্রথম এ জগতে মানবজাতির মুক্তি ঘোষণা করা হয়। তখনো পর্যন্ত সূর্য, চন্দ্র বা নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষ মাথা নত করতে অভ্যস্ত ছিল। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন 'মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ মাথা নতো করবে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহরই নিকট, অন্য কারো কাছে নয়।

পরবর্তীকালে আল্লাহ সম্বন্ধীয় ধারণা আরও পরিষ্কার হয় হযরত মুসা (আ.) এর প্রদর্শিত পথে। এ ধর্মেও মানুষকে সৃষ্টির সেরা গণ্য করে একমাত্র আল্লাহকেই

www.nagorikpathagar.org

উপাস্য হিসেবে মান্য করা হয়। তবে আল্লাহর নীতিকে প্রচার করা হয় অত্যন্ত কঠোররূপে। চোখের পরিবর্তে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত Eye for eye and tooth for tooth হচ্ছে তখনকার মানবজীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলার মাধ্যম। পরবর্তীকালে খ্রিস্টধর্মে প্রতিহিংসামূলক কোনো কাজকেই উত্তম কর্ম বলে গ্রহণ করা হয়নি। হযরত ঈসা (আ.) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'যদি তোমার ডান গালে কেউ আঘাত করে, তাহলে তার দিকে তুমি বাম গাল এগিয়ে দাও'। আবার বলেছেন, 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি ভালোবাসো।' কাজেই এ ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য রয়েছে বিপুল প্রয়াস। এ প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করতে যেয়ে হযরত ঈসা (আ.) নিজেও নির্যাতিত হয়েছেন। বস্তুত ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের আলোচনা করলে দেখা যায়, এ দুই ধর্মের প্রচারক হযরত মুসা কলিমুল্লাহ্ (আ.) ও হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্ (আ.) উভয়েই নির্যাতিত মানুষের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। হযরত মুসা (আ.) নির্যাতিত বনি ইসরাইলদের পক্ষ অবলম্বন করে অত্যাচারী রাজা ফেরাউনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং সর্বশেষে বনি ইসরাইলদের নিয়ে তিনি মিশর ত্যাগ করেছেন। তেমনি হযরত ঈসা (আ.) দাসদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছেন এবং ইহুদিদের সুদের গিল্ডও নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তবে মানবতাবাদের যে সূচনা হযরত ইব্রাহিম খলিলউল্লাহ্ (আ.) এর জীবনে দেখা দেয় তা হযরত ঈসা (আ.) প্রচারিত প্রেমের মর্যাদার মধ্যেই সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি। আরও নানাবিধ মূল্যমানের বিকাশের ফলে পরবর্তীকালে এ মানবতাবাদের ব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র ন্যায়বিচার বা প্রেমই মনুষ্যজীবনে কাম্য নয়, মানুষে মানুষে ঐক্য চেতনা, মানুষের মধ্যে এ দুনিয়ার সম্পদ সমানভাবে বণ্টনের যৌক্তিকতা প্রভৃতি মূল্যমানগুলোর অভ্যুদয়ের ফলে আল্লাহর ধারণার মধ্যে এগুলো পরিপূর্ণ হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সা.) প্রচারিত ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর গুণের মধ্যে এগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে মানবজীবনকে পূর্ণবিকাশের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে সাধ্যসাধনা।

বর্তমানকালে আমরা মানবতাবাদের ফলশ্রুতি হিসেবে যেসব মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি তাদের মধ্যে গণতন্ত্র, নারীর সমান অধিকার, চিন্তাজগতে ব্যষ্টির স্বাধীনতা ও এ দুনিয়ার সম্পদের ওপর মানুষের সমান অধিকার প্রভৃতি নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা পাশ্চাত্যের মানবতাবাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি, ব্যক্তিস্বাধীনতা লাভের জন্যই এর উৎপত্তি হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ধর্ম ও রাজনীতিতে তা প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচ্যের মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষে মানুষে প্রেম, মৈত্রী ও করুণার প্রতিষ্ঠা।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুত হিব্রু ঐতিহ্য থেকে যে মানবতাবাদ বিকশিত হয়েছে, তার মধ্যে উভয়বিধ ভাবধারা বর্তমান। ঐতিহ্যের মধ্যে একদিকে রয়েছে মানুষে মানুষে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা, অপর দিকে রয়েছে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করার ব্যবস্থা। এ মানবতাবাদ চরম বিকাশ লাভ করে রসূলে আকরাম (সা.) এর জীবনে এবং তাঁর বাণীতে। তিনি এ মানবতাবাদ কেবল প্রচার করেননি, নিজের জীবনেও তার রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন এবং মদিনাতে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে জগতসভ্যতাকে দেখিয়েছেন কিভাবে এ মানবতাবাদকে রূপায়িত করা যায়।

তাঁর বাণীতেই আমরা এ মানবতাবাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাই। প্রথমেই তিনি আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্বরূপ পরিষ্কার করে দিয়ে বলেছেন 'আমি আল্লাহর রাসূল অর্থাৎ আল্লাহর অবতার, তাঁর পুত্র অথবা অংশীদার নই।' তিনি যে মানুষ এবং মানুষেরই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রভৃতির অংশীদার তা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। 'আমি মানুষ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই নই, আমি যখন তোমাদের ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো কিছু আদেশ করি, তখন তা গ্রহণ করবে এবং এ দুনিয়ার কোনো বিষয়ে আদেশ করলে, তখন আমি কোনো মানুষ থেকে অতিরিক্ত কিছুই নই।' উক্তির মাধ্যমে তিনি সর্বপ্রথম তাঁর মানসিক সত্তার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মানুষের মধ্যে ঐক্যচেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে বলেন- 'আল্লাহর সৃষ্ট সকল জীবই তার অন্তর্ভুক্ত এবং সে ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যে আল্লাহর সৃষ্ট জীবের সবচেয়ে অধিক মঙ্গল সাধন করে।' অতঃপর তিনি এও বলেছেন যে- 'কে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর অনুগ্রহভাজন? সেই ব্যক্তি যার কাছ থেকে তার বান্দারা সবচেয়ে বেশি মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়।' মানবতার প্রতি তাঁর মনে কত শ্রদ্ধা ও দরদ ছিল তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতেও পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট- 'সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যার কাছ থেকে মানবতা নানাবিধ কল্যাণ লাভ করে।'

এভাবে মানবসাধারণের কল্যাণসাধনের জন্য তাদের মানসকে প্রস্তুত করেন, যাতে তাদের বাস্তবজীবনেও অনুরূপভাবে রূপায়ণ হয়। এজন্য তিনি বলেছেন, 'কোন কাজগুলো সর্বোৎকৃষ্ট? কোনো মানুষের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করা, কোনো ক্ষুধার্থকে আহার দান করা, কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করা, কোনো ব্যথিত লোকের ব্যথার উপশম করা এবং অন্যায়ভাবে দেয়া কোনো কষ্টের প্রতিকার করা। '

এ সকল উক্তির সারমর্ম থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, সকল মানুষই সমান, তারা একই পরিবারভুক্ত লোকের মতো, মানুষের কল্যাণসাধন মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এ সব বাণী থেকেই পরবর্তীকালে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, রাসূলে আকরাম (সা.) এ বিশ্বে

www.nagorikpathagar.org

গণতন্ত্রের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন। মদিনাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি অতি সহজেই সে রাষ্ট্রের রাজাধিরাজ বলে আপনার নাম ঘোষণা করতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেননি এবং যাতে তা বংশানুক্রমিক রাজত্বে পরিণত না হয় তার জন্য তাঁর বংশের অপর কোনো মানুষকেও তাঁর স্থলবর্তী হিসেবে মনোনয়ন দেন নি।

মহানবীর মানবতাবোধ

মানবতা ও মানবাধিকার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নীতি পৃথিবীর অন্য সকল ধর্মীয় ও দার্শনিক নীতি থেকে আলাদা। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে ছিল উপেক্ষিত ও অবহেলিত। একমাত্র ইসলামই তাদের মানবতার ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করে সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছে। ইসলাম মানুষের মধ্যে সমতার জন্য, সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জন্য, সমাজের সুযোগ সুবিধা সর্বাবস্থায় সমভাবে ভাগ করার জন্য যে ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে তা বিশ্বের ইতিহাসে একক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ইসলামের প্রতিটি নির্দেশই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বমানবের হিতের জন্য, কল্যাণের জন্য প্রযোজ্য। ইসলাম মানবাধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে অর্থাৎ সমাজের সুখ ও শান্তি, সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবতাবোধকে কত উচ্চে তুলে ধরেছিলেন তা আজো পৃথিবীর সকল মনীষী বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) ই মানবতার কথা শুধু মুখেই বলেনিন, তা বাস্তবে রূপদান করে দেখিয়েও দিয়ে গেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন শত্রুর ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: 'আজকের দিনে তোমাদের কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।' এর দ্বারা কতোবড় মানবতাবোধ শিক্ষা দিলেন জগতের মানুষকে, তা আজো বিস্ময়ের ব্যাপারে হয়ে আছে। তাঁর শিক্ষাই কবির কণ্ঠে শুনতে পাই:

> 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
> আসে নাই কেহ অবনী পরে,
> সকলের তরে সকলে আমরা
> প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।'

মহানবী (সা.) বলেছেন: 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সমগ্র সৃষ্টির ভেতর আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পরিবারের [সৃষ্টির] প্রতি দয়ালু।' তিনি আরো বলেছেন : 'মানুষের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে মানুষের উপকার করে।'

www.nagorikpathagar.org

হিলফুল ফুজুল

যিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব : এই চারমাস তৎকালীন আরবসমাজে সম্মানিত মাস হিসেবে পরিগণিত হতো। এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময় বিখ্যাত 'উকায' মেলায় বেচাকেনা, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ও কাব্যপাঠের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। একবার এ মেলার প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ 'হারবুল ফিজর' নামে খ্যাত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তখন কিশোর। তিনি তখন তাঁর পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেনঃ 'আমি আমার পিতৃব্যদের (শত্রুপক্ষের) তীর থেকে রক্ষা করতাম অর্থাৎ শত্রুপক্ষ তাদের তীর নিক্ষেপ করলে আমি সে তীর ফিরিয়ে দিতাম।' ফিজর যুদ্ধের বীভৎস দৃশ্য কিশোর মুহাম্মদ (সা.) এর হৃদয়ে দাগ কাটে। আরববাসীর চরিত্রের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা, পরস্পর মারামারি, ঝগড়া ও কোন্দল, কুসংস্কার ও মূর্তিপূজা তাঁকে বিচলিত করে তোলে। তিনি এর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সে বয়সেই একটি শান্তিসংঘ গঠন করেন। এ সংঘের অন্যতম সদস্য ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ চাচা যুবাইর এবং আরো কয়েকজন উৎসাহী যুবক। ৫৯৫ ঈসায়ী সালে এ সংগঠন গঠিত হয়। সংগঠনের সদস্যরা সমবেতভাবে এই বলে শপথ নিলেন–

১. আমরা দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করব।
২. অত্যাচারীর হাত থেকে নিরীহ মজলুমদের রক্ষা করব এবং জুলুম ও জালিমকে দমন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
৩. দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সহায়তায় সর্বদা সচেষ্ট থাকব।
৪. বিদেশী লোকদের জান মাল ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করতে চেষ্টা করব।

তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে এ ধরনের উন্নত প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে বিশ্বের সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। এ সম্পর্কে M. Watt বলেনঃ Its aim was to uphold principle of Justice against the malpractice of the stronger and richer tribes.

মহানবী (সা.) সম্পর্কে মনীষীরা

অন্ধকারাচ্ছন্ন কালবেলায় সামরিক আইন অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা হতো অথবা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হতো। মহানবী (সা.) যুদ্ধবন্দীদের প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শনের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তিনি বলেছেন : 'বন্দীদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে। তিনি যা বলেছেন আচরণের মাধ্যমে তা

www.nagorikpathagar.org

বাস্তবে পরিণত করেছেন। বদর যুদ্ধে বিজয়ী সাহাবীরা মদিনায় পায়ে হেঁটে গিয়েছেন, পরাজিত বন্দীদের উটে আরোহণ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাহাবীরা নিজেরা শুকনো খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খেতে দিয়েছেন। সামান্যমাত্র মুক্তিপণেরও বিনিময়ে এমনকি বিনা মুক্তিপণে অনেক বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছেন। স্যার উইলিয়াম মুর আবু আকিব নামক এক যুদ্ধবন্দীর জবানীতে বলেছেন: Bleesing be on the men of Medina who made us ride, while they themselves walked. They gave us wheaten bread to eat when there was little of it contenting themselves with dates. 'সেই মদিনাবাসীদের জন্য আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, যারা আমাদের আরোহণ করিয়ে নিজেরা পদব্রজে চলেছেন। আমাদের রুটি খেতে দিয়েছেন, অথচ নিজেরা সামান্য খেজুরেই তৃপ্ত হয়েছেন।'

রাসূলে আকরাম (সা.) মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু কুরাইশদের প্রতি যে দয়া, সৌজন্য ও সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং যেভাবে তাদের মুক্তি দিয়েছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে মহানবী (সা.) ঘোষণা দিয়েছেন: 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা সকলেই মুক্ত।' এ সাধারণ ক্ষমাকে লক্ষ্য করে ঐতিহাসিক গিবন বলেছেন: In the long history of the world, there is no instance of magnanimity and forgiveness which can approach those of Mohammad when all his enemies lay at his feet and he forgave them one and all. মুহাম্মদ (সা.) পদানত সমস্ত শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়ে যে ঔদার্য ও ক্ষমাশীলতার আদর্শ স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

পিয়েরে ক্রাবাইট Pierre Crabites নারীমুক্তির পথিকৃৎরূপে নবী করীম (সা.) কে পরিচিহ্নিত করে দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করেন: 'পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মদ (সা.) ই হচ্ছেন নারীঅধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।' Muhammad was the greatest champion of women's rights the world has ever seen.

মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর ধর্ম ইসলামের সৌন্দর্য সুষমা মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান পাদ্রী রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথও দাবি করেন: 'মুহাম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও সফল, সর্বাপেক্ষা আকস্মিক ও সর্বাপেক্ষা অসাধারণ বিপ্লব। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুহাম্মদ সেই একইপদবি দাবি করেছিলেন- যা নিয়ে তিনি তাঁর পথপরিক্রমা শুরু করেন ঈশ্বরের নবী হওয়ার

www.nagorikpathagar.org

দাবি। আমি বিশ্বাস করি, জগতের শ্রেষ্ঠতম দর্শনশাস্ত্র ও বিশুদ্ধতম খ্রিস্টধর্মও নিশ্চিতরূপে একদিন না একদিন তাঁকে ঈশ্বরপ্রেরিত বিশ্বাসযোগ্য দূত হিসাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে।' [মুহাম্মদ অ্যাণ্ড মোহাম্মাডানিজম, লন্ডন, ১৮৭৪]।

মুহাম্মদ (সা.) এর সমর্থনে একইভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, বিশ্বখ্যাত মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ'। ইসলামের নবী (সা.) এর সুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডে অভিভূত হয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : 'আমি মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমার অভিমত, এই চমৎকার মানুষটি দজ্জালতো ছিলেনই না, বরং তাঁকে মানবজাতির ত্রাণকর্তারূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, মুহাম্মদের ন্যায় একজন ব্যক্তি যদি সমস্ত পৃথিবীর একনায়কত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি বর্তমান বিশ্বের সমস্যাদি এমনভাবে সমাধান করতে সক্ষম হবেন যা বিশ্বের জন্য বহন করে আনবে অপরিহার্য, এবং বহু প্রতীক্ষিত সুখ ও শান্তি ।' I have studied him the wonderful man and in my opinion far from being an Anti Christ he must be called the Saviour of Humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness.

বিশ্বমনীষার শ্রীবৃদ্ধি ও সৌকর্য সাধনে মহানবীর অতুলনীয় অবদানের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি প্রদান করেন অপর এক ইউরোপীয় মনীষী আলফ্রেড দ্য লামার্টিন । তাঁর Historire de la Turquie গ্রন্থে ১৮৫৪ সালে এই ফরাসি ঐতিহাসিক কবি রাজনীতিবিদ উল্লেখ করেন: 'দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইন প্রণেতা, মতবাদ বিজয়ী, ধর্মমতের এবং প্রতিমাবিহীন উপাসনা পদ্ধতির পুনঃসংস্থাপক, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের এবং একটি ধর্মীয় সাম্রাজ্যের সংস্থাপক- এই দেখ মুহাম্মদ! - যে সমস্ত মাপকাঠির দ্বারা মানবীয় মাহাত্ম্য পরিমাপ করা হয়ে থাকে, সেগুলির প্রত্যেকটির আলোকে তাঁকে বিবেচনা করা হলে, আমরা এ কথা সহজেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, 'কোনো মানব কি তাঁর অপেক্ষা মহত্তর ছিলো?'

Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without images; the founder of twenty terrestirial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad, As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he?

www.nagorikpathagar.org

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)

ক.

সন্ত্রাসবাদের ইংরেজি হচ্ছে 'টেরোরিজম', আরবি হচ্ছে 'আল ইরহাবিয়্যাত। 'সন্ত্রাসবাদ' যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেনো, তা সমাজের জন্য একটি মারাত্মক ক্ষত। মানুষের চরম দুশমন ইবলিসের উর্বর মস্তিষ্ক থেকেই সন্ত্রাসবাদ আবিষ্কৃত। যথাসময়ে দক্ষ হাতে এর মূলোৎপাটন করা না হলে এটা গোটা সমাজদেহেই পচন ধরিয়ে দেয়। ফলে অকালমৃত্যু ঘটে সুষ্ঠু ও শান্তিময় সমাজব্যবস্থার।

রাসূলে আকরাম (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন সারা জাহানের জন্য এবং প্রেরিত হয়েছিলেন এক অপরিমেয় রহমতের মতো। তাই ইহকালেও সকল মানুষ যেন সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারে, শান্ত-স্নিগ্ধ এ পৃথিবীতে বুক ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে- গুটিকয়েক দুর্বৃত্ত দূরাচারের জন্য সমাজের সকল শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন যাতে দুর্বিষহ হয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য তিনি সর্বদাই ছিলেন সচেতন। এ ব্যাপারে তাই তিনি বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এই লক্ষ অর্জনে তিনি প্রয়োজনে কল্পনাতীতভাবে কঠোর হয়েছিলেন। দুনিয়া থেকে সকল অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার, সন্ত্রাস সবই তিনি কঠোর থেকে কঠোরতরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পরেতো বটেই পূর্বেও তিনি সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এসব নির্মূল করতে। আমরা দেখতে পাই, মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি 'হিলফুল ফুযুল সংগঠনের মাধ্যমে জুলুম ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের পদক্ষেপ নিয়েছেন। সংগঠনের এক নম্বর শর্তে বর্ণিত ছিলো 'আল্লাহর কসম! মক্কা নগরীতে কারো ওপর অত্যাচার হলে, আমরা সবাই মিলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্য করব। চাই সে উঁচুশ্রেণীর লোক হোক বা নিচুশ্রেণীর, স্থানীয় হোক বা বিদেশী। অত্যাচারিতের প্রাপ্য যতোক্ষণ পর্যন্ত আদায় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এভাবেই থাকব।' এ ভাবেই তিনি মক্কা নগরী থেকে অন্যায় অত্যাচার ও সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদে বিরাট ভূমিকা রাখেন।

কাফেরদের অত্যাচারে মক্কা থেকে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় স্থায়ীভাবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যুলুম ও সন্ত্রাসের প্রতিরোধে মদিনায় বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে ইয়াহুদিদের সাথে এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন- যা ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত। ৪৭টি ধারা সম্বলিত এ সনদের ১৩ ও ২১নং শর্ত দুটি সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের এক অনন্য দলিল। ১৩নং শর্তে বলা হয়েছে, 'তাকওয়া অবলম্বনকারী, ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীদের হাত সমবেতভাবে ঐসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হবে- যারা বিদ্রোহী হবে অথবা বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যায়, পাপাচার, সীমালংঘন, বিদ্বেষ অথবা দুর্নীতি ও

www.nagorikpathagar.org

ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে তৎপর হবে। তারা সকলে সমভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, যদি সে তাদেরই কারো আপন পুত্রও হয়ে থাকে।' আর ২১নং শর্তে বলা হয়েছে: 'যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে এবং সাক্ষ্য প্রমাণে তা প্রমাণিতও হবে- তার উপর কিসাস গ্রহণ করা হবে। হত্যার বদলে হত্যা করা হবে তাকে। তবে তার উত্তরাধিকারীরা যদি 'রক্তপণ নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেয় আর সমস্ত ঈমানদারের তাতে সায় থাকে, তাহলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এ ছাড়া কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই।'

মদিনার জীবনে অন্যায় অত্যাচার ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এভাবেই শুরু হয়। এ ছাড়া সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে বাস্তবক্ষেত্রে তিনি সন্ত্রাসীদেরকে এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করেছেন যা দেখে কোনো মানুষের পক্ষেই সন্ত্রাসবাদের দিকে পা বাড়ানো মোটেই সম্ভবপর ছিল না। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে তার দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো:

একবার বাহরাইন থেকে উকল ও উরায়না গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তারা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাদের পেট ফুলে গেলো এবং শরীর হলুদ হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাদের এ অবস্থার কথা জানানো হলে, তিনি তাদেরকে সকার উটের চারণভূমিতে নিয়ে উটের প্রশ্রাব ও দুধ পান করাতে বললেন। সদকার উটের প্রশ্রাব ও দুধ পান করে তারা সুস্থ হয়ে উঠল। অথচ তারাই উটের রাখাল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আযাদকৃত দাস 'ইয়াসার'কে হত্যা করল। এক বর্ণনা মতে, প্রথমেই তারা কাঁটা দিয়ে ইয়াসারের চোখ নষ্ট করে দেয়। তারপর উটগুলি নিয়ে তারা পলায়ন করল। সকালের দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে, তিনি তাদের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনা মতে, এ সংবাদ যখন পৌছল তখন তাঁর কাছে আনসারদের বিশজন যুবক অশ্বারোহী উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে পাঠিয়ে দিলেন, সাথে পদচিহ্ন বিশারদ এক লোকও পাঠালেন। দুপুরের দিকে তাঁরা তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো। অতপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হলো, চোখ উপড়ে ফেলা হল এবং এমতাবস্থায় মরুভূমির তপ্ত রোদে ফেলে রাখা হল এবং তারা মৃত্যুবরণ করল। এ শাস্তির প্রচণ্ডতা এমনই ছিলো যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রিওয়াত মতে, তারা পানি চাচ্ছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। বুখারীর রিওয়াত মতে, তাদের কেউ কেউ জিহবা দিয়ে মাটি চাটছিলো।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই নাযিল হয় : 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়- এটাই তাদের শাস্তি যে,

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এই হলো তাদের জন্য লাঞ্ছনা আর পরকালে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।'

অনুরূপভাবে অভিশপ্ত ইয়াহুদি গোত্র বনু নাযির রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলো। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে মদিনাকে সন্ত্রাসমুক্ত করেন। ঘটনার বিবরণ হলো :

সাহাবী হযরত আমর ইবন উমায়্যা আদ দামরি (রা.) বনু আমিরের দু'জন লোককে ভুলবশত শত্রুপক্ষ ভেবে নিয়ে হত্যা করে। বনু আমিরের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মৈত্রীচুক্তি ছিলো। ফলে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের 'রক্তপণ' দিতে মনস্থ করলেন। আর একাজে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি ইয়াহুদিদের সবচেয়ে বড় গোত্র বনু নাযিরের নিকটে উপস্থিত। বনু নাযিরের ব্যবসা ছিলো মদিনা থেকে দু'মাইল দূরে কুবার উপকণ্ঠে। বনু আমিরের সাথে বনু নাযিরেরও মৈত্রীচুক্তি ছিলো। বনু নাযিরের লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখে আনন্দিত হয় এবং তাঁর সাথে প্রথমত খুবই ভালো ব্যবহার করে। তারা এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দেয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের একটি ঘরের দেয়াল ঘেঁষে বসেছিলেন, তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত আলি (রা.) প্রমুখ দশজন সাহাবীও ছিলেন। বনু নাযিরের লোকজন নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করতে লাগলো যে, এমন মোক্ষম সুযোগ আর কখনো পাবো না আমরা। আমাদের কেউ যদি ঘরের ছাদে উঠে তাঁর মাথার উপর একটি ভারী পাথর ছেড়ে দেয়, তবে আমরা চিরতরে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবো। আমর ইবন জাহহাশ ইবন কাব নামে তাদের এক লোক বলল, আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত। এই বলে সে ঠিকই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর পাথর ছেড়ে দেয়ার জন্য সবার অলক্ষ্যে ঘরের ছাদে উঠে গেলো। তখনই আল্লাহ তায়ালা ওয়াহি মারফত তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর প্রিয়তম হাবিবকে জানিয়ে দেন। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং কাউকে কিছু না বলে সোজা মদিনায় চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে থাকা সাহাবীগণও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। অতপর মদিনা থেকে আগত এক ব্যক্তিকে পেয়ে তাকে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি তাদেরকে বলল, আমি তাঁকে মদিনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। অতঃপর তাঁরা মদিনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাঁদেরকে ইয়াহুদিদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানালেন এবং সকলকে রণপ্রস্তুতি নিয়ে তাদের মোকাবিলা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন উম্মে

www.nagorikpathagar.org

মাকমুতকে মদিনার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি সেনা সমবিব্যহারে বনু নাযিরের বসতিতে পৌছলেন। সেখানে পৌছে তিনি তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন। ছয়দিন অবরোধ করার পর তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তাদের খেজুর গাছ কেটে ফেলার এবং বাগান জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এতে তারা বিচলিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি অন্যদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য আদেশ করেন আর এখন আপনি নিজেই আমাদের খেজুর বাগানগুলো কেটে ফেলে দিচ্ছেন আর জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। এটা কেমন কথা? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পদক্ষেপের সমর্থনে আয়াত নাযিল হলোঃ 'তোমরা খেজুর গাছগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো মূল কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে : আর এটা এ জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'

বস্তুত সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের যুদ্ধকৌশল হিসেবে এ ধরনের পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিলো তখন। অবশেষে বনু নাযিরের মনে আল্লাহ তায়ালা ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তারা নিজেরাই প্রস্তাব দিয়ে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার পথ বেছে নিলো। কিন্তু অন্যত্র গিয়ে যাতে তারা আবার সন্ত্রাস করতে না পারে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে অস্ত্র সাথে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন না। শুধুমাত্র নিজেদের উটের পিঠে করে যে পরিমাণ মালপত্র নেয়া যায়, সে পরিমাণই নেয়ার অনুমতি দিলেন। এ আদেশ এতো কঠোর ছিলো যে, তিলতিল করে গড়ে তোলা নিজেদের ঘর বাড়ি তাদের নিজেদের হাতেই ভেঙে ফেলতে হলো। আর যতোটুকু পারা যায় ততটুকু সাথে নিয়ে অবশিষ্ট সামানপত্র ছেড়ে যেতে হলো। তাদের কিছু সংখ্যক খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, আর কিছু সংখ্যক চলে যায় সিরিয়ায়। ফলে মদিনা মুনাওয়ারা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অভিশপ্ত ইয়াহুদিদের এ গোত্রটির কুটিল ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও ঘৃণ্য অমানবিকতার হাত থেকে রেহাই পায়।

সমাজ ও রাষ্ট্রবিধ্বংসি দুষ্টক্ষত সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন, প্রতিরোধ ও মানবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী (সা.) এমন ধরনের সব কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পদক্ষেপগুলো আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মনে হলেও তা ছিলো সময়োচিত, বাস্তবমুখি ও কার্যকর। কারণ ইসলামের সূচনালগ্নে ষড়যন্ত্রকারী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করায়, একদিকে যেমন অত্যাচারী ও সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়েছিলো, তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলো গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র, অপরদিকে তেমনি তাদের এ করুণ পরিণতি অবলোকন করে সমাজের অন্য কেউ ঐ অবৈধ, দুষ্ট ও ঘৃণ্য পথে পা বাড়াবার সাহস পর্যন্ত করেনি। এর ফলেই সম্ভব হয়েছিল মদিনাকেন্দ্রিক একটি শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করা।

www.nagorikpathagar.org

শুদ্ধতম হাদীসগ্রন্থসমূহের অন্যতম হাদীসগ্রন্থ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম হত্যা মামলার নিস্পত্তি করবেন এবং যাবতীয় আমলের মধ্যে প্রথমে নামাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। শিরকের পর সবচেয়ে বড় গোনাহ হচ্ছে নরহত্যা। রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন, 'মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট সমস্ত পৃথিবী ও তার যাবতীয় বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়া তত ক্ষতিকর নয়, যত ক্ষতিকর একজন মুসলমান নিহত হওয়া।' ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর মুসনাদে বাকি ও বায্যারে বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যদি আসমান জমিনের সকল অধিবাসী একজন মুসলমানকে [অবৈধভাবে] হত্যা করার জন্য একমত পোষণ করে, তবে আল্লাহ তাদের সবাইকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে হত্যার জন্য মুখের অর্ধেক শব্দাংশ দিয়ে সাহায্য করবে, তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির করা হবে যে, তার কপালে লেখা থাকবে 'এ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।' বুখারী শরিফে রয়েছে, রাসূলে খোদা (সা.) বলেছেন: "কোনো মুসলমান যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো অবৈধ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত না হবে, ততোক্ষণ দিনের পাকড়াও থেকে মুক্ত থাকবে। আরো বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, সে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরিক করেনি এবং কোনো মুসলমানের রক্ত নিয়ে বাহাদুরী করেনি অর্থাৎ হত্যা করেনি, তখন আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে মাফ করে দেয়া।'

খাত্তাবিতে বর্ণিত: রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলমান যতোক্ষণ কারো রক্তপাতের কারণ না হবে, ততোক্ষণ সে পবিত্র ও [জাহান্নাম থেকে] মুক্ত। আর যখন সে রক্তপাতের কারণ হয়ে গেলো, তখন সে নিজেই তার সমস্ত পুণ্য ও স্বাধীনতা নষ্ট করে দিলো।' ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হলো যে, সে কোনো হত্যাকাণ্ডের সাথে শরিক ছিলো না, তাহলে সেদিন তার কোনো লজ্জা ও ভীতি থাকবে না।

দাস প্রথা উচ্ছেদে মহানবী (সা.)

ক.

রাসূলে আকরাম (সা.) এর বহু আগে থেকেই আরবে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিলো। শুধু আরবে কেনো, পৃথিবীর সকল দেশেই দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিলো। সাধারণত পরাজিত গোত্র বা জাতির যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করা হতো। এমনকি পশুর

www.nagorikpathagar.org

মতো বাজারে এদের বেচাকেনাও প্রচলিত ছিলো। এদের সঙ্গে পশুর চাইতেও খারাপ ব্যবহার করা হতো। মনিবের হাতে অকথ্য নির্যাতন ছিলো এদের প্রাপ্য। একদা এভাবে নির্যাতিত হয়েছেন হযরত আম্মার ইবন ইয়াসার, হযরত বিলাল, মহাতাপসী রাবেয়া বাসরি, এমনকি এককালের শেখ সাদিও।

বিচারপতি আমির আলি দাসদের সঙ্গে অকথ্য নির্যাতনের এক করুণচিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন: Serfs or salves, for them there was no hope or gleam of sunshine on this side of the grave. 'ভৃত্য হোক কিংবা ভূমিদাসই হোক, কবরের এ পাশে অর্থাৎ ইহজীবনে তাদের কারো ভাগ্যে সামান্য বা ক্ষীণতম সূর্যালোকের অস্তিত্বও ছিলো না।'

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে মানবতার ঐ করুণদশা বহুদিন যাবত চলে আসছিলো এবং বিশ্বনায়ক বহু মনীষীদের কাছেও এ প্রথা স্বীকৃতি পেয়েছিল। এরিস্টটলের মতো বিশ্বনন্দিত দার্শনিক চিন্তাবিদও ঘোষণা করেছিলেন, দাসপ্রথা হলো একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা। কারণ দাসরা এমন কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সন্ধান দিতে পারেনি যা এ প্রচলিত অমানবিক ব্যবস্থা রহিত করতে পারে কিংবা এ ব্যবস্থা ছাড়া টিকে থাকতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষ, মধ্যযুগীয় ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র এ দাসপ্রথা ও দাসব্যবস্থা বিধিসম্মত বলে স্বীকৃত ছিল।

দার্শনিক প্লেটোও দাসপ্রথার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি বরং সভ্যতার অগ্রগতিতে এ প্রথার সমর্থনই করেছেন। খ্রিস্টানরা এ প্রথার স্বীকৃতি দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার জন্য এ প্রথা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মেনে নিয়েছিলেন। আর্যরাও একই উপায়ে এ বিধান চালু রেখেছিলো। অর্থাৎ এক কথায় সম্ভ্রান্তদের আভিজাত্য রক্ষার জন্য ওপরের স্তরের মানুষের সেবায় নিচের স্তরের মানুষের নিয়োজিত করার বিষয়টি পশুত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও বর্জন করা হয়নি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিপীড়িত মানবতাকে মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। মানুষের সমাজে মানুষ অমানুষিক যাতনা ভোগ করবে, এ হতে পারে না। তিনি দাসপ্রথাকে উচ্ছেদকল্পে ঘোষণা করেছেন: 'তোমাদের ভাইয়েরাইতো তোমাদের দাস। তাদের আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাই যার অধীনে [দাস হিসেবে] তার একটি ভাই রয়েছে, তার উচিত সে যা খাবে, তাকেও তাই খেতে দেবে এবং সে যা পরিধান করবে, তাকেও তাই পরিধান করতে দেবে।'

দাসদাসীদের উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: 'যোগ্যতার বলে যদি কোনও হাবসিও [গোলাম] নেতৃত্ব পায়, তবে তাকে মান্য করবে।' এ কেবল তাঁর মুখের কথা নয়, তিনি তা কার্যে পরিণত করে গেছেন। হযরত বিলাল (রা.) এর মতো একজন হাবসি গোলামকে তিনি ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন নিয়োগ করেন। যায়েদ ইবন হারিসা (রা.) এর মতো একজন ক্রীতদাসকে

www.nagorikpathagar.org

তিনি সন্তানের মতো মানুষ করেন। হযরত উসামা ইবন যায়েদ (রা.) কে তিনি সেনাপতি পদে নিয়োগ দেন। তিনি নিজের ফুফাত বোনকে তাঁর আযাদকৃত দাস যায়েদের সাথে বিয়ে দেন। তিনি বিশ্বশান্তি কামনায় মানুষের মনুষ্যত্বকে মর্যাদাবোধে উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করে এক সুদূরপ্রসারী শান্তিময় সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

খ.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দাসদাসীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের সাধ্যের অতীত কাজের ভার তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। [মুসলিম]

হযরত আবুজর গিফারি (রা.) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের ভাইদেরই তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং যার ভাইকে আল্লাহ তার অধীন করে দিয়েছেন, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়। তাই পরায়, যা সে নিজে পরে এবং যেন তাকে এমন কাজের ভার না দেয়, যা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি এরূপ কঠিন কাজের ভার দেয়া হয়, তবে সে যেন তার সাহায্য করে। [মেশকাত]

হজরত আবুজর গিফারির (রা.) জীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি মারুর ইবনে সুয়াইদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'আমি আবুজর গিফারিকে দেখলাম, তিনি এক জোড়া কাপড় পরিধান করে আছেন। তাঁর দাসও অনুরূপ একজোড়া কাপড় পরে আছে। ঐ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমি এক ক্রীতদাসকে গালি দিয়েছিলাম, সে গিয়ে নবী (সা.) এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে, নবী (সা.) আমাকে বললেন, 'তুমি কি তার মায়ের কথা বলে গালি দিয়েছো? তারপর বললেন, তোমাদের ভাইরাই তোমাদের খাদেম। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে ভাই থাকলে, সে নিজে যা খাবে, তাই তাকে দেবে এবং নিজে যা পরিধান করবে, তাই তাকে পরিধান করতে দেবে। আর তাদের ওপর তাদের সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেবে না। এতদসত্ত্বেও কোনো কষ্টকর কাজ দিলে, সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে। [বুখারী]

পারিবারিক পরিবেশেই শুধু ওঠা-বসা নয়, অধিকন্তু দাসদাসীদের সাথে, এক সাথে বসে, খাওয়া দাওয়ার তাগিদও হাদিসে এসেছে। যেমন হযরত আবু হোরায়রাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন তোমাদের কারো জন্য খাদেম খাদ্য তৈরি করে আনে, তখন সে যেনো তাকে [খাদেমকে] নিজের সাথে

www.nagorikpathagar.org

বসায়, আর খাদেম যেন তা সাথে খায়, কেননা সে তার তাপ ও ধুয়া সহ্য করেছে। অবশ্য খাদ্য যদি সামান্য হয়, তবে যেন দুই এক লোকমা হলেও তার হাতে দেয়। [মুসলিম]

চাকর-বাকর, দাস-দাসীদেরকে তাদের ক্রটির জন্য সময় অসময় মারপিট করা তখনকার আরব সমাজে এবং ইউরোপীয় সমাজে একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ক্রীতদাসরাও যে মানুষ এবং তাদেরও যে ক্রটি হতে পারে এই বিবেচনা না থাকায় ক্রীতদাস দাসীদেরকে নির্মমভাবে অত্যাচারের বহু ইতিহাস আছে। ইসলাম ও তার নবী (সা.) শুধু গোলামির মুক্তির মূল্যায়নই করেন নাই, অধিকন্তু ক্রীতদাস দাসীদেরকে যেনো শারীরিক অত্যাচার করা না হয়, সে বিষয়েও বিবেচনার বাণী রেখেছেন। হযরত ইবনু ওমর (রা.) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে বিনা অপরাধে নিজের দাসদাসীকে দণ্ডিত করেছে অথবা তাকে চড় মেরেছে, তার কাফ্ফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া। [মুসলিম]

হুজুর (সা.) বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কারা নিকৃষ্টতম তা বলে দেবো কি? যারা একাকী খায়, দাসদের বেত মারে এবং কাউকেও কিছু দেয় না।' [হাদীস] ইহকালীন কর্মের ওপর নির্ভর করে মুসলমানদের জন্য যে জান্নাত ও জাহান্নাম, সেখানে জান্নাতের পুরস্কার তারাই পাবে যাদের সম্বন্ধে হুজুর (সা.) বলেন, 'যে দাসদের সাথে দুর্ব্যবহার করে সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে না এবং যে দাসরা সালাত কায়েম করে তারাই তোমাদের ভাই।' [হাদীস]

রাসূলে কারিম (সা.) এর মহান পদক্ষেপের ফলে ধীরে ধীরে দাসপ্রথার বিলোপসাধন সম্ভব হয়েছিল, আজ দাসপ্রথা নেই কিন্তু নানাধরনের অধীনস্থ মানুষের উপস্থিতি এখন রয়েছে এবং থাকবেও। সুতরাং তাদের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে উদ্ধৃত হাদীসসমূহে তারই দিকনির্দেশনা রয়ে গেছে।

নারীর অধিকার ও মহানবী (সা.)

জাহেলিয়াতের দিনগুলোতে যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ পরাজিত পক্ষের মেয়েদের ধরে নিয়ে বিয়ে করত। এ অপমান থেকে নিষ্কৃতি লাভের লক্ষ্যে তারা কন্যাকে হত্যা করত এবং জীবন্ত কবর দিত। এ জন্মদাতা- হৃদয়হীন এক যাযাবর বেদুইন, পিতা নামের কলংক, নিষ্ঠুর, নির্মম- আততায়ীই কেবল হতে পারে তার পরিচয়। সে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে ইসলাম এনে দিল পিত্রালয়ে, ধন্য করল তার জন্ম ও জীবন। পবিত্র কোরআন তাকে পুষ্পমাল্যে নন্দিত করল। মর্মস্পর্শী [illegible] কারিমা নাযিল হলো তার প্রতিপালন, সম্পদ উত্তরাধিকারের ঘোষণা নিয়ে।

www.nagorikpathagar.org

পিতা ও আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতে কন্যাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। অনাদিকাল থেকে অনাদৃতা, অবহেলিতা কন্যা হাত পেতে নিলো তার অধিকার। এককথায় সকল কন্যাসন্তান পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হলো।

পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা সন্তানের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ইসলামে। মহানবী (সা.) কন্যা সন্তানকে মুক্তিদানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তানকে প্রতিপালন করলো, সুশিক্ষা দিলো, আদব শিখাল, বিবাহ দিলো এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো, সে জান্নাতের অধিকারী' [আবু দাউদ]। ইসলামেই প্রথম মেয়েকে নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলো। বিবাহে কনের মত নিয়ে পাত্রস্থ করার বিধান প্রবর্তিত হলো। প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের মতো স্বাধীন হলো।

মূলত সন্তান সন্ততি আল্লাহর নিজস্ব দান ছাড়া কিছুই নয়। পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান হচ্ছে মানবজাতি রক্ষার মাধ্যম। কন্যাসন্তান না থাকলে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা লোপ পেয়ে যাবে। এ জন্য পুত্র ও কন্যা সন্তানের প্রয়োজন আছে। তাই কন্যা সন্তান হলে অন্ধকার যুগের মানুষের মতো মুখ কালো করার ঘৃণ্য কোনো মানসিকতার স্থান ইসলামে নেই।

সে কালের আরবসমাজ পুত্রসন্তানকে অনেক বেশি ভালোবাসতো বিধায় ইসলাম এ পক্ষপাতিত্বের মূল উচ্ছেদের লক্ষ্যে পিতা-মাতাকে নির্দেশ দিয়েছে। তারা যেন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব না করে বরং স্নেহ, যত্ন, খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছেদ সর্বদিক দিয়েই তাদের মধ্যে ইনসাফ করে। এখানেই শেষ নয়। বিশ্বনবী (সা.) এর শেষোক্ত হাদীসটি এ প্রেক্ষিতে অনুধাবনীয়। কন্যাসন্তানের বিয়ে দিলেই তার প্রতি ভালো ব্যবহারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তারপরও নানা সময় ও প্রয়োজনে কন্যা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে পিতার গৃহে ফিরে আসতে পারে। তখনো তার প্রতি ভালো ব্যবহার করা পিতা-মাতার কর্তব্য। সে অবস্থায় পিতা-মাতার করণীয় সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা.) বলেন, 'তোমাকে সর্বোত্তম সদকার কথা বলব কি? তাহলো, তোমার কন্যাকে যদি বিয়ের পর তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং যখন তার জন্যে উপার্জন করার তুমি ছাড়া কেউ থাকে না, তখন তার প্রতি তোমার যে কর্তব্য সে কর্তব্যই হলো-অতীব উত্তম সদকা।'

বিবাহবন্ধনকে কোনো ধর্মে ও সভ্যতায় ক্ষতিকর ও অপমানকর বলে মনে করা হয়নি। কিন্তু 'বিবাহ আমার সুন্নাত এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।' বিশ্বনবীর (সা.) এ ঘোষণার মাধ্যমে একদিকে যেমন বিবাহের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অন্যদিকে চিরদিনের জন্য নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

যেখানে খ্রিস্টমতাদর্শ 'না পুরুষ নারীর জন্য এবং না নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে'- এই বলে নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদরেখা টেনে দিয়েছে, সেখানে ইসলাম স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গীনী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আল্লাহতায়ালার এ ঘোষণা: 'তারা [স্ত্রীগণ] তোমাদের পোশাক এবং তোমরা [স্বামীগণ] তাদের পোশাক।' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার এ সুমহান বাণী কতো আধুনিক, কতো যে বিজ্ঞানসম্মত, যা স্ত্রীদেরকে পুরুষের যথাযথ সমমর্যাদা দান করেছে।

উল্লেখ্য, একদা হযরত উমর ফারুক (রা.) আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিলেন, 'আমরা মেয়েলোকদের কোনো গুরুত্ব দিতাম না। যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বিধান নাজিল করলেন এবং তাদের মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন তখন আমাদের মনোভাব ও আচরণে আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো'।

ইসলামের আবির্ভাবের কারণে একজন স্ত্রী স্বামীর পরিবারে শুধু সর্বময় কর্ত্রীই নয় বরং সে তার পরিবারের একজন স্বাধীন সদস্যও বটে। কারণ সে স্ত্রী ইচ্ছামতো যে কোনো চুক্তি করতে পারে। সে নিজ নামে যে কোনো দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে স্বামীর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। সর্বময় কর্ত্রী হিসাবে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং সে স্বামীর উত্তরাধিকারী। সে স্বামী থেকে মোহরানা অবশ্যই আদায় করতে পারে। যে মোহরানা নারীর বৈবাহিক জীবনকে নিশ্চয়তা দান করে। মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে তারাই ভালো, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট ভালো।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নারী অত্যাচারী স্বামী থেকে তালাক দাবি করতে পারে। নারীদের তালাকের অধিকার এ জন্যই দেয়া হয়নি যে, নারী তার প্রকৃতিগত কারণে যে কোনো তুচ্ছ বিষয়ে তালাক দিয়ে পরিবারের জন্য মারাত্মক ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। যেহেতু পরিবারকে টিকিয়ে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ ও বিবাদের ফলে দাম্পত্য জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, বিবাহবিচ্ছেদ কেবল তখনই প্রয়োজন। কারণ 'তালাক পৃথিবীতে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম বিষয়।' [আল হাদীস]

ইসলাম মাতৃত্বের অধিকারকে যে কোনো ধর্মের চেয়ে অধিকতর উচ্চে স্থান দিয়েছে। বিশ্বনবী (সা.) বলেন, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত' এবং পিতার তুলনায় মাতার প্রতি সন্তানের তিনগুণ কর্তব্য নির্ধারণে মায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। মহানবী (সা.) মা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রেখে গেছেন: 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা এবং তাদের হক নষ্ট করাকে চিরদিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।'

www.nagorikpathagar.org

সন্তান জন্মের আগে ও পরে মায়ের অপরিসীম কষ্টের কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে মাকে পিতার সাথে সমান সম্মানিত করার সাথে সাথে মায়ের অধিকারকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলাম কেবল নারী সমাজকে কন্যা, বধূ, মাতৃরূপে সম্মানিত করেনি বরং বালিকা, দাসী ও বিধবাদের মর্যাদা ও অধিকার ঘোষণা করেও নারী সমাজকে উচ্চাসনে সমাসীন করেছে। হযরত মুহামদ (সা.) নারীদের প্রসঙ্গে বলেনঃ 'যদি কেউ তার দাসীকে সদয়ভাবে কাজের আদেশ দেয় এবং তাকে শাস্তি না দিয়ে সৎশিক্ষা দেয় এবং পরিশেষে তাকে মুক্ত করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে তবে তাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে।' মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার বিধবা স্ত্রীর মোহরানা আদায়ের পর মৃতের সব উত্তরাধিকারী তার সম্পত্তির অংশ পাবে। মোহরানা পাওয়ার পরও স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ পাবে। ইসলাম বিধবাদের বিবাহের পূর্ণস্বাধীনতা দিয়েছে অথচ হিন্দু নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার নাই।

'জ্ঞানাহরণ করা প্রত্যক মুসলিম নর নারীর অবশ্য কর্তব্য।' রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এ উক্তিতে বিদ্যার্জন করার ন্যায্য স্বাধীনতা প্রত্যেক নারীর আছে। তবে ইসলামের গণ্ডিতে অবস্থান করে সুগৃহিণী, আদর্শ গৃহিণীর যোগ্যতা অর্জনের জন্য পার্থিবশিক্ষা ও দ্বীনিশিক্ষার ওপর ইসলাম জোর দিয়েছে। আমরা দেখি, নবী করিম (সা.) নারীদেরকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আলোচনা সভায় নারী, পুরুষ উভয়ে উপস্থিত থাকতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) নারী ও পুরুষের এক অসাধারণ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিদূষীরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মহান শিক্ষকের কাছ থেকে মহামূল্যবান জ্ঞান অর্জন করে আনুমানিক দুই হাজার দুইশত বিশটি হাদীস বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাহিত্যকর্মেও তাঁর অনুরাগ ও দক্ষতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাড়ে চারহাজারের মতো কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিলো। বহু পুরুষ হাদীস শাস্ত্রবিদের চেয়ে তিনি বিশুদ্ধভাবে হাদীস সংরক্ষণ করতে সমর্থ হন। তাতে পরবর্তীযুগে অগণিত উম্মতকে ভ্রান্ত হাদীস অনুসরণের অপরাধ থেকে রক্ষা করে তিনি অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেন।

নারী অধিকারের সম্যক প্রতিষ্ঠাতা রাসূলে আকরাম (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যেমন, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তেমন মহিলাদের মর্যাদা দান করেছেন।' একজন মহিলার সুচিন্তিত মতামত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) সময়োপযোগী সঠিক পরামর্শ দিয়ে একদা আল্লাহর রসূলুল্লাহ (সা.) কে একটি জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বমানবতা ভিত্তিক জাতি গঠন ও মহানবী (সা.)

প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় চেতনা ছিলো না। গোত্রে গোত্রে এমনকি পিতা পুত্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে, ঝগড়া ফাসাদ, খুনাখুনি সব সময়ই লেগে থাকত। তারা ভুলে গিয়েছিলো নিজেদের স্রষ্টার কথা, আল্লাহর খিলাফতের কথা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার কথা। আল্লাহ বলেছেন: 'হে লোক সকল, আমি তো তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন গোত্রে ও পরিবারে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ঐ মহাবাণী শুনিয়ে দিয়ে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেকালে জাহেলিয়াতের ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে, সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে মানবতাভিত্তিক এমন এক উদার ও নতুন জাতি এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে মানগত আভিজাত্যের কোনো স্থান ছিলো না, ছিলো না ধনী দরিদ্র ও বড় ছোটর কোনও পার্থক্য। এ সম্পর্কে অধ্যাপক পি.কে হিট্টির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: Within a brief of Normal life Muhammad called faith out of uncompromising material nation never united before a country that was hitherto but a geographycal expression. মরণশীল জীবনের অতি স্বল্প পরিসরে মুহাম্মদ (সা.) বিশৃঙ্খলা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এমন এক ঐক্যবদ্ধ জাতি ও রাষ্ট্র গঠন করেন, যা এর আগে কেবল ভৌগোলিক সংজ্ঞায় নিবদ্ধ ছিলো।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চরিত্রে তিনি সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ নিজেই তাঁর রাসূল (সা.) সম্পর্কে বলেছেন: 'তোমাদের জন্য তো রাসূলুল্লাহ (সা.) র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। নয়া জাতি ও সমাজ গঠনে মহানবী (সা.) এর অবদান কি সামান্য? তাঁর জাতি গঠনের এ বিপ্লবকে অভূতপূর্ব সৌভাগ্যরূপে অভিহিত করা হয়েছে। বসওয়ার্থ বলেছেন: By fortune absolutely unique in history Muhammad is a three fold founder of a nation, of an empire and of a religion. ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে, মুহাম্মদ (সা.) একাধারে তিনিটি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য ও একটি ধর্মমত।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতিষ্ঠা ও মহানবী (সা.)

দুনিয়ার সকল মানুষ একই আদমের সন্তান। কাজেই আদম সন্তান সবাই একে অন্যের ভাই। তাই একজন আরেক জনের ওপর প্রভুত্ব করবে, একজন

www.nagorikpathagar.org

আর একজনকে জুলুমের যাঁতাকলে নির্যাতন করবে এ তো একেবারেই মানবতাবিরোধী। আর বিশ্বনবীর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য যুলুম, অত্যাচার দূরীভূত করে, প্রকৃত বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন: 'অবশ্যই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো, যাতে তোমরা রহমত পেতে পার।' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'সকল মুসলিম একে অন্যের ভাই।'

তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন: "তোমরা সবাই আদম সন্তান আর আদম মাটির তৈরি। একমাত্র তাকওয়া ছাড়া অনাবরদের উপর আরবদের আর আরবদের ওপর অনারবদের কোনও প্রাধান্য নাই।'

মহানবীর এ আদর্শ গোত্রভিত্তিক সমাজের কৃত্রিম আভিজাত্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং সঙ্কীর্ণ সে সমাজ নির্মূল হয়ে, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত উদার নৈতিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। এ সম্পর্কে খুদা বক্স বলেন: The immediaite result of the prophet's teaching was the dissolution of the tribal system and the foundation of the brotherhood of Islam. নবী করিম (সা.) এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল হলো, গোত্রভিত্তিক সমাজের বিলোপ সাধন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা।

তিনি কেবল আরববাসীদের মধ্যে কিংবা শুধু মুসলিম উম্মাহর মধ্যেই নয় বরং জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দুনিয়ায় এক অক্ষয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর আদর্শের মূলনীতি হলো- ধর্ম, জাতি ও দেশ বিভিন্ন হলেও সকল মানুষ মূলত একই পরিবারভুক্ত। মুসলমান অমুসলামন সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

'অমুসলিমদের জান ও মাল এবং আমাদের জান ও মাল এক ও অভিন্ন।' শান্তির দূত, রাহমাতুল্লিল আলামিন আরো বলেছেন, 'যে মুসলিম অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সামান্যতম জুলুম করবে, তার বিরুদ্ধে আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ আনবো।'

মানবতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বই মহানবী (সা.)-র আদর্শ। আর তিনি এ আদর্শের বন্ধনেই হিন্দু মুসিলম বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইয়াহুদি পারসিক এবং আরবি অনারবি আফগানি ইরানি কাফ্রি সাদা কালো চিনা ইউরোপিয় বিশ্বের সকল দেশ ও সকল জাতির লোক এক করে, একই মিলনসূত্রে আবদ্ধ করে, মহাশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। আজকের ইজম বিক্ষুব্ধ পৃথিবী মহানবী (সা.) এর এ বোধের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দাঙ্গা, ভারতের হিন্দু মুসিলম শিখ সমস্যা, এ সবই মহানবীর আদর্শের আলোকে

www.nagorikpathagar.org

সমাধান করা সম্ভব। বস্তুতঃ সূর্য যেমন প্রতিদিন নতুন নতুন তেজে দিক-দিগন্ত উদ্ভাসিত করে। এর সৌরপ্রভাবও পুরানো হওয়ার নয়, তেমনি মহানবী (সা.) এর আদর্শের উজ্জ্বল প্রভাবও নিত্য নবনব রূপে উদ্ভূত সমস্যাসমূহের সমাধান দিতে পারে। এর সর্বজনীনতা সর্বকালের সর্বদেশের অমোঘ বিধানরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠা ও মহানবীর (সা.) আদর্শ

সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্বে বারবার কত রক্ত ঝরেছে, তার হিসেব নেবে কে? সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে চীন বিপ্লবে মাত্র দুই কোটি সত্তর লক্ষ লোক মারা হয়েছে বলে মাও সেতুং নিজেই উল্লেখ করেছেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবে রাশিয়ার উনিশ লক্ষ লোক বলি হয়েছে, আহত হয়েছে বিশ লক্ষ লোক। এর আগে ফরাসী বিপ্লবেও কম আদম সন্তান নিধন করা হয়নি। এ বিপ্লবেরও স্লোগান ছিলো Equality, Freternity and Libert সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। খ্রিস্টযাজক ও হিন্দু পুরোহিতদের মুখেই শুধু সাম্যের বাণী, কাজে নৈবচ নৈবচ। ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে সাম্যের উদ্দেশ্যে রাজা জনের স্বাক্ষরিত ম্যাগনাকার্টায়ও কি সাম্য পুরোপুরি ছিলো? যদি থাকতো তাহলে পরবর্তীতে অধিকার বঞ্চিত ব্যারনদের ক্রমাগত সংগ্রামের ফলে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে 'পিটিশন অব রাইটস'-এর জন্ম হতো না।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, সমাজের নানাবিধ অসাম্য দূর করে, প্রকৃত সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে, মহানবী (সা.) এক তুলনাহীন নজির স্থাপন করে গেছেন। তিনি ঘরে বসে কোনো ম্যাগনাকার্টা দেননি। মদিনার মসজিদ নির্মাণকালে সাহাবীদের সঙ্গে ইট ও পাথর টানার কাজ করে, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করে বাস্তব সাম্যের আদর্শ তুলে ধরেছেন তিনি। এমনকি শৈশবে হালিমার দুধ পান করতে গিয়ে, দুধভাইয়ের জন্য অর্ধেক দুধ রেখে, তিনি সাম্যের পরিচয় দিয়েছেন। হযরত আলি (রা.) যে বলেছেন: 'আকৃতিতে মানুষ সমান, তাদের পিতা আদম আর তাদের মা হাওয়া।' একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে মহানবী (সা.) এর কথায় ও কাজে, তাঁর সমস্ত জীবনের কর্মে সাম্য মৈত্রী স্থাপনে।

এইচ.জি. ওয়েলস বলেছেন: 'জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে আজকের দুনিয়ায় ইসলাম যে সাম্য স্থাপন করেছে, তার ফলে মুসলিমদের মধ্যে একটা ঘরোয়া ভ্রাতৃত্বের উদ্ভব ঘটেছে। আর সভ্য জগতে এ বিশ্বাস একটি বিরাট শক্তিরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মহানবী (সা.) ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা যে বলেছেন, "তোমরা বিচারে বসে যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়সংগত কথা বলবে, যদি বিচারাধীন ব্যক্তি নিকটআত্মীয়ও হয়'- তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করে গেছেন।

মহানবীর মানবতাবোধের শিক্ষা মহান সাহাবীরাও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবুজর গিফারি (রা.)। তার নায়নিষ্ঠা ছিলো মহামানবিক। খলিফা উমর ফারুকের খিলাফতের সময় এক ব্যক্তি চুরি ও নর-হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে প্রাণ দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়। ঘটনার বিবরণ হলো, মদিনার এক ফলের বাগানে একটি চোর প্রবেশ করে ফল ফলাদি চুরি করতে আরম্ভ করে, বাগানের মালিক তার পুত্রদের নিয়ে চোরকে তাড়া করলে সে দৌড়ে বাগানের সীমানা অতিক্রম করার চেষ্টা করে। প্রবেশ পথে বাগানের মালিক তাকে ধরে ফেলে। তবু চোর ঝাপটা ঝাপটি করে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে চলে যায়। এতে বাগানের বুড়ো মালিকের মৃত্যু ঘটে। তখন ছিল ভোরবেলা। ফজরের আজান শুনে, মুসল্লিগণ নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা হচ্ছেন, এমন সময় ঐ চোর মালিককে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করলে সকলে মিলে চোরকে ধরে ফেলে। চোর কিন্তু অপরাধ স্বীকার না করে বলে, প্রকৃত চোর আগেই পালিয়ে গিয়েছে। সে আরও বলে, আসলে চোর পালাবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে উপস্থিত হওয়ায় তাকে চোর বলে ভুল করা হচ্ছে।

যারা তাকে পাকড়াও করেছে তারা কিন্তু সকলেই একবাক্যে শেষোক্ত ব্যক্তিকেই চোর বলে সাব্যস্ত করে সাক্ষ্য প্রদান করে। কাজেই চুরি ও হত্যার অপরাধে খলিফা উমর (রা.) তার প্রাণদণ্ডাদেশ দেন।

লোকটির বাড়ি ছিলো সিরিয়া যাওয়ার পথে। সে মদিনায় এসেছিলো কোনো এক কাজ উপলক্ষে। তাই খলিফাকে সে কাকুতি-মিনতি করে বলে, 'আমি তো চুরি করিনি; তবু যে কোনো কারণেই হোক চোর বলে সাব্যস্ত হয়েছি, আমাকে সময় দিন, আমি বাড়িতে গিয়ে আমার শাস্তির কথাটা জানিয়ে, আমার অবর্তমানে পরিবারের লোকেরা কিভাবে চলবে সেই পরামর্শ দিয়ে আসতে চাই। মহান খলিফা তার উত্তরে বলেন, এভাবে খুনের আসামিকেতো মুক্তি দেওয়া যায় না। তুমি যে আবার ফিরে আসবে তার কোনো প্রমাণ নেই। তুমি যদি উপযুক্ত ও বিশ্বাসী কোন লোককে জামিন করে রেখে যেতে পারো, তাহলে তোমাকে সুযোগ দেয়া যেতে পারে।' লোকটার যামিন কে হবে? যদি সে ফিরে না আসে

www.nagorikpathagar.org

তবে তার পরিবর্তে জামিনদারকেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হবে। এগিয়ে এলো না কেউই। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হযরত আবুজর গিফারি (রা.) লোকটার বিবরণ শুনে এবং তার মুখ দেখে তার কথায় আস্থা স্থাপন করে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি এ লোকটার জামিন হতে রাজি আছি।' তাঁকে এ জামানতের মর্ম সম্যক ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি অবিচলিত ভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন। লোকটার জামিন মঞ্জুর করা হলো এবং তাকে তার বাড়িতে যাবার অনুমতি দেয়া হলো।

নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হলো। এদিকে লোকটার কোনো পাত্তাই নাই। অগত্যা আবুজর গিফারি ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে খলিফার আদেশ প্রতিপালন করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তবু একটু সময় অপেক্ষা করতে খলিফাকে সকলেই অনুরোধ করেন।

কিছু সময় পরে বহু দূরে দেখা গেলো, ইঁদুরের মতো কোনো প্রাণী মদিনার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর সেই প্রাণীটাই আরও বড় হতে হতে বকরির আকার ধারণ করলো। কিছু সময় পর দেখা গেলো, এটি বকরি নয় ঘোড়া। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড আরবি ঘোড়ায় চড়ে লোকটি উপস্থিত হলো। ঘোড়া থেকে নেমেই ফাঁসির মঞ্চে হাজির হয়ে জল্লাদকে কাজ সমাধা করতে অনুরোধ করলো। জল্লাদ প্রস্তুত হতে না হতেই প্রকৃত চোর বেরিয়ে এসে বললো, "এই লোকটি নিরপরাধ, আমিই প্রকৃত চোর, তবে আমি চুরি করার অবসর পাইনি। বাপ-বেটা বেরিয়ে এসে আমায় তাড়া করলে আমি দৌড়ে পালিয়ে যাই। বুড়া আমার পথ আগলালে তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে ধাক্কা দিতেই তার মৃত্যু হয়। চোরের এভাবে উপস্থিত হওয়ায় নিহত ব্যক্তির ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে তাকে মাফ করে দেয়। এমনিভাবে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা পায়। হযরত আবুজর গিফারি তার জন্য জামিন না হলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে লোকটির ফাঁসি হয়ে যেতো এবং খলিফার তরফ থেকে ইনসাফের ত্রুটি দেখা দিতো। এ জন্যই হযরত আবুজর গিফারি স্বতঃপ্রণোদনায়, জামিন হয়ে এ পরিস্থিতিতেও মানবতা ও মহানুভবতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিলেন।

মহানবী (সা.) এর ন্যায়বিচার, মহানুভবতা ও মানবতার মূল্যবোধে মুসলিম জাহানের অন্যান্য শাসকরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বাদশা জাহাঙ্গীর মদ্যপান ও শরিয়ত বিরোধী নানাকাজ কর্মে লিপ্ত থাকলেও ইনসাফের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও কঠোর। ইতিহাস আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে, দিল্লি, আগ্রা, লাহোর অথবা যে কোনো স্থানে তিনি উপস্থিত থাকুন না কেন, তার দূর্গের

www.nagorikpathagar.org

একপাশে একটি ঘণ্টা বাঁধা থাকতো। কোনো মজলুম সে ঘণ্টায় ধ্বনি তুললে, তিনি স্বয়ং বের হয়ে এসে তার অভিযোগ শুনতেন। একদা সুদূর বঙ্গদেশে থেকে এক মজলুম পিতা গিয়ে অভিযোগ করে যে, তৎকালীন বাংলার নওয়াব ফয়েজ উল্লাহ নগর পরিভ্রমণ কালে তার শিশুপুত্রকে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট করে মেরে ফেলেছেন। শাহানশাহ অভিযোগ শোনামাত্রই কাসেদ মারফত ফয়েজ উল্লাহকে তলব করেন। তিনি তলব পাওয়ামাত্রই শাহানশাহের দরবারে অবশ্য উপস্থিত হননি। তারপরে এক সামরিক কর্মচারীর মারফত সংবাদ দিলে, তিনি দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে যমুনার অপর পারে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিতে আমোদ প্রমোদে মত্ত রইলেন। পরদিন প্রভাতে শাহানশাহের সঙ্গে মুলাকাত করবেন বলে তাঁর মতলব ছিলো। তবে শাহানশাহ তাঁকে সে অবসর আর দেননি। তার আগমন সংবাদ শুনেই, মজলুম পিতাকে হাতির ওপর উঠিয়ে, শাহানশাহ এক সামরিক অফিসারকে, নওয়াব ফয়েজ উল্লাহর শিবিরের ওপর হস্তী চালনা করতে নির্দেশ দিলেন।

বলা বাহুল্য, ফয়েজ উল্লাহ যেভাবে ছেলেটিকে হত্যা করেছিলেন, সেভাবেই তিনি শাহানশাহের নির্দেশে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হলেন। এভাবে মুসলিমদের ইতিহাস থেকে বিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। মুসলিমরা ইসলামীনীতি থেকে আস্তে আস্তে বহুদূরে সরে যাওয়ায়, একদিকে যেমন ইসলামী জীবন পদ্ধতি তাঁদের জীবনে কার্যকর থাকেনি, তেমনি আদল ও ইনসাফ তাঁদের জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

একবারের ঘটনা, প্রিয় নবী (সা.) এর দরবারে জনৈক ইহুদি একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে নালিশ করলো। তিনি সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে সে ইহুদির পক্ষে রায় দিয়ে, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এক অনুপম আদর্শ স্থাপন করলেন।

প্রকৃতিতে অবস্থিত নানাবিধ জীব জন্তুর সঙ্গে কিভাবে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করতে হয় তারও উদাহরণ রসূল সা. এর জীবন থেকে পাওয়া যায়। একদা এক সাহাবী কয়েকটি পাখির ছানা খুব উল্লাসের সঙ্গে রসূলে খোদার জন্য নিয়ে আসেন। পক্ষীদম্পতি ছানার মায়ায় তাকে অনুসরণ করে হযরতের কাছেই এসে করুণ বিলাপ জুড়ে দেয়। মানবতার মহানবী রাসূলে আকরম (সা.) রাগান্বিত হয়ে ছানাগুলোকে তাদের কুলায় ফিরিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ দিলেন। এতে বুঝা যায়, অনর্থক কোনো প্রাণীকেও কষ্ট দেওয়া মানবতার মহান নবীর দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় নয়।

www.nagorikpathagar.org

উপসংহার

মহানবী মুহম্মদ মোস্তফা (সা.) মানবতার মহান দিশারী। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, একথা তাঁর চেয়ে বলিষ্ঠভাবে আর কেউ আজ পর্যন্ত ঘোষণা করেনি। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথের সকল বাধার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন কঠোর সংগ্রাম করেছেন। মানুষের ওপর মানুষের সকল প্রকার প্রভুত্ব অন্যায় ও অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং এর অবসান কল্পে অসাধারণ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে, বিশ্ব ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তাঁর সময় প্রভাব প্রতিপত্তি, ধন দৌলত এবং বর্ণ গোত্র প্রভৃতি খোদায়ির আসন লাভ করেছিল। তিনি এ সবের ভিত্তিমূলে চরম কুঠারাঘাত হেনেছিলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই।

তাঁর সারা জীবনের সাধনা সংগ্রাম আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা এবং সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত ছিল। আঘাতকারীকে তিনি আশীর্বাদ করতেন। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঘৃণ্য শত্রুকে ক্ষমা করে দিতেন। বিজয়ের দিনেও বিনয়ী থাকতেন। মানবতার এ নজির কোন্ ইতিহাসে আছে? উপস্থাপিত সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যদিয়ে ঐ কথাগুলোই বলার চেষ্টা করা হয়েছে। তবু সব কথা, সব তথ্য কি তুলে ধরা সম্ভব?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহামানবতার মহামহিমাময় সাত সমুদ্রের নাম, সে সমুদ্রে যথাযথ ভাবে সাঁতারকাটা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবুতো সাঁতার কাটতে হবে, কেননা মানবতার মহামূল্যবান মনি-মুক্তা কেবল ঐ সাত সমুদ্রেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে- সাঁতার কেটে কেটে, দক্ষ ডুবুরীর মতো তুলে আনতে হবে সেখান থেকেই নানা রঙের জীবন সম্পদ জীবন পাথেয়।

রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ বলেছেন-

তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখনো হতো না লুট
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলত না তার পর্ণপুট
বিচিত্র আশা মুখর মাসুক খুলত না তার রুদ্ধ দিল
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল।

এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেছেন, রসূলে আকরাম (সা.) যে মানবতাবাদের প্রবর্তন করেছিলেন এবং তার যে বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন তার আলোকেই বর্তমানকালের মানবতাবাদ

www.nagorikpathagar.org

আবর্তিত বা বিবর্তিত হচ্ছে। তবে রসূলে আকরাম (সা.) এর মানবতাবাদ ছিলো বাস্তবধর্মী। সে মানবতাবাদ কেবল নীতি নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে বাস্তব জীবনে রূপায়ণের জন্যও প্রেরণা দান করেছে। আজকের দুনিয়া তাঁর সে নীতি গ্রহণ করলে সকল দ্বন্দ্বেরই অবসান হত, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন-

পাঠাও বেহেশত হতে হযরত পুনঃ সাম্যের বাণী
আর দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে এই হীন হানাহানি।

www.nagorikpathagar.org

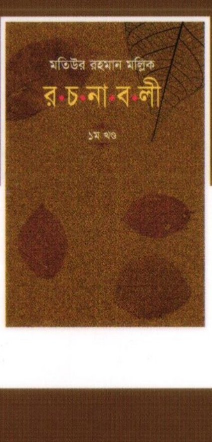

দেশজ প্রকাশন

Motiur Rahman Mollik
Rachanabali- 1st Part
Published on September 2024
Price: 680 Tk only

ISBN: 978-984-98985-8-0